চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 116 Wednesday, 27 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১১৬ সংখ্যা ✱ ১৩ চৈত্র, ১৪৩০, বুধবার, ২৭ মার্চ, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ নিয়ে অভিযোগ নিরসনে এবার নির্বাচন কমিশন এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কলতলায় ঝগড়া করার মতো প্রার্থী দাড় করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই প্রাক্তন স্ত্রী'কে খোঁচা সৌমিত্র খাঁর। ...বিস্তারিত পাতা ৫

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এসইউসিআই দক্ষিন ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সামনে রেখে ইস্তেহার প্রকাশ করল। ...বিস্তারিত পাতা ৭

কেউ ব্যাট দিয়েই লেখেন প্রেমের কবিতা। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তাঁদের কভার ড্রাইভ। সচিন, লারারা যেমন ছিলেন 'প্রেমিক' ব্যাটার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

পাহাড়ের বেসুরো বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে গুরুং

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৬ মার্চঃ দার্জিলিং আসনটি বরাবরই গোটা বাংলার নজর কাড়ে। এবার আবার বিজেপির কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই বেসুরো গাইতে শুরু করেছেন। আর সেই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সেই বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করলেন মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। সেই বৈঠকে হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড ছিলেন বলে খবর। সব মিলিয়ে এবার লোকসভা ভোটপর্বে ফের পাহাড়ে একেবারে অন্যরকম রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলেছে। বিমল গুরুং। মোর্চা সুপ্রিমো। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিগতদিনে পাহাড় স্তব্ধ করে দেওয়ার পেছনে যে মানুষটি ছিলেন তিনি আর কেউ নন বিমল গুরুং। দীর্ঘদিন বেপাত্তা ছিলেন তিনি। পরে তিনি তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ে ফিরে আসেন। আবার অতীতে বিজেপির সঙ্গেও সখ্যতা ছিল তাঁর। আর এবার লোকসভা ভোটপর্বে বিজেপির বেসুরো বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি। কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক ইতিমধ্যে বেসুরো গাইতে শুরু করেছেন। পাহাড়ের বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ভূমিপূত্রকে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই দাবি পূরণ হয়নি। সেক্ষেত্রে এবার তিনি নির্দল হিসাবে দাঁড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে কি এবার মোর্চার সমর্থন নিয়ে তিনি রাজু বিস্তের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছেন? তবে ইতিমধ্যেই বিজেপির রাজ্য নেতারা জানিয়েছেন, নির্দল হিসাবে তিনি কতটা জনপ্রিয় সেটা ভোটেই বোঝা যাবে। তবে এবার বোঝা যাচ্ছে কার্যত সবদিক বিবেচনা করেই নামছেন বিষ্ণুপ্রসাদ।

সন্দেশখালির রেখাকে মোদির ফোন

'আপনিই শক্তি, কত বড় সাহসের কাজ করেছেন জানেন না'

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৬ মার্চঃ সন্দেশখালির নির্যাতিতা রেখা পাত্রকে লোকসভা ভোটে বসিরহাট আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি। রবিবার তাঁর নাম প্রার্থী হিসাবে

ঘোষণা করা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেখাকে ফোন করে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেখা পাত্রকে প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনের অডিও এদিন সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ও বিধেয়ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজেপির ফারাকও। কতটা সুপরিকল্পনা থাকলে এতটা সময় দিয়ে এক জন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন জাতীয় দলের প্রধান সেনাপতি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের সময়ে মোদিকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করেন বসিরহাট আসনে প্রার্থী এই রেখা পাত্র। মোদির আশীর্বাদ চান বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আপনার মতো মা বোনের হাত আমার মাথায় রয়েছে। নইলে আমি একা তো কিছুই নই।'' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের সময়ে মোদিকে ভগবান রামের সঙ্গে তুলনা করেন রেখা পাত্র। মোদির আশীর্বাদ চান বসিরহাটের বিজেপির প্রার্থী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আপনার মতো মা বোনের হাত আমার মাথায় রয়েছে। নইলে আমি একা তো কিছুই নই।'' মোদির কথায়, রেখাজি আপনিই শক্তি স্বরূপা, আপনিই দুর্গা। বাংলায় শক্তির আরাধনা হয়। আপনিই সেই শক্তি। কত বড় সাহস আপনি দেখিয়েছেন, জানেন না। আপনার কারণেই এক দুর্বৃত্ত গ্রেফতার হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করেছেন। গোটা দেশ আপনার জন্য গর্ব করছে।'' রেখার কাছে প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, লোকসভা ভোটে তাঁকে প্রার্থী করার পর কেমন সাড়া পেয়েছেন তিনি? জবাবে রেখা পাত্র বলেন, ''আমি ভাল সাড়া পেয়েছি। অনেকেই আমার পাশে রয়েছেন। খোলাখুলি সমর্থন করছেন। তৃণমূলের যে সব মা বোনেরা শুরুতে আপত্তি করছিলেন, তাঁরাও এখন সমর্থনের কথা বলছেন। আমি চাই সবার ভাল হোক।'' তা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আপনার মধ্যে এক জন জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠার সব গুণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি শুধু বিজেপির সমর্থকদের কথা ভাবছেন না। আপনার যাঁরা বিরোধী তাঁদেরও ভাল চাইছেন। এই উদারতা একজন জনপ্রতিনিধির থেকে কাঙ্খিত। আমি আশা করছি আপনাকে দিল্লিতে দেখতে পাব।'' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে রেখা অভিযোগ করেন যে ২০১১ সাল থেকে তাঁরা এলাকায় ভোট দিতে পারছেন না। তাঁদের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিচ্ছে। তা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এই বিষয়টি আমরা নির্বাচন কমিশনের নজরে আনব। গোটা দেশের স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট করাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। আশা করব নির্বাচন কমিশন বসিরহাটে অবাধ নির্বাচন সুনিশ্চিত করবে।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সন্দেশখালির এক নির্যাতিতাকে বসিরহাটে প্রার্থী করা এবং তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফোনে কথোপকথন একেবারেই কৌশলগত। এক, সন্দেশখালিকে সামনে রেখে বাংলার গ্রাম গঞ্জে মহিলা ভোটকে বিজেপির অনুকূলে টানতে চাইছেন মোদি-শাহ। দুই, গোটা দেশকেও দেখাতে চাইছেন মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিজেপি কতটা আগ্রহী। তাই কথোপকথন শুধু বসিরহাটের জন্য নয়, এটা বিজেপির বড় কৌশলেরই অঙ্গ।

৩১ মার্চ থেকে প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মহুয়ার সমর্থনে প্রথম সভা কৃষ্ণনগরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ গত ১৪ মার্চ বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কপালে একাধিক স্টিচও হয়েছিল। সূত্রের খবর, চিকিৎসকদের নিষেধ মেনে এতদিন প্রচারে নামেননি তিনি। এই মুহূর্তে চোট কাটিয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ৩১ মার্চ থেকে প্রচার নামতে চলেছেন তিনি। দলীয় সূত্রের খবর, ৩১ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম জনসভা হবে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। ওই আসনে এবারেও তৃণমূল প্রার্থী করেছে মহুয়া মৈত্রকে। প্রশ্ন ঘুষ কাণ্ডে মহুয়াকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করেছে এথিক্স কমিটি। সম্প্রতি লোকপালের নির্দেশে মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে তাঁর কলকাতার এবং নদিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে

সিবিআই। ফলে ওই মঞ্চ থেকে এজেন্সি ইস্যুতে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করতে পারেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় সূত্রের খবর, পরের দিন অর্থা ১ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর সভা রয়েছে বহরমপুরে। বহরমপুর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর গড় হিসেবে পরিচিত। তৃণমূল এবারে সেখানে প্রার্থী করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে। অধীরের গড় থেকে মমতা কী বার্তা দেন, সেদিকেই নজর থাকবে সব মহলের। দলীয় সূত্রের খবর, কৃষ্ণনগরের সভাটি হবে ধুবুলিয়ায়। তৃণমূল ভবন থেকে সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পর এদিন বিকেল থেকেই সেখানে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। পরের দিন পাঠানের সমর্থনে বহরমপুর স্টেডিয়ামে সভা করবেন মমতা। প্রসঙ্গত, গত ১৪ মার্চ বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে লোকসভা ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় তৃণমূল নেত্রী কবে থেকে প্রচারে নামবেন তা নিয়ে মুখিয়ে ছিলেন দলের নেতা, কর্মীরা। এরই মাঝে গার্ডেনরিচ কাণ্ডে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েও ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিলেন মমতা। তবে চিকিৎসকদের নিষেধ থাকায় এতদিন প্রচারে নামতে পারেননি তিনি।

পিংলায় নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ ভোটমুখি বাংলায় পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতি চরমে পৌঁছেছে। পরিবারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিজেপির দাবি, এই খুনের পিছনে রয়েছে তৃণমূল। সেই অভিযোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিহত বিজেপি কর্মী শান্তনু ঘড়ুইয়ের মা ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দাবি জানালেন, পিংলায় যেতে হবে রাজ্যপালকে। এদিন সন্ধ্যায় নিহত বিজেপি কর্মীর মা ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। অভিযোগ জানিয়ে বলেন, ''বিজেপি কর্মীকে খুন করেছে তৃণমূল। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে আধিকারিকরা প্রথমে তা গ্রহণ করতে চাননি। পরে বিজেপির চাপে এফআইআর গ্রহণ করে।'' এমনকী দেহ ময়নাতদন্তেও গা জোয়ারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বলেন, ''দেহ গায়ের জোরে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। দেহ পাওয়া গেল ঝান খেতে আর তার কারণ বলা হয়েছে জলে ডুবে মৃত্যু। ময়নাতদন্তের সময় ম্যাজিস্ট্রেট হাজির ছিলেন না। কোনও ভিডিয়োগ্রাফি হয়নি।'' এই ময়নাতদন্ত পরিবার মানেনি। শুভেন্দু বলেন, ''তৃণমূলের অভিযোগে রাজ্যপাল চোপড়ায় গিয়েছিলেন। তাহলে ওনাকে পিংলাতেও যেতে হবে।''

সুজন-সৌগত-শীলভদ্র, এবার তিন 'সাদা চুলের' খেল দেখবে দমদম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ দমদম লোকসভা কেন্দ্র। সিপিএম-প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী, তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় ও বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত। সেখানকার বাসিন্দারা তো কেউ কেউ মজার সুরে বলেই ফেললেন, 'এবার সাদা চুলের লড়াই দেখবে দমদমবাসী।' এ দিকে, আবার শীলভদ্র প্রার্থী হতেই একে সৌগত ও শীলভদ্রের শুরু বাগযুদ্ধ। আর তাঁদের এই হওয়া যায়।'' প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে দমদম থেকে পাঁচ লক্ষ ভোটে জেতেন তৃণমূলের সৌগত রায়। পরাজিত করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী শমিক ভট্টাচার্য ও সিপিএম প্রার্থী নেপালদেব ভট্টাচার্যকে। এবার তাঁর বিপরীতে সুজন। যদিও, গত একুশের বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর থেকে তৃণমূলের দেবব্রত মজুমদারের কাছে হারতে হয়েছিল তাঁকে। অপরদিকে,

কথোপকথনে কার্যত সরগরম দমদমের রাজনীতি। সৌগত রায়ের কটাক্ষ গত বিধান সভায় খড়দহে পরাজিত হয়েও লোকসভায় লড়ছেন শীলভদ্র। মাধ্যমিকে ফেল করে উচ্চ-মাধ্যমিক দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী আবার জবাবে বলেছেন, ''মহারাষ্ট্রের আইপিএসও টুয়েলভ ফেল। উচ্চ-মাধ্যমিক ফেল করেও আইপিএস খড়দহ বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূলের কাজল সিনহার কাছে। তবে রাজনীতিতে সুজন হোক বা সৌগত কিংবা শীলভদ্র বহুদিনের। রাজনীতির ইতিবৃত্ত সব জানা। ফলে দমদম লোকসভায় এই তিন দুঁদে রাজনীতিবিদের মধ্যে কে শেষ হাসি হাসে তা তো ভবিষ্যৎ বলবে।

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ। এবার বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানাল তৃণমূল। মঙ্গলবারই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে দলীয় লেটারপ্যাডে দিলীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসক শিবিরের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্যের কারণে আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ কী বলেছেন, কী কারণে তাঁদের অভিযোগ, সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত লিখে কমিশনের দুয়ারে চিঠি পাঠিয়েছে তৃণমূল শিবির। ঘাসফুল শিবিরের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্যের কারণে শালীনতা ভঙ্গ হয়েছে। কেন এই মন্তব্য আদর্শ আচরণ বিধি ভঙ্গের সামিল, সে কথাও চিঠিতে লিখেছে তৃণমূল। শাসক শিবিরের বক্তব্য, আদর্শ আচরণবিধি অনুযায়ী কোনও প্রার্থী কারও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সমালোচনা বা আক্রমণ করতে পারেন না। পাশাপাশি মহিলাদের অসম্মান করা হয়, এমন কোনও মন্তব্যও কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও প্রার্থী করতে পারেন

না, আদর্শ আচরণবিধির কথা উল্লেখ করে, সে কথাও তুলে ধরেছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। জানা যাচ্ছে, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন। জেলাশাসকের থেকে এই বিষয়ে রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারে নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, ভোটের মুখে দিলীপ ঘোষের বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করে এবার একযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল শিবির। তৃণমূলের ছোট-বড়-মাঝারি সব মাপের নেতা-নেত্রীরা নিশানা করতে শুরু করেছেন বিজেপিকে।

'নিষ্কৃতি' চাইলেন রুদ্রনীল ঘোষ, একের পর এক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ 'লেফট'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ আচমকাই বিজেপির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ৬৭টি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেলেন রুদ্রনীল ঘোষ। বাংলায় বিজেপি দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে রবিবার। সোমবারের মধ্যেই এতগুলি গ্রুপ 'লেফট' রুদ্রর। নিন্দুকেরা ইতিমধ্যেই দুইয়ে দুইয়ে চার করা শুরু করে দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, টিকিট না পেয়ে অভিমানেই কি এমন পদক্ষেপ? রুদ্রনীল বলেন, ''যদি প্রার্থী তালিকার কথা বলেন, বলব একটু তো মন খারাপ হয়েছেই। আমি অভিমানী, বিক্ষুব্ধ এমনটা নয়। তবে বিজেপিই তো আমাকে প্রার্থী হতে শিখিয়েছে। তারাই তো এই জায়গায় এনেছে। হাওড়ার শিবপুর থেকে তুলে ভবানীপুরে এনেছে। আমি ময়দানে পড়ে থেকে লড়াই

করেছি।'' তবে গ্রুপ ছাড়ার কারণ একেবারেই অন্য বলে দাবি রুদ্রনীলের। তাঁর কথায়, ''দলের ৫টা অফিশিয়াল গ্রুপে যে মেসেজ, যে ভিডিয়ো আসে, সেগুলিরই ওই ৬৭টা গ্রুপে আসত। এই গ্রুপগুলো বিজেপির অফিশিয়াল নয়। কিছু গ্রুপ খুলে আমাকে ঢোকানো হয়েছিল। অথচ যেসব এলাকার এই গ্রুপ, সেগুলির সঙ্গে আমার সরাসরি কোনও সম্পর্কই নেই। তাই বেরিয়ে গিয়েছি। সবসময় এত ভিডিয়ো, মেসেজে মোবাইল স্লো হয়ে যায়। তাতেই এত জল্পনা হচ্ছে।'' রুদ্রনীল জানান, নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছেন তিনি। তবে তা অপ্রয়োজনীয় ভিডিয়ো থেকে। একইসঙ্গে রুদ্রনীল বলেন, ''দল যদি বলে অমুক জায়গা থেকে প্রার্থী হন, বীরভূম পড়ে আছে। আসানসোলের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসন পড়ে আছে। ডায়মন্ড হারবারেও প্রার্থী ঘোষণা হয়নি। ফলে দল যদি মনে করে, প্রার্থী হওয়ার যে যোগ্য ৩৮ জনের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, তা আমার মধ্যেও আছে, দল তখন টিকিট দিতে পারে।''

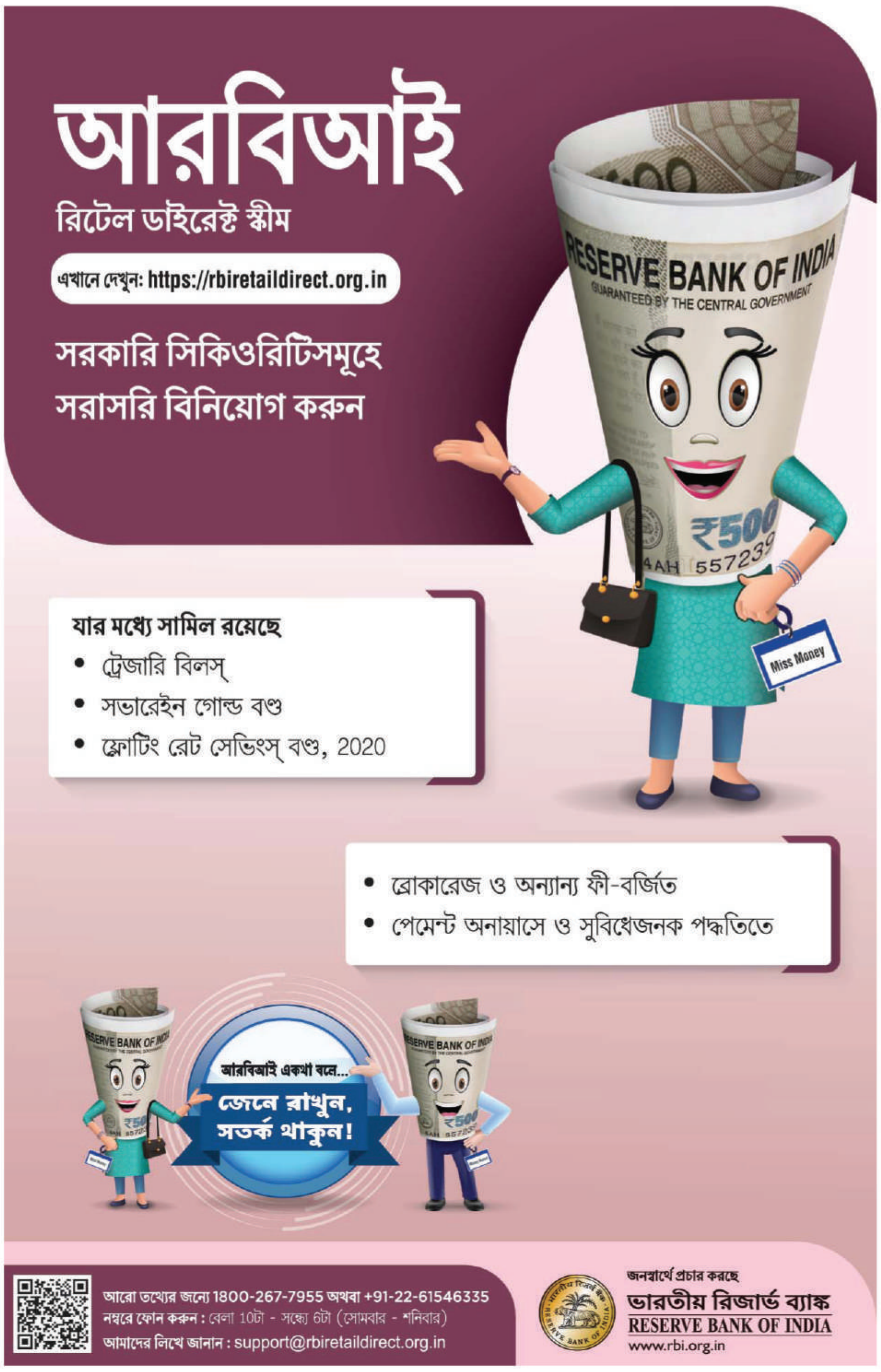

বোকারা বোকা বানানোর চেষ্টা করলে বোঝা যায়, তারাই কতটা বোকা। স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ বিজেপির তারকা প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। এর মধ্যেই মহিলাদের নিরাপত্তায় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। এবার সেই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের ভূমিকা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ যে অভিযোগ করেছেন, সেটা আদতে অন্যকে 'বোকা বানানোর চেষ্টা' বলে টুইটারে উল্লেখ করেছেন স্মৃতি ইরানি। নাম না করে জয়রাম রমেশ-সহ কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী টুইট-পোস্টে লিখেছেন, 'বোকারা যখন অন্যকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে তখন আসলেই প্রকাশ পায় যে, তারা কতটা বোকা।' নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সেটা আদতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রচেষ্টা এবং সরকারি পরিসংখ্যানের ভুল ব্যাখ্যা বলেও টুইট-পোস্টে উল্লেখ করেন স্মৃতি ইরানি। নাম না করে জয়রাম রমেশের প্রতি তাঁর আরও কটাক্ষ, রাজবংশীয় শাসকেরা দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধিবৃত্তির ছদ্মবেশে সম্পদ লুঠ করে গিয়েছে। তারপর তাদের পারিষদরা নির্লজ্জভাবে বিজেপি সরকারের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করার জন্য সত্য বিকৃত করে চলেছেন এবং আপাত অযোগ্যতা প্রকাশ করছেন। বিজেপি সরকার নারীশক্তি তুলে ধরার জন্য যে কাজ করেছে, সেটা তাঁর উপেক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে বলেও জানান স্মৃতি ইরানি। প্রসঙ্গত, সোমবারই নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, ''গত ১০ বছরে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের ব্যাপক ব্যর্থতা তালিকাভুক্ত করেছে এবং যখন তার সরকার জুন মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করবে তখন মহিলাদের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের একটি নতুন যুগ শুরু হবে।''

জলের দরে! বাইশটি পরিবারকে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চঃ চলতি মাসের শুরু থেকেই চরম জল সংকটে ভুগছে বেঙ্গালুরু শহর। পানীয় জলের অপব্যবহার রুখতে, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই, বেঙ্গালুরু ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড গাড়ি ধোয়া, বাগান করা, নির্মাণকাজ, ফোয়ারা, বিনোদন, সিনেমা হল ও শপিং মলে পান ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারের জন্য

এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য পানীয় জল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা জারির পর, প্রথমবার এই আদেশ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি জারি করল বেঙ্গালুরু জল সরবরাহ বোর্ড। সব মিলিয়ে ২২টি পরিবারকে দোষী সাব্যস্ত করে, ৫০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ড জানিয়েছে, সব মিলিয়ে ১.১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এই 'অপরাধী'রা যদি ফের একই অপরাধ করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রতিবার আদেশ লঙ্ঘনে ৫০০ টাকা করে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা হবে। ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, গত শুক্রবার থেকে এই বিধিনিষেধগুলি কার্যকর করা হয়েছে। শুক্র, শনি এবং রবিবারের মধ্যেই ২২টি পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়, যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই তাদের রসিদ দিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সবথেকে বেশি জরিমানা আদায় হয়েছে শহরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে, ৮০,০০০ টাকা। জলের তীব্র সংকটে বেহাল অবস্থা বেঙ্গালুরুবাসীর। প্রতিদিন বেঙ্গালুরুবাসীদের মোট ২,৬০০ মিলিয়ন লিটার জল লাগে। বর্তমানে দিন প্রতি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন লিটার জলের ঘাটতি চলছে। জলের ব্যবহার কমাতে, শহরের অনেক অফিসই কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। এর পাশাপাশি, ডিসপোজেবল প্লেটে খাবার খেতে হচ্ছে তাদের, এঁটো থালা-বাটি ধোওয়ার জন্য জল না লাগে। অনেকে, বাড়ির জলের ব্যবহার কমাতে শপিং মলে গিয়ে শৌচকার্য করছেন। এর মধ্যে, সোমবার ছিল আবার দোল উৎসব। দোল উপলক্ষ্যে সারা দেশে চলেছে রং খেলা। জলের অভাবে, বেঙ্গালুরুবাসীকে দোল উদযাপনেও কাটছাঁট করতে হয়েছে। ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ড, বাসিন্দাদের পুল পার্টি এবং রেইন ডান্সের জন্য কাবেরী এবং বোরওয়েলের জল ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে। পাশাপাশি, হোটেল, অ্যাপার্টমেন্ট এবং অফিসগুলিতে জলের ব্যবহার কমাতে, এয়ারেটর স্থাপন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কাউকে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করতে দেখলে, অবিলম্বে রিপোর্ট করার জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরও খুলেছে তারা। সংকটের সময়, যাতে জলের ট্যাঙ্কারের দাম বেশি না নেওয়া হয়, তার জন্য জলের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

জেল থেকে সরকার পরিচালনার দ্বিতীয় নির্দেশিকা কেজরীর

কী নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ জল দফতরের পর এবার স্বাস্থ্য দফতরের প্রতি নির্দেশিকা। মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্য দফতরের প্রতি বিশেষ নির্দেশিকা পাঠালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। সরকারি কাজকর্মের বিষয়ে জেল থেকে এটা কেজরীবালের দ্বিতীয় বার্তা। জেলে বসেই অরবিন্দ কেজরীবাল সরকার চালাবেন বলে তাঁর গ্রেফতারির পরই বার্তা দিয়েছিলেন দিল্লি মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য আতিশি। তারপর গত রবিবার জেলে বলে জল দফতর নিয়ে বিশেষ নির্দেশিকাও জারি করেন কেজরীবাল। যা নিয়ে জোর জলঘোলা শুরু হয়েছে। ইডি হেফাজতে থাকাকালীন সরকার চালানোর বিষয়ে এভাবে নির্দেশিকা পাঠানো যায় কি না, কীভাবে তিনি বার্তা পাঠালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিতর্কের আবহে এদিন ফের সরকারি নির্দেশিকা পাঠালেন অরবিন্দ কেজরীবাল। এদিন অরবিন্দ কেজরীবাল তাঁর নির্দেশিকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজের কাছে পাঠিয়েছেন। মূলত, সরকার পরিচালিত মহল্লা ক্লিনিকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন তিনি। জেলবন্দি মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তা শেয়ার করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ জানান, মুখ্যমন্ত্রী গরাদের পিছনে থাকলেও দিল্লিবাসীর যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চান তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে অরবিন্দ কেজরীবালের নির্দেশিকা পড়ে শোনান সৌরভ ভরদ্বাজ। নির্দেশিকায় মুখ্যমন্ত্রী কেজরীবাল জানিয়েছেন, তিনি ভিতরে বা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন, যখনই কেউ ওষুধ নিতে সরকারি হাসপাতালে যায়, তখনই তাঁর সেই সুবিধা পাওয়া উচিত। একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ওষুধ কিনতে পারেন, কিন্তু দিল্লির লক্ষাধিক অবহেলিত পরিবার সম্পূর্ণরূপে ওষুধের জন্য সরকারি হাসপাতাল এবং মহল্লা ক্লিনিকের উপর নির্ভরশীল। ওষুধ নেওয়া ছাড়া অনেক লোক নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার জন্য দিল্লি সরকারের মহল্লা ক্লিনিকের উপর নির্ভরশীল। তাই সেখানে বিনামূল্যে পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান সৌরভ ভরদ্বাজ। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''তাঁর (কেজরীবালের) নির্দেশ আমাদের কাছে ঈশ্বরের আদেশের মতো। আমরা সেটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পালন করব।'' এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে দিল্লিবাসীর উদ্দেশ্যে সৌরভ ভরদ্বাজ আরও জানান, অরবিন্দ কেজরীবাল জেলে আছেন, কিন্তু তিনি প্রতি মুহূর্তে দিল্লির বাসিন্দাদের কথা ভাবছেন। তাঁর একমাত্র উদ্বেগ হল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনও পরিষেবা বিঘ্নিত না হয়।

এখনও হাসপাতালে সদগুরু, কেমন আছেন তিনি?

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ সদগুরুর মাথায় অস্ত্রোপচারের পর সপ্তাহ খানেক কেটে গিয়েছে। এখনও দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি তিনি। স্বাভাবিকভআবেই সদগুরুর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁর ভক্তবৃন্দ। তাঁদের জন্য হাসপাতাল থেকে নিজেই একটি ভিডিয়োবার্তা দিয়েছেন সদগুরু। যদিও সেই বার্তায় স্বাস্থ্য নিয়ে একটি কথা উচ্চারণ করেননি তিনি। তবে বার্তাটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সদগুরুর সেই ভিডিয়ো। সদগুরু দোলের সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে হাসপাতাল থেকে নিজের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। ১৯ সেকেন্ডের সেই ভিডিয়োটিতে তাঁকে কোনও কথা বলতে শোনা যায়নি। কেবল দেখা যাচ্ছে, সদগুরুর মাথার একদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা, বাঁ হাতে ঘড়ি পড়া ও হাসপাতালের ব্র্যান্ড লাগানো আর ডান হাতে চ্যানেল করা। হাসপাতালের বেডে বসেই তিনি ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ছেন। সদগুরু কোনও কথা না বললেও এই ভিডিয়োটি থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। সাধারণত বেডে বসে সংবাদপত্র পড়ার অর্থ, ভাল

রয়েছেন সদগুরু। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। দিন তিনেক আগেও হাসপাতাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি একটি কবিতা শেয়ার করে ভক্তকুলকে বার্তা দিয়েছিলেন সদগুরু। তিনি লিখেছিলেন, 'অত্যন্ত বেদনা এবং আনন্দের মধ্যে, অতি-উচ্ছ্বলতা এবং সাম্যের মধ্যে রয়েছি। ভিতরের যান্ত্রিকতা জানার এই বিজ্ঞান আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও হতাশ করেনি। চরম নিয়মানুবর্তিতা এবং ত্যাগের জীবনযাপন করে, শিখর, উপত্যকা এবং সমতলভূমিতে আছড়ে পড়ার পরেও এখনও কেন আমি এখানে'', এই প্রশ্নের জবাবও সদগুরু নিজেই কবিতার মধ্যেই দেন- 'সকলের অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা'। এত ভালবাসা দেওয়ার জন্য সকলের কাছে চির কৃতজ্ঞ বলেও কবিতায় উল্লেখ করেন তিনি। সদগুরু অনেকদিন ধরে মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি-সহ নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। কিন্তু, কাউকে বুঝতে দেননি, পেইনকিলার খেয়ে চলছিলেন বলে জানিয়েছে তাঁর সংস্থা, ইশা ফাউন্ডেশন। তারপর গত ১৪ মার্চ তিনি দিল্লিতে আসেন। তখন তাঁর মাথা ব্যথা প্রচণ্ড বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে এমআরআই করানো হয়। রিপোর্টে দেখা যায়, বিগত ৩-৪ সপ্তাহ ধরে সদগুরুর মস্তিষ্কে ক্রনিক রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তারপরই সদগুরু হাসপাতালে ভর্তি হন এবং জরুরি ভিত্তিতে তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়।

জাহাজের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল সেতু, আমেরিকায় বড় বিপর্যয়! বহু প্রাণহানির আশঙ্কা

ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চঃ আমেরিকায় বড়-সড় সেতু বিপর্যয়! সিএনএন জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) ভোরে, আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশের বাল্টিমোর শহরের এক সেতুতে সজোরে ধাক্কা মারে একটি

মালবাহী জাহাজ। এরপরই, বাল্টিমোরের আইকনিক 'ফ্রান্সিস স্কট কি' সেতুর একটা বড় অংশ ভেঙে পড়েছে। মার্কিন সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাহাজটি বাল্টিমোর বন্দর থেকে বের হওয়ার পথে, সেতুটির একটি ভিতে ধাক্কা মারে। সেতুটি ভেঙে পড়ায় বেশ কয়েকটি গাড়ি ও বহু মানুষ নীচে প্যাটাপসকো নদীতে পড়ে যান। ধাক্কা মারার পর, জাহাজটি সেতুটির নীচে আটকে গিয়েছে। এই ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনা কয়েকটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিয়োয় সেতু ভেঙে পড়ার মুহূর্তটি ধরা পড়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, জাহাজটি সেতুটির একটি ভিতে ধাক্কা মারছে। একটা আগুনের গোলা দেখা যায়। তারপরই তিন চার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে সেতুটি। জানা গিয়েছে, ঘটনার পর, সেতুর উপরে দুই দিকের সব লেনেই যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্যাটাপসকো নদীর উপর তৈরি এই সেতু ১.৬ মাইল দীর্ঘ। বাল্টিমোর বন্দরের বাইরের ক্রসিং এবং ইন্টারস্টেট-৬৯৫ রোড বা বাল্টিমোর বেল্টওয়ের অপরিহার্য যোগসূত্র এই সেতু। একেক দিকে ৪ লেনে গাড়ি যাতায়াত করে। কাজেই, যান চলাচল বন্ধ রাখায় সেতুর দুই দিকে বিশাল গাড়ির লাইন পড়ে গিয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে, সেতুর নীচ দিয়ে জলযান চলাচলও। প্যাটাপসকো নদীর সমস্ত জাহাজ, স্টিমার নৌকাকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দিয়েছে মেরিল্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বাল্টিমোর সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সদস্যরা। উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে। এসেছে মার্কিন কোস্ট গার্ড বাহিনীও। বাল্টিমোর পুলিশ বিভাগও জানিয়েছে সেতু ধসে পড়ার বিষয়ে তারা অবগত। তাদের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়েছে।

বাড়ির লোকের সামনে যৌন জীবন নিয়ে স্বামীকে বারবার খোঁচা স্ত্রীর, নিষ্ঠুরতা বলে উল্লেখ করল হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ প্রকাশ্যে পরিবারের সব সদস্যের সামনে বারবার পুরুষত্বহীন বা নপুংসক বলে সম্বোধন করা নিষ্ঠুরতার সমান। একজন স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীকে বারবার সবার সামনে এ কথা বলতে থাকেন, তাহলে তাঁকে অসম্মান

করা হয়। বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ দিল্লি হাইকোর্টের। ডিভোর্সের আবেদন জানিয়ে মামলা করেছিলেন স্বামী। বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত ও বিচারপতি নীনা বনশল কৃষ্ণার ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছে অর্থাৎ, বিচ্ছেদে সম্মতি দিয়েছে হাইকোর্ট। স্ত্রী নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন স্বামীর সঙ্গে, এই যুক্তিতেই বিচ্ছেদে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট বলেছে, স্ত্রী যদি বারবার স্বামীকে নপুংসক বলে হেনস্থা করেন ও দম্পতির যৌন জীবন নিয়ে পরিবারের লোকজনের সামনে আলোচনা করেন, তাহলে তা মানসিক হেনস্থা ও নিষ্ঠুরতা বলেই ধরে হবে। এর আগে একটি পারিবারিক আদালতে স্বামীর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বিচ্ছেদে অনুমতি দেয়নি পারিবারিক আদালত। এরপরই সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, ২০১১ সালে দম্পতির বিয়ে হয়েছিল। এরপর সম্পর্কে তিক্ততা বাড়তে থাকে। স্বামীর অভিযোগ ছিল, স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, কথায় কথায় ঝগড়া করেন। মামলায় উল্লেখ রয়েছে, অনেক চিকিৎসার পরও দম্পতির কোনও সন্তান হয়নি। তার জেরেই সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এরপর থেকেই বাড়ির বাকি সদস্যদের সামনে তাঁর স্ত্রী তাঁকে নপুংসক বলে ডাকতে শুরু করেন বলে দাবি করেছেন ওই ব্যক্তি। ডিভিশন বেঞ্চ উল্লেখ করেছে, প্রকাশ্যে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে স্বামীকে। যে বিষয়টা একটা শারীরিক সমস্যা, তা নিয়ে এভাবে অপমান করা উচিত নয় বলে উল্লেখ করেছে আদালত। রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামী তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি, এমন কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেননি স্ত্রী।

কাকভোরেই রক্তাক্ত হয়ে উঠল পাকিস্তান, টুরবুত বিমানঘাঁটিতে জঙ্গি হামলা

কুয়েত্তা, ২৬ মার্চঃ কাকভোরেই রক্তাক্ত হল পাকিস্তান। জঙ্গি হামলায় পরপর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নৌ-বিমানঘাঁটি টুর্বুট। মঙ্গলবার ভোরে অতর্কিত এই হামলায় অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরো বিমানঘাঁটি চত্বর। হামলাকারীদের সঙ্গে পাক সেনার

গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। এই হামলায় অন্তত ৪টি হেলিকপ্টার ও ৩টি ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং অন্তত এক ডজন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে বলেও বিএলএ-র দাবি। পাক সেনা সূত্রে খবর, এদিন ভোররাতে অতর্কিতে টুরবুত নৌ-বিমাঘাঁটিতে হামলা চালায় বিএলএ। মূলত, বিমানঘাঁটিতে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছিল। বিমানঘাঁটিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিতেই তারা হামলা চালায়। নিরাপত্তারক্ষীরাও পাল্টা জবাব দিয়েছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, দু-পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াই চলছে। গোলাগুলিতে ৪ জঙ্গি খতম হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড-সহ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এরপরই হামলার দায় স্বীকার করে বিএলএ মাজিদ ব্রিগেড। এদিনের হামলায় নৌ ও বায়ুসেনা মিলিয়ে প্রায় এক ডজন নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয়েছে বলে বিএলএ-র দাবি। একাধিক গাড়ি নিশানা করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এই হামলায় অনেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের টুরবুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত চিকিৎসকদের হাসপাতালে যাওয়া এবং আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, বালুচিস্তানে চিনের বিনিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ বিএলএ। যার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সরকারি জায়গা হামলা চালিয়েছে বিএলএ। এদিন টুরবুত বিমানঘাঁটিতে হামলা নিয়ে চলতি সপ্তাহে দু-বার এবং চলতি বছরে তিনবার হামলা চালাল বিএলএ।

পাঞ্জাবে একাই লড়বে বিজেপি, সঙ্গী হবে না অকালি দল

অমৃতসর, ২৬ মার্চঃ পাঞ্জাবে একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত বিজেপি। এবারে লোকসভা ভোটে একক ভাবে লড়বে গেরুয়া শিবির। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এবার আর অকালি দলের সঙ্গে হাত মেলাবে না তাঁরা। কৃষিনীতি নিয়ে মোদি সরকারের সঙ্গে বিরোধিতার জেরে মাঝ পথেই বিজেপির হাত ছেড়েছিল অকালিদল। সেই থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। পাঞ্জাব বিজেপির সভাপতি সুনীল জকহার জানিয়েছেন ১৩টি আসনেই প্রার্থী দেবেন তাঁরা। শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে কোনও রকম জোট তাঁরা বাঁধবেন না। যদিও গত সপ্তাহে শোনা যাচ্ছিল শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে বিজেপি জোট বাঁধার পরিকল্পনা করছে। পাঞ্জাবে সরকারে রয়েছে আম আদমি পার্টি। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির পরে পাঞ্জাবে বিজেপির চাপ বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরেও বিজেপি একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার আর কারোর উপর নির্ভর করতে চাইছে না বিজেপি। কারণ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির পর পাঞ্জাবে প্রার্থীদের জেতানো বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পাঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পার্টির এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে লিখেছেন পাঞ্জাবের মানুষ এবং দলীয় কর্মীরা একক লড়াইয়ের পক্ষেই রায় দিয়েছে সেকারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাঞ্জাবের কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দিলীপ ঘোষের সাজানো সংগঠন, তাঁর কথা মেনেই মেদিনীপুরে প্রচার করবেন অগ্নিমিত্রা পল? দিলীপ ঘোষের সাজানো সংগঠন, তাঁর কথা মেনেই মেদিনীপুরে প্রচার করবেন অগ্নিমিত্রা পল? পাঞ্জাবে ভোট ১ জুন। কৃষিনীতি নিয়ে প্রথম থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে রয়েছেন কৃষকরা। কয়েকদিন আগেই সহায়কমূল্য বৃদ্ধির দাবিতে পাঞ্জাবের কৃষকরা দিল্লি চলো অভিযানেরক ডাক দিয়েছিলেন। মোদি সরকারে একাধিক নীতি পাঞ্জাবের কৃষকদের পক্ষে সুবিধার হয়নি। প্রবল বিরোধিতায় তাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন। তার সঙ্গে খালিস্তান পন্থী শক্তি ফের সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে পাঞ্জাবে। যদিও করতারপুর করিডর তৈরি করে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজে রয়েছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু তারপরেও পাঞ্জাবের পিচ খুব একটা সহজ হবে না গেরুয়া শিবিরের কাছে সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পাঞ্জাব মূলক কৃষি প্রধান রাজ্য সেকারণে সেখানে কৃষকদের সমরথনের উপরে অনেকটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক ভবিষ্যত।

রাশিফল

মেষরাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
মিথুন রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে।
কর্কট রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে।
সিংহরাশিঃ যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ
কন্যারাশিঃ বয়স্করা তাঁদের বাড়তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।
তুলারাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন
মকর রাশিঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে
কুম্ভ রাশিঃ আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলে
মীন রাশিঃ মানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোন প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে।

'কত রেট?', কঙ্গনাকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট, বিপাকে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চঃ রবিবার (২৪ মার্চ), প্রার্থী হিসেবে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। তার পরদিনই কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে করে বসলেন এক আপত্তিকর পোস্ট। পরে সেই পোস্ট মুছে ফেললেও, এই নিয়ে শুরু হয়েছে জোরাল বিতর্ক। বিনিতভাবে জবাব দিয়েছেন কঙ্গনা। সুপ্রিয়া শ্রীনাতে পরে দাবি করেছেন, ওই পোস্ট তিনি করেননি। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অন্য কেউ করেছে। তবে, তাতে বিতর্ককে ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। সুপ্রিয়া শ্রীনাতে এবং কংগ্রেস নেতা এইচএস আহিরের বিরুদ্ধে 'অশ্লীল ও অবমাননাকর' সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কঙ্গনা বলেছেন, ''প্রিয় সুপ্রিয়াজি, একজন শিল্পী হিসাবে আমার কর্মজীবনে গত ২০ বছরে আমি সমস্ত ধরণের মহিলাদের চরিত্রে অভিনয় করেছি। কুইনে এক সাদাসিধা মেয়ে থেকে ধকড়ে একজন লাস্যময়ী গুপ্তচর, মণিকর্ণিকায় একজন দেবী থেকে চন্দ্রমুখীতে একজন রাক্ষস,

রাজ্জোয় একজন পতিতা থেকে থালাইভিতে একজন বৈপ্লবিক নেত্রী। আমাদের অবশ্যই মহিলাদের সমস্ত সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাদের শরীর নিয়ে কৌতূহলের উর্ধ্বে উঠতে হবে এবং সর্বোপরি আমাদের অবশ্যই যৌনকর্মীদের জীবন বা পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি মহিলারই যোগ্য মর্যাদার প্রাপ্য। যখন কোনও যুবক টিকিট পায়, তার আদর্শকে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু, যখন কোনও তরুণী টিকিট পায়, তখন তাঁর যৌনতাকে আক্রমণ করা হয়। আজব বিষয়! এছাড়া, কংগ্রেসীরা কোনও ছোট শহরের নামকেও যৌনতার চোখে দেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র একজন তরুণ মহিলা প্রার্থী রয়েছে বলে, মান্ডিকে যৌন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরণের প্রবণতা প্রদর্শনের জন্য কংগ্রেসীদের লজ্জা হওয়া উচিত।'' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও কঙ্গনার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, ''কঙ্গনা এটা আপনি কে তার প্রতিফলন নয়, বরং, তারা কী করেছে এবং কী করতে পারে তার প্রতিফলন। ওরা বুঝতে পারছে না, কীভাবে ইস্পাত-মানবীদের মোকাবিলা করা যায়। বিজয়ের দিকে এগিয়ে চল। বিজয়ী হও!'' প্রসঙ্গত, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে কঙ্গনাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এরপরই সুপ্রিয়া শ্রীনাতের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে কঙ্গনার একটি অন্তর্বাস পরা ছবি পোস্ট করা হয়। সঙ্গে লেখা হয়, 'মান্ডিতে কত দাম যাচ্ছে?' পরে ওই পোস্ট মুছে দিয়ে কংগ্রেস নেত্রী দাবি করেছেন, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে এমন কেউ নাকি, তাঁর অজান্তেই ওই পোস্টটি করেছেন। তিনি নিজেই পোস্টটিকে ঘৃণ্য ও আপত্তিকর বলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপ্রিয়া বলেন, ''আমার মেটা অ্যাকাউন্টে (এফবি এবং ইন্সটা) অ্যাক্সেস ছিল এমন কেউ একটি একেবারে ঘৃণ্য এবং আপত্তিকর পোস্ট করেছে। যা পরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যারা আমাকে চেনে, তারা জানে আমি কখনই কোনও মহিলার সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলব না। তবে আমি এইমাত্র আবিষ্কার করেছি যে, আমার নাম অপব্যবহার করে টুইটারে একটি প্যারোডি অ্যাকাউন্ট চালানো হচ্ছে। তারাই এই বদমায়েশি শুরু করেছে। তাদের নামে আমি রিপোর্ট করেছি। আমি সেই পোস্ট মুছে দিয়েছি। যারা আমাকে চেনে, তারা ভালো করেই জানে আমি কখনই কোনও মহিলার প্রতি ব্যক্তিগত ও অশালীন মন্তব্য করতে পারি না। সুপ্রিয়াপ্যারোডি নামে একটি প্যারোডি অ্যাকাউন্টই এই আপত্তিকর পোস্ট করেছে। কেউ সেখান থেকে কপি করে আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছে। যাদের এই অ্যাকাউন্টগুলির অ্যাক্সেস আছে, তাদের কাছ থেকে কারা এই কাজ করেছে তা জানার চেষ্টা করছি আমি। আমি এই প্যারোডি অ্যাকাউন্টটি সম্পর্কে টুইটারে রিপোর্ট করেছি।

হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে নেচে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন বিজেপির প্রার্থী অরুন উদয় পাল চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৬ মার্চঃ দোল উৎসব উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে নেচে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অরুন উদয় পাল চৌধুরী। মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় উলুবেড়িয়ার বোয়ালিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রার্থী অরুন উদয় পাল চৌধুরী বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদকে বহিরাগত বলে আখ্যায়িত করেন, তিনি আরো বলেন বর্তমান সাংসদকে এলাকায় দেখা যায় না, উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে গত ৫-৭ বছর এলাকার মানুষ দেখেননি।

আমি নিজে উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা আগামী দিনে উলুবেরিয়ায় আমাকে সবসময় পাওয়া যাবেবলে জানান। কেন্দ্রীয় সরকারি সমস্ত প্রকল্পকে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি নিজেকে উলুবেড়িয়ার ভূমিপুত্র বলে দাবি করেন।অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির সহসভাপতি সন্তোষ কুমার দোলুই,শিবনাথ ভৌমিক প্রমুখ।

দোলের দিনের প্রচারে রীতিমতো টক্কর রথীন-প্রসূনের, প্রচারে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন সব্যসাচীও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২৬ মার্চঃ সোমবার দোলের সকালে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে রীতিমতো জমে ওঠে ভোটের প্রচার। বিজেপি, তৃণমূল এবং বাম প্রার্থীরা প্রচারে নেমে রীতিমতো পরস্পরকে প্রচারে টক্কর দেন। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন প্রচার করেন উত্তর হাওড়ায়। বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়ির পাশাপাশি ক্যারি রোড এবং সাঁকরাইলে প্রচার করেন। বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দোলের দিন মধ্য হাওড়া এবং উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন। মঙ্গলবার সকালে পশ্চিম হাওড়ার দাশনগরে প্রচার করেন। সকলেই ভোট প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। আবির খেলায় মেতে ওঠেন। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দোলের দিন প্রচারে বেরিয়ে খুব ভাল লাগছে। দোলের দিন আমরা সকলেই দোল খেলি। এবার আরও ভালো করে দোল খেলা হচ্ছে। এই দিন মানুষ আনন্দে থাকেন। সেই কারণে এই দিনেও আমি প্রচারে নেমেছি। যা দেখছি ২ লক্ষ ভোটের লিড হবে। কেউ আটকাতে পারবে না। হাওড়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে যারা আছেন সকলেই আমার সঙ্গে আছে। আমার মনে হয় ২ লক্ষ ভোটে আমি জয়লাভ করব। আমরা সকল জাতির মানুষকে নিয়েই আছি। বিজেপি প্রার্থী ডা. রথীন চক্রবর্তী বলেন, দোলের দিন ক্যারি রোডের হরিতলায় ২৪ ঘন্টার অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মানুষের অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। এরপর সাঁকরাইলে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির মহিলাদের উলুধ্বনি দেওয়া থেকে শুরু করে মাথায় তিলক দিয়ে আমাকে বরণ করে নিয়েছেন। এরপর আমি ঘুসুড়ি ধামে গিয়েছি। সেখানে ভক্তবৃন্দের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল। মানুষ বার্তা দিতে চেয়েছেন, যে দলেরই প্রতিনিধি হোক না কেন তাঁকে যেন মানুষ কাছে পান। এখানে তৃণমূলের থেকে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি তৃণমূলের সাংসদ হয়েই রয়ে গিয়েছেন। দলের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে পারেননি। এটা গণতন্ত্রের

হার। এই গণতন্ত্রের হার থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে চান। আমার আবেদন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সকলকে নিয়ে যেন কাজ করতে পারেন। এটা আমার লক্ষ্য। হাওড়ার সাংসদ ১৫ বছর ধরে সংসদে হাওড়ার জন্য একটা কথাও বলেননি। হাওড়া একটা জঞ্জাল নগরীতে পরিণত হয়েছে। সেই জায়গা থেকে হাওড়াবাসী মুক্ত হতে চান। হাওড়াবাসী হাওড়ার উন্নয়ন চান, বুলেট ট্রেনের সওয়ারি হতে চান। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, দোলের দিন তিনি উত্তর হাওড়া অঞ্চলে প্রচার করেন। এর পাশাপাশি মধ্য হাওড়ার টিকিয়াপাড়া, উত্তর হাওড়ার পিলখানায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে ইফতার পার্টিতেও যোগ দেন। প্রচারে মানুষের ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলবার সাঁকরাইলের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চলছে। মানুষ এখন তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে। মানুষের শুধু সিপিআই (এম)-এর উপরেই আস্থা ভরসা আছে।

দোল উৎসব ও শ্রী শ্রী ঁনারায়ণের অনন্তশয্যা পূজা

দুরন্ত বার্তা, আমতা, হাওড়া , ২৬ মার্চঃ সৃষ্টির আদিকাল থেকে সৃষ্টিকর্তা চতুরানন ব্রহ্মার জন্মবৃতান্ত সম্বন্ধে যেটুকু আমরা মর্ত্যবাসী জনেছি তা হল চক্রধারি নারায়ণের নাভি থেকে পদ্মযোনি ব্রহ্মার আর্বিভাব এবং পদ্মের উপর উপবিষ্ট হয়ে তপস্যায় নিমগ্ন।আর ও কথিত আছে যে, বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে উদ্ভুত দৈত্য ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হলে বিষ্ণু - মধু ও তার ভ্রাতা কেটভকে বিনাশ করেন। সেই জন্যই বিষ্ণুর নাম হয় মধুসূদন ও মধুকৈটভারি।এই কথাগুলি আদি পুরাণে বর্ণিত আছে।পুরাণে আরও বর্ণিত আছে যে ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত নাগ কুন্ডলীকৃত অবস্থায় ভাসমান পদ্মের মধ্যে সপ্তমুখমন্ডল ধারণপূর্বক লক্ষী- নারায়ণের মস্তক ছত্রবৎ আচ্ছাদিত করে আছে।আর সেই সময় দেখা যায় লক্ষী নারায়ণের পদসেবায় রত। এটাই হল নারায়ণের চিরকালীন অনন্তশয্যা।দোল উৎসব কে কেন্দ্র করে গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা থানার সোমেশ্বর গ্রামের মানুষ মেতে উঠেছেন সর্বজনীন শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা - আরাধনায়।এই পূজার ইতিহাস প্রসঙ্গে গ্রামের প্রবীণ বিদগ্ধ মানুষজনদের কাছ থেকে জানা যায়,১৩৩৯ বঙ্গাব্দে এলাকার যুবক - যুবতীদের নিয়ে সোমেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা স্বাধীনতা সংগ্রামী ভোলানাথ মাল শিক্ষার উন্নতি ও বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির অনুপ্রেরণায় সোমেশ্বর সাধারণপাঠাগার গঠন করেন। সোমেশ্বর,সন্তোষনগর,কুমারিয়া সহ অন্যান্য গ্রামের কিশোর - কিশোরী,যুবক- যুবতী রাত এই পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত হন।অপর দিকে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির নির্দেশে সোমেশ্বর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে চলত শরীর শিক্ষা,ব্যায়াম ও বিপ্লবী চেতনার শিক্ষা ও মন্ত্র। সেই সঙ্গে সোমেশ্বর ব্রহ্মাতলায় ছয় থেকে সাতটি গ্রামের যুবকরা আসত যাত্রা শিক্ষার জন্য।২৯ শে শ্রাবণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শুক্রবার ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। সেই আনন্দে সোমেশ্বর গ্রাম নিবাসী ভ্রমণপিপাসু প্রয়াত হরিশচন্দ্র বর ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের দোল পূর্ণিমার কয়েক দিন আগে পুরী ধামে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

সেখানে তিনি জগন্নাথ ঘাটে শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা -র মূর্তি দেখে মোহীত হন । তৎক্ষণাৎ তিনি মনে মনে সংকল্প করেন এই ধরণের মূর্তি তিনি নিজ গ্রাম সোমেশ্বরে তৈরি করে পূজা করবেন। তিনি ঐ মূর্তির ছবি সংগ্রহ করে আনেন।পুরী ধাম থেকে ফিরে এসে তাঁর সংকল্পের কথা গ্রামের ব্রহ্মাতলায় এক সভা ডেকে তৎকালীন সময়ে গোবিন্দ্র পাত্র,মণিন্দ্র পাত্র, পতাই কোলে,বৈদ্যনাথ কোলে,রতীকান্ত পন্ডীত,পানু মাজী,অষ্টম মাজী,যতন কোলে,পরেশ মাজী, সুধাসিন্ধু কোলে,নিরাপদ কোলে,গৌরমোহন ময়রা,মুরারী দে,স্বাধীনতা সংগ্রামী ভোলানাথ মাল, স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবতারণ হাজরা,তারাপদ

মন্ডল,নারায়ণ পারাল, বাসুদেব পাত্র,যুগল মাজী, মদনমোহন বর,দুলাল পল্যে,শীতল পাছাল,আনন্দ পাত্র,তারাপদ পাত্র, রতনচন্দ্র হাজরা ,মণিমোহন হাজরা,শংকর হাজরা,ও অন্যান্য দের উপস্থিতে পুরী ধামের জগন্নাথ ঘাটে দেখে আসা শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা মূর্তির পূজা গ্রামে করতে চান বলে জানান।সকলে চিন্তা - ভাবনা করে শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা -র সেই মূর্তির ছবি দেখতে চাইলে তিনি সেই ছবি দেখান।সেই ছবি দেখে তার সংকল্পের কথা মেনে নিয়ে সকলেই গ্রামে ঐ পূজা করার মনস্থির করেন। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে দোল পূর্ণিমার দিন সোমেশ্বর গ্রাম নিবাসী নিরাপদ কোলে - র বাগানে এই পূজা শুরু হয়।

মূর্তি তৈরি করেছিলেন থলিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী জয়ন্ত দাস। তৎকালীন সময়ে এই পূজার পৌরহিত্য করেছিলেন সোমেশ্বর গ্রাম নিবাসী মণিমোহন চক্রবর্তী। পূজা সভাপতি হন পুজার প্রতিষ্ঠাতা হরিশচন্দ্র বর এবং সম্পাদক হন নিরাপদ কোলে। তখন সপ্তাহ ব্যাপী এই পূজা খরচ হয়েছিল ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা ।ডে - লাইট ,মাইক,প্যান্ডেল ,পূজার আনুষঙ্গিক খরচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ। দ্বিতীয় বৎসর ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে সোমেশ্বর বাঁধ সংলগ্ন উত্তর দিকে অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে গোপাল কোলে (বাপন ডেকরেটার্স) -র বাড়ি ঐ স্থানে পূজা হয়। ১৩৬২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ৭ বছর এই পূজা একটানা হয়।১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৮০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য সহযোগিতার অভাবের কারণে এই পূজা করা সম্ভবপর হয় নি।ইতিমধ্যে দামোদর নদ দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল, কালের চাকা গতি পরিবর্তন করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভোলানাথ মাল প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর সাধারণ পাঠাগার নাম পরিবর্তন করে হয় পাগলা ফৌজ ।তারপর নাম পরিবর্তন করে হয় সোমেশ্বর আধুনিক সংঘ । ১৩৮১ বঙ্গাব্দে আধুনিক সংঘ - র সভ্য - সভ্যাবৃন্দ পুনরায় শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা পূজা চালু করার মনস্থির করেন গোবিন্দ্র পাত্র,নিরাপদ কোলে, বাসুদেব পল্যে,শীতল পাছাল, আনন্দ পাত্র, তারাপদ পাত্র,আনন্দ পাত্র,সন্যাসী পাত্র,বরিষণ দাস ও অন্যান্য মানুষজনদের সহযোগিতায় । ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের দোল পূর্ণিমার দিন যারা এই পূজা শুরু করেছিলেন তাদের অনেকেই বর্তমানে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদেরই সন্তান - সন্ততিরা যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে পূজা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখনো মহাসমারোহে চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা -র মূল মন্ডপে দেখা যায়,৭ টি শেষনাগের ফণার নীচে জগৎপতি নারায়ণ পা মিলে বসে আছেন যার এক হাতে সুদর্শন চক্র,এক হাতেপদ্ম ফুল,এক হাতে শঙ্খ,অন্য হাতে গদা। ঁনারায়ণের নাভি কুন্ডল থেকে ঁ ব্রহ্মার সৃষ্টি। ঁনারায়ণের পদতলে ঁ লক্ষী ঁনারায়ণের পদ সেবায় রত এক হাতে ঁ লক্ষীর অন্য হাতে পদ্ম ফুল। ঁ লক্ষীর মাথায় ছায়া দিয়ে আছেন একটি শেষনাগের ফণা।

মূল মন্ডপে ঁনারায়ণ ও ঁ লক্ষী কে ঘিরে রেখেছে নারায়ণের দশাবতার। যথাক্রমে

১ মৎস - মাছরূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র - বৈবস্বত মনু।

২ কুর্ম - কচ্ছপের রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র - মোহিনী।

৩ বরাহ - বন্য শূকরের রূপে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র - জয় ও বিজয়, চতুষ্কুমার,হিরণ্যাক্ষ।

৪ নৃসিংহ - অর্ধনরসিংহ রূপে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু, নৃসিংহ ।

৫ বামন - খর্বকায় বামনের রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র মহাবলী (দৈত্যরাজা)।

৬ পরশুরাম - পরশু অর্থাৎ কুঠারধারী রামের রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ, উল্লেখযোগ্য চরিত্র পরশুরাম,কার্তবীর্যার্জুন,জমদগ্নি।

৭ রাম - অযোধ্যার যুবরাজ ও রাজা রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ।

৮ কৃষ্ণ - দ্বাপরযুগে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম সাথে অবতীর্ণ। ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্বাপরযুগে অনন্তনাগের অবতার বলরাম রূপে কৃষ্ণের সঙ্গে অবতীর্ণ হন। অধিকাংশ বৈষ্ণব শাখা সম্প্রদায় বলরামকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করেন। যে সকল সূত্রে বুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই সেখানে বলরামকেই বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৯ বুদ্ধ - কলিযুগে বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে অবতীর্ণ।

১০ কল্কি - এই ভবিষ্যৎ অবতার কলিযুগের শেষ পর্বে অবতীর্ণ হবেন বলে হিন্দুরা মনে করেন।এছাড়াও রয়েছেন প্যাঁচা,গড়ুর। মূল মন্ডপের সামনে একদিকে জয়া ,অন্য দিকে বিজয়া। সমস্ত মূর্তি গুলি মাটি দিয়ে নির্মিত করা প্রতি বৎসর।এই দোল উৎসব ও পূজা উপলক্ষে ৭ থেকে ১০ দিন ব্যাপী হত নাটক, যাত্রা, যোগব্যায়াম প্রর্দশনী, তরজা, ম্যাজিক, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান সহ সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান গুলিতে গ্রামের যুবক - যুবতীরা অংশগ্রহণ করেন। আস্তে আস্তে সুস্থ সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটেছে। এখন গ্রামের যুবকরা নাটক - যাত্রা- র প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।তারা নাটক - যাত্রা - য় অভিনয় করতে এগিয়ে আসছেন না।তারা এখন বোকাবাক্স আর মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। এখন যুবসমাজ বিচিত্রানুষ্ঠান এর প্রতি আসক্ত। বাইরে থেকে শিল্পী এনে নাতো ,গান ইত্যাদি ইত্যাদিতে অপসংস্কৃতিতে মেতে উঠছে সারারাত্রি ব্যাপী। গ্রামের মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সংঘ বাইরের গ্রাম থেকে নাটক - যাত্রার দল নিয়ে এসে অনুষ্ঠান করে থাকে।এই পুজার বৈশিষ্ট্য হলো জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে হোলির রঙে সাথে মনের রঙ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে যায়। এই পূজা অত্যন্ত শুদ্ধাচারে ও নিষ্ঠা সহকারে মহাসমারোহে পালিত হয় তিথি অনুযায়ী পুজো বসন্তের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোল উৎসবের দিন অনুষ্ঠিত হয়। পুজা এক সপ্তাহ কাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলতে থাকে। বিশেষ করে পুজার দিন সকাল থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে মহানন্দে হোলি খেলায় মত্ত হয়ে উঠেন। এবং সেই সঙ্গে থাকে নগর পরিক্রমা। সন্ধ্যারতির পর ভোগ বিতরণের পর মানসিক রক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের সদস্য - সদস্যা বাতাসা ছড়ায়।যেটা হরির লুঠ নামের পরিচিত। তারপর থাকে আতসবাজির বাহার। দোল পূর্ণিমার দিন শ্রী শ্রী ঁ নারায়ণের অনন্তশয্যা পূজা পশ্চিমবঙ্গ তথা হাওড়া জেলার অন্য কোনো জেলায় হয় না।

এই পুজা উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে আছে, আতসবাজির বাহার, ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান শিবির, নরনারায়ণ সেবা। নরনারায়ণ সেবায় সোমেশ্বর, সন্তোষনগর, কুমারিয়া, রসপুর, কলিকাতা, তালসহরা, ভোজান, বাগুয়া, বাজেপ্রতাপ, বালিচক, মান্দারিয়া, মিল্কিচক, আমতা, দঁকি, পুটখালী, চাকপোতা,খড়িয়প, অংশগ্রহণ করেন। মৈনান, ধাঁইপুর সহ অন্যান্য গ্রামের মানুষ এমনকি সুদূর কলকাতা থেকে প্রায় বারো থেকে পনেরো হাজার মানুষ । শেষ দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করে আধুনিক সংঘ -র পাশে দামোদর নদে বিসর্জিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ নিয়ে অভিযোগ নিরসনে এবার ওয়েব সাইটে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ নিয়ে অভিযোগ নিরসনে এবার নির্বাচন কমিশন এই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছে। এই ওয়েবসাইটে প্রবেশের পর রুটমার্চ নামে একটি অংশে ক্লিক করলেই সবাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সম্পর্কে জানতে পারেন। যদি কোনও ব্যক্তি বা দল মনে করেন কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে যাচ্ছে না, বা রুট মার্চ করাচ্ছে না, তা-হলে জেলার নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। জানা গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ নিয়ে কমিশনের কাছে অনেক অভিযোগ আসছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চে স্বচ্ছতা আনতে সমস্ত তথ্য কমিশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই প্রথম তুলে ধরতে শুরু করল।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার নিয়ে রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রতিদিন কোথায়, কত কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তা রিপোর্ট আকারে পাঠাতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। আগামী শুক্রবার থেকে প্রতিদিন বাহিনীর সমন্বয়কারী অফিসার কে এই রিপোর্ট পাঠাতে হবে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। কোথায়, কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে তার জন্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপি র সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধিকে নিয়মিত সমন্বয় রাখার কথা বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে দিলীপের কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ তৃনমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বলে দলের তরফে অভিযোগ জানানোর পরে নির্বাচন কমিশন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। রিপোর্ট এলে তা দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে পাঠানো হবে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বর্ধমান দূর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ আজ সকালে প্রাতভ্রমনে বেরিয়ে মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করে আদর্শ নির্বাচনী আচরনবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে তৃনমূলের তরফে কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়। তার প্রেক্ষিতে কমিশন রিপোর্ট তলব করেছে।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন শ্বশুর মশাইয়ের বিরুদ্ধেই বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বোস

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর হুগলি , ২৬ মার্চঃ কবির শঙ্কর বোস। শ্রীরামপুরের তৃণমূলের পোড় খাওয়া প্রার্থী আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁকেই দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। শ্রীরামপুরের রাজনৈতিক ময়দানে প্রচারে ঝড় তুলছেন দুজনেই। কবির শঙ্কর বোস, নিজেও একজন আইনজীবী। শ্রীরামপুরে কিন্তু দিল্লিবাড়ি লড়াইয়ের নেপথ্যে রয়েছে একটি পারিবারিক লড়াইও। কারণ ঘটনাচক্রে কবিরশঙ্কর কল্যাণের প্রাক্তন জামাই। কল্যাণের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কবিরের। ২০১৭ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। কিন্তু কবিরের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। পেশায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কবিরশঙ্কর। ২০০৬ সালে তিনি সুইৎজারল্যান্ডের লসেন বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড থেকে এলএলবি পাশ করেন। ২০০৬ সালে সুইজারল্যান্ড থেকে এমবিএ পাস করেন। গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয় কবিরশঙ্কর বোসকে। তবে সেই নির্বাচনে তিনি প্রায় ২৩ হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তার সুদীপ্ত রায়ের কাছে পরাজিত হন। যদিও এরপর আর তাঁকে শ্রীরামপুরে দেখা যায়নি। ২০১০ সালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রমিতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যদিও সেই বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।২০১৭ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ২০১৯ সালে রাজনীতির ময়দানে পা দেন তিনি। এবার প্রাক্তন শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধেই প্রার্থী কবীর। তবে কবিরের বিরুদ্ধে তালতলা ও শ্রীরামপুর থানায় তিনটি ক্রিমিন্যাল কেস রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সালে কবিরশঙ্করের আয় ছিল ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১০ টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯১ হাজার ও স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এবার পূর্বতন শ্বশুরের বিরুদ্ধে ময়দানে তিনি। এর আগেও কল্যাণ যখন উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের উদ্দেশ অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে, তখনও তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন প্রাক্তন জামাতা। এবার 'প্রাক্তন' জামাই-শ্বশুরের লড়াই দেখবে শ্রীরামপুর।

কুলতলিতে পাণীয় জলের সংকটে এবার স্কুল পড়ুয়ারা, সমাধানের আশ্বাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৬ মার্চঃ গরমের শুরুতেই পাণীয় জলের সংকট সুন্দরবনের কুলতলিতে। নেমে গেছে জলস্তর, কুলতলিতে জল কিনে খাওয়াতে হচ্ছে পড়ুয়াদের, সমাধানের দ্রুত আশ্বাস কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। গরমের শুরুতেই জল স্তর নেমে গিয়েছে সুন্দরবনের বহু গ্রামে। ফলে এলাকার অনেক জায়গাতেই নলকূপ বা সাবমার্সিবল পাম্পে জল উঠছে না। এমনই পরিস্থিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির বিস্তীর্ণ এলাকায়। পানীয় জল মিলছে না কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে ও। ফলে সমস্যায় পড়ছে পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়ে টাকা খরচ করে জারবন্দি জল কিনতে হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কুলতলির প্রাচীন এই স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা তিন হাজারের ওপর। জানা গেল, স্কুলে দু'টি সাবমার্সিবল পাম্প রয়েছে। তা দিয়েই পড়ুয়াদের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো হতো। কিন্তু গরম পড়তেই মাটির তলায় জলস্তর আরও নীচে নেমে গিয়েছে। ফলে সাবমার্সিবল পাম্পে জল উঠছে না। গত কয়েক দিন ধরে চলছে এই সমস্যা। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের খাওয়ার জন্য জারবন্দি জল কেনেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ৩৫টি কুড়ি লিটারের বড় জার কেনা হয়েছে গত সপ্তাহে বলে স্কুল সূত্রে খবর। সেখান থেকেই জল খাচছে পড়ুয়ারা। এ ব্যাপারে এই

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল বলেন,স্কুলে একাধিক সাবমার্সিবল পাম্প রয়েছে। কিন্তু গত ক'দিন ধরেই কোনও পাম্পেই ঠিকমতো জল উঠছে না। প্রশাসনকে আমাদের তরফ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে জল কিনতে হয়েছে। তিনি আর ও বলেন, স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। রোজ গড়ে হাজার দু'য়েক পড়ুয়া উপস্থিত থাকে। জল না থাকলে, পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে যায়। সামগ্রিক ভাবে এলাকার জলস্তর নেমে গিয়েছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এর সমাধান করা। তবে এ ব্যাপারে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা সরদার বলেন, বিভিন্ন জায়গায় জলের সমস্যা শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েতের তরফে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। তবে ওই স্কুল-সহ অন্যান্য স্কুলের জলের সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করা হচছে। যাতে দ্রুত সমাধান করা যায় স্কুল গুলোতে সেদিকে দেখা হচ্ছে।

গরমে সাধারণ ভোটার ও ভোট কর্মীরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন তা দেখতে কমিশনের একগুচ্ছ নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ ভরা গ্রীষ্মেই দেশজুড়ে লোকসভা ভোটের আয়োজন করা হয়েছে। সাত দফায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা ভোট পর্বে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি প্রবল গরম ও তাপ প্রবাহ জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা নির্বাচন কমিশনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এমত অবস্থায় প্রবল গরমে সাধারণ ভোটার ও ভোট কর্মীরা যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন তা দেখতে কমিশন একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্র নিচু তলায় করতে হবে। কোনও ভোটারকে ২ কিলোমিটারের বেশি দূরে ভোট দিতে যেতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

একমাত্র পাহাড়ি এলাকার ক্ষেত্রে এই দূরত্ব একটু বেশি হতে পারে। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে হবে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পোলিং এজেন্টদের জন্য টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ রাখতে হবে। প্রতিবন্ধী, অন্তঃস্বত্বা ও প্রবীণ ভোটারদের জন্য বসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের জন্য মাথার উপর আচ্ছাদন তৈরি করতে হবে। অনেক মা শিশুদের নিয়ে ভোট দিতে যান। ওই শিশুদের দেখভালের জন্য প্রতি ভোট কেন্দ্রে এক জন করে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। কোনও ব্যক্তির সান স্ট্রোক হলে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ওআরএস জাতীয় পানীয় রাখতে হবে। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হলে অসুস্থ ব্যক্তিকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে ।

টাকী নাট্যমের তিনদিনের নাটকের উৎসব

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৬ মার্চঃ বাংলার থিয়েটার প্রেমীদের কাছে পরিচিত নাম বসিরহাট মহকুমার টাকীর অন্যতম প্রবীন নাট্য দল টাকী নাট্যম। ২৭ শে মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস, তার আগে নাট্যমের প্রাক সুবর্নজয়ন্তী বর্ষে তিন দিন ব্যাপী নাটকের উৎসব অনুষ্ঠিত হলো টাকীতে। সংস্কৃতির শহর হিসাবে টাকী শহরের প্রাচীন সুখ্যাতি রয়েছে। ডিজিটালাইজেশানের যুগে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মঞ্চ সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষন কমেছে। তবে,টেলি সিরিয়ালের মায়াজাল কাটিয়েও থিয়েটার যে,আজও একটা বৃহৎ অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, তার প্রমাণ নাট্যমের নাটকের উৎসবের দর্শকাসন। ঊনপঞ্চাশ তম বর্ষে,ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায়

টাকী নাট্যম আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এই নাটকের উৎসবের উদ্বোধন করেন, হিন্দি নাটকের অভিনেতা ও নির্দেশক স্বরম উপাধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন টাকীর পৌর প্রধান নাট্য ব্যক্তিত্ব সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্নরা।

গয়েশপুর সংলাপ প্রযোজিত নাটক সংলাপ,অনীক কোলকাতা প্রযোজিত আক্ষরিক ও বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে, মনীষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও নির্দেশিত টাকী নাট্যমের নাটক অথর অথরস্য গতি, এই তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয় নাটকের উৎসবে। আগামী বছর সুবর্নজয়ন্তী বর্ষে আরো বড়ো পরিসরে নাটকের উৎসব আয়োজন করবে নাট্যম জানান নাট্যমের পদাধিকারীরা।

মোহন বাগান ফ্যান্স ক্লাবের ফুটবল ফেস্ট টাকীতে

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৬ মার্চঃ আগামী প্রজন্মকে বেশী করে ফুটবল মুখী করতে ও ফুটবলের প্রতি আকর্ষন বাড়াতে টাকীতে একদিনের ফুটবল ফেস্টের আয়োজন করলো মোহন বাগান ফ্যান্স ক্লাব, টাকী। এদিন টাকী এরিয়ান ক্লাব ফুটবল ময়দানে এই বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় উদ্যোক্তাদের তরফে। অনুর্দ্ধ তেরো ও অনুর্দ্ধ সতেরো দুটি বিভাগে মোট দুটি ম্যাচ খেলা হয়।টাকী এরিয়ান ক্লাবের দুটি দল ছাড়াও,হাসনাবাদ

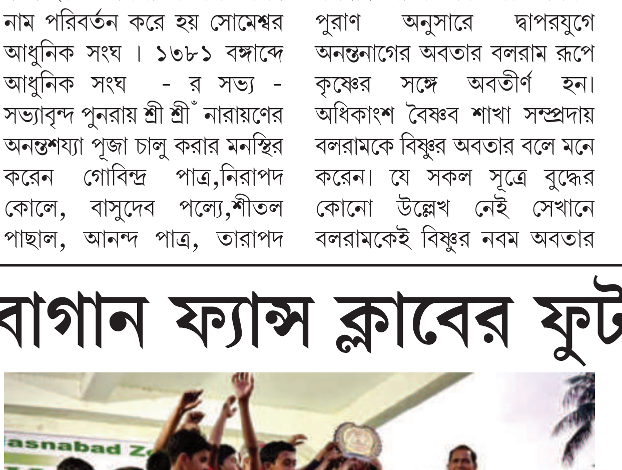

মোনালি ফুটবল স্কুল ও গোপালপুর ফুটবল কোচিং ক্যাম্প অংশগ্রহন করে এই টুর্নামেন্টে। ফুটবল ফেস্টের প্রথম খেলায়, অনুর্দ্ধ তেরো বিভাগে হাসনাবাদ মোনালি ফুটবল স্কুল ও টাকী এরিয়ান ক্লাব পরস্পরের প্রতিদ্বন্ধিতা করে। নির্ধারিত সময়ে গোল শূন্য থাকলে খেলা টাই ব্রেকিং এ গড়ায়, সেখানেও অমিমাংসীত থাকে।শেষমেশ টসে জিতে জয় লাভ করে টাকী এরিয়ান ক্লাবের অনুর্দ্ধ তেরো দল। ম্যাচের সেরা হয় মোনালি ফুটবল স্কুলের সুদীপ্ত সরকার। অনুর্দ্ধ সতেরো বিভাগে বসিরহাট গোপালপুর ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে তিন- শূন্য ব্যাবধানে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় টাকী এরিয়ান ক্লাব। ফুটবল ফেস্ট উপলক্ষে মাঠে খুদে খেলোয়াড় দের উপস্থিতি ও উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

শিশুদের ফুটবলের প্রতি আকর্ষন বাড়াতে ও অনুর্দ্ধ তেরো ও সতেরো দলের খেলোয়াড়দের খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা প্রস্তুত করতে, ম্যাচ খেলায় অভিজ্ঞতা বাড়াতে বিগত কয়েকবছর ধরে এই বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচের আয়োজন করে মাইটি মেরিনার্স মোহন বাগান ফ্যান্স ক্লাব টাকী, জানান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১৬ সংখ্যা, বুধবার, ১৩ চৈত্র, ১৪৩০

সামনে লোকসভার ঝড়

হোলি শেষ হয়ে গিয়েছে। এবারে লোকসভার নির্বাচনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে রাজনৈতিক দলগুলি। তবে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ২০২৪ সালে লোকসভার নির্বাচন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কারণ এই নির্বাচন বিজেপির কাছে একটি চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। আর সেই চ্যালেঞ্জের পথ তৈরি করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। বিরোধী দলের নেতারাও কম যান না। তাঁরাও মোদিকে পরাস্ত করতে একজোট হয়ে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেটা সফল হতে পারলেন না। তার একটি মাত্র কারণ কোনও বিরোধী দলের নেতারা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই হচ্ছে বিষম লড়াই। কারা দিল্লির গদি দখল করবে তা নিয়ে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। তবে বিজেপি যে বড় ধরনের খেলোয়াড় সেটা আর বলে দিতে হবে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ রয়েছে বিজেপি পাশে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাম মন্দির ট্রাস্ট পাশে রয়েছে। ফলে উত্তর ভারতের বিজেপি রাজ প্রতিষ্ঠিত। তারপরে রয়েছে দক্ষিণ ভারত এলাকা জয়। সেখানেও বিজেপি ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে। কেরলে বিজেপি এবারে ঢোকার চেষ্টা করছে। কেরলে কংগ্রেস দল যাতে বেশি আসন না পায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিজেপি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ফলে কংগ্রেসকে আজকে শক্তিশালী বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। বাম দলগুলি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম হাওয়ার ক্রমশ গতি ফিরে পাচ্ছে। তার ফলে গ্রাম বাংলার ভোট ভাগাভাগি হতে বাধ্য। গ্রাম বাংলার ভোটই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি কতকগুলি আসন লাভ করবে তা নিশ্চিত করে দিতে পারে। শহর কলকাতা ভোট দিয়ে লোকসভা বা বিধানসভার ফলাফল বোঝা খুবই মুশকিল। এবারে বিজেপি লক্ষ্য হচ্ছে যে সব রাজ্যে বিজেপি দলের প্রভাব নেই সেখানে বিজেপির শক্তিকে বৃদ্ধি করা। কংগ্রেসের একটি নিজস্ব শক্তি সর্বভারতীয় স্তরে রয়েছে। কিন্তু সেই শক্তি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে শুরু করেছে যোগ্য নেতার অভাবে। যোগ্য নেতার না থাকার ফলে কংগ্রেস লোকসভায় কতগুলি আসন পাবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। শরদ পাওয়া তো এবারে বেশি রাজনৈতিক ঝড় তুলতে পারবেন না মহারাষ্ট্রে। তার কারণ হচ্ছে শরদ পাওয়ারে দল আজকে দুটোভাগে বিভক্ত। অজিত পাওয়া তো এনডিএ এর পক্ষ নিয়ে খেলবে। শিণ্ডের শিব সেনার উদ্ধব থাকরের শিব সেনাকে বেগ দেবে। ফলে বিজেপি মহারাষ্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়ানেরা পথটা সহজ করে ফেলার চেষ্টা করছে। বিহারের বিজেপি এবং নীতীশ কুমারের সঙ্গে মানসিক সমঝোতা করে লড়াই করবে বলে মনে হচ্ছে। নীতীশ কুমার সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করে কোনও বক্তব্য রাখবেন না বলে বুঝতে পারা যচ্ছে। তার ফলে লালু প্রসাদ যাদব একাই বিজেপি বিরোধী স্লোগান তুলতে থাকবেন। উড়িশাতে নবীন পট্টনায়ক একই পথ ধরে হাঁটবেন। তিনি মোদি বিরোধী কোনও নির্বাচনী বক্তব্য রাখবে না বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও তিনি বিজেপি দলের সঙ্গে সমঝোতা করছেন না। তবুও মোদির ওপরে তিনি আস্থা রেখে নির্বাচনী রূপরেখা তৈরি করবেন।

অরুণাচল ভারতের অংশ

অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে আবার সীমান্ত গরম হতে শুরু করেছে। চিনকে উস্কে দেওয়ার পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশকে ভারতর অংশ বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকা বলেও দিয়েছে অরুণাচলকে চিনের অংশ বলে তারা স্বীকার করে না। অরুণাচল প্রদেশকে কেন্দ্র করে চিন যে ধরনের দাবি করতে শুরু করেছে তা অযৌক্তিক। তাকে মেনে নেওয়া একেবারে অসম্ভব । অরুণাচল ভারতের অংশ এবং তা ভারতের অংশ হয়েই থাকবে। চিন যেভাবে ভারতের গালওয়ান সীমান্ত এলাকায় কংক্রিটের ছাউনি বানাতে শুরু করে দিয়েছে সেটা একদিনের পরিকল্পনায় হয়নি। বহু দিন ধরে চিন ভারতের সীমান্ত এলাকায় ঢুকে ছাউনি নির্মাণ করবে সেটা তাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। শুধু গালওয়ান সীমান্ত এলাকায় নয়, পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে চিনা যেসব সীমান্ত এঞ্চল যুক্ত রয়েছে সেখানে চিন তাদের অধিকার দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন আগে দাবি করেছিল তিব্বত তাদের। ভারত সরকার আগে তিব্বত চিনের না বললেও পরে তা কার্যত স্বীকার করে নেয়। ফল চিনি বেশ কয়েকটি খাঁটি গেড়ে বসে গিয়েছে তিব্বতে। কিন্তু যদি ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলো দেখতে পাওয়া যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে কৈলাশ এবং মানস সরোবর ভারতের এলাকা ছিল। ভারতেরপৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এই সব অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভূক্ত। ভারতীয় সংস্কৃতিক অঙ্গ হচ্ছে কৈলাস এবং মানস সরোবর। কিন্তু চিন জোর করে যেভাবে কৈলাশ এবং মানস সরোবর দখল করে নিয়েছে তাতে ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর অপমান বলা যেতে পারে। কিন্তু চিনের সঙ্গে এই নিয়ে ভারত একটি কথা বলেনি। ভারতবাসীরা হিমালয় অঞ্চলটাকে দেব তুল্য বলে মনে করে। তারা হিমালয়কে শিব তুল্য মনে করে পুজো করে থাকে। চিনের কোনও পৌরাণিক কাহিনীতে হিমালয়কে নিয়ে কোনও কাহিনী লেখা নেই। চিনের প্রাচীর চিন সীমান্তকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। চিনা প্রাচীর পর্যন্ত ছিল চিনের সীমা রেখা। চিন এখন যেভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তার কোনও ভিত্তি নেই।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা ব্যক্তি।

তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। আসলে মাকে কেউ হারাতে চায় না। সবাই মাকে খুশী রাখতে চায়। মা ঠিক তেমনি তাঁর সন্তানদের খুশি করে রাখতে চেষ্টা করেন। মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বিশ্ব সংসারে মানব সেবাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঠাকুর বলতেন, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না। সৎ পথে থাকা মায়ের তাদের সন্তানদের শক্তি দিয়ে বড় করতে পারে। অর্থ শক্তির আধার নয়।

চিন এখন ভারতকে কোনঠাসা করে এশিয়ার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার কৌশল নিয়েছে

রবীন্দ্র কুমার শীল

চিন কিন্তু তার আগ্রাসন নীতি থেকে এক চুলও সরে আসেনি। ভারত যখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে চিন তখনই এসে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন ভারত সমাসাগরেরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা দিকে পা বাড়াতে শুরু করে চিন। এগুলো করাচ্ছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি তো গালওয়ানকে সামনে রেছে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট পদে আবার নির্বাচিত হলেন। ভারত বিরোধিতাকে প্রাধান্য রেখে চিনের প্রেসিডেন্ট শি ক্ষমতা গ্রহণ করে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যারা ভারতের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন সই সব চিনা কমিউনিস্ট নেতাদের কমিউনিস্ট দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তার ফলে এখন চিনের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভারত বিরোধী সদস্যরাই বিরাজ করছেন। অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিন আবার মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার হোয়াইট হাউস বলতে শুরু করেছে যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ। এর বিরোধিতা করে চিনের প্রশাসন বলেছে যে চিনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে মাথা গলাতে শুরু করেছে আমেরিকা। অরুণাচল প্রদেশকে চিন তাদের অংশ বলেই মনে করে থাকে। তারা বলতে শুরু করেছে যে তিব্বতের দক্ষিণ অংশ হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ। যদিও এব্যাপারে তিব্ববতের লাদাই লামা প্রতিবাদ করেছেন। তবুও চিন কিন্তু তার সিদ্ধান্ত থেকে সরছে না। এদিকে ভারতের উপকূলের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে চারটি চিনা জাহাজ। উদ্দেশ্য গুপ্তচর বৃত্তি করা। যদিও চিন সরকার থেকে বলা হয়েছে যে পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক চর্চা করতেই এই চারটি চিনা জাহাজ গিয়েছে। কিন্তু ভারত মনে করছে এই চারটি জাহাজ এসেছে ভারতের ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষাকে বানচাল করে দিতে। একই সঙ্গে যদি এই চারটি জাহাজ শ্রীলঙ্কার বন্দরে উপস্থিত হয় তাহলে কী অবস্থা হবে তা নিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং সেনা নৌ দফতর চিন্তিত। তারা জাহাজের গতিবিধির ওপরে তীক্ষন নজর রাখতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে যে টারটি চিনা জাহাজ রয়েছে তার নাম হচ্ছে -হিয়াং ইয়াং হং০১, ইয়াং হিয়াং হং০৩, ইউয়ান ওয়াং০৩ এবং ইয়াং হাও। এর মধ্যে দুটি জাহাজ শ্রীলঙ্কার খুব কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। দুটি জাহাজ হল শিয়াং ইয়াং হং ০১ এবং ০৩। বাকি দুটো জাহাজ বেশ দূরে রয়েছে। ইউয়ান ওয়াং০৩ ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে রয়েছে। ডা অয়ান হাওয়ে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মাঝামাছি স্থানে। এই চারটি জাহাজ শ্রীলঙ্কা বন্দরে ওসে উপস্থিত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে শিয়া ইয়াং হং ০৩ জাহাজটি কলম্বোয় বন্দর করার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার অনুমতি দেয়নি। কূটনৈতিক সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে ভারতের প্রধাননমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীলঙ্কা সরকারের আছে অনুরোধ করেছিলেন তারা যেন কোনও চিনা জাহাজকে বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি যেন না দেয়। শ্রীলঙ্কার চরম আর্থিক সঙ্কটের সময়ে ভারত শ্রীলঙ্কার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং আর্থিক সাহায্য করেছিল। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয়, জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্যবস্ত্র সহ বিভিন্ন মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছিল ভারত শ্রীলঙ্কায়। তার ফলে শ্রীলঙ্কার সরকার একন বলতে গেলে ভারতের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছে। চিনকে বেশ খানিকটা দূরে রাখতে চেষ্টা করছে। চিনের কাজই হচ্ছে অর্থ সাহায্য করে তাদের খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ জমি দখল করে নিয়ে সেখানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা। যেটা একন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মবদ্বীপে। মলদ্বীপের ভারতীয় সেনাদের সরিয়ে সেখানে চিনা সেনার প্রবেশ তৈরি করার পথ করতে শুরু করে দিয়েছেন মলদ্বীপের প্রেসিডেনট মইজ্জুর। তিনি চিন সফর করেছেন এবং চিনের সঙ্গে দোস্তি করে ভারত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে ভারত সরকার

মলদ্বীপের বিকল্প হিসাবে লক্ষদ্বীপকে উন্নতির করা চেষ্টা করছে। সেটাকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে তৈরি করার ভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছ ভারতের পর্যটন মন্ত্রক। ফলে লক্ষদ্বীপকে ভারতের একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এখন ভারতের সব ট্যুরিজম সংস্থা বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে। ভারতের টুরিজম সংস্থাগুলি এখন মলদ্বীপগুলিকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মলদ্বীপে ভারতের কোনও পর্যটকেরা যেতে আগ্রহ প্রকাশ না করে তার দিতে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। যারা মলদ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদেরকে লক্ষদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে মলদ্বীপের অবস্থা খুবই খারাপ। যদি ভারত এখনও পর্যন্ত মলদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক কমিয়ে দিলে অতি অল্প সম্পর্ক বজায় রেখেছে। লক্ষদ্বীপে একটি উন্নতশীল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের পর্যটন শিল্প মন্ত্রক। এদিকে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখান থেকে চিনের জাহাজের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ভারতের নৌ সেনা দফতর। ইজরায়েল প্রযুক্তিবিদরা সেখানে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শ্রীলঙ্কা জার্মান গবেষণা জাহাজকে খাদ্য ও জ্বালানি তোলার অনুমতি দিয়েছিল এবং বন্দরে নোঙর করার ব্যাপারেও অনুমতি দেয়। শ্রীলঙ্কার এই সিদ্ধান্তের ওপরে ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে চিন। চিন এখন ভারতের ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষাকে বানচাল করে দেওয়ার প০ক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। আগামি ২৬-২৮ মার্চ এবং ৩-৪ এপ্রিল ভারত-বঙ্গোপসাগরকে ১৬০০ কিলোমিটার একালাকে নো ফ্লাই জোন হিসাবে গ্রহণ করেছে। সেখানে কোনও জাহাজাকে প্রবেশ না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু চিনা জাহাজ সেই সময়ে এই স্থানে প্রবেশ করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ভারত ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে পারবে না। ভারতের সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে শুরু করেছি চিন সরকার। চিনা জাহাজার একটি মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের ক্ষেপনাস্ত্র পরক্ষার ওপরে নজরদারি চালানো। সীমান্তে নজরদারি চিন সরকার বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশের কাছাকাছি ভারত চিন সামান্ত স্থানে চিনা নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে নজরদারি চালাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যা বেজিং থেকে বসেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এদিকে ভারতের সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাওয়াতা এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজে আবেকে হত্যার পিছনে চিনের হাত ছিল বলে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজে আবে ছিলেন চিন বিরোধী নেতা। তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল কোয়াড গোষ্ঠী। এই কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্যরা হল ভারত, জাপন, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা। সামরিক জোট তৈরি হয়েছিল। চিনের আগ্রাসনকে রুখতে এই জাট তৈরি করা হয়। যার ফলে চিন বেশ ক্ষিপ্ত। সেই কারণে সম্ভব কোয়াড জোটকে শক্তিহীন করতে চিন হীন্য ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামী ১১ মার্চ অন্তর্মহাদেশিয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছিল ভারত। তখন সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটারকে নো ফ্লাইং জোন হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সেই সময়ে চিনা জাহাজ শিয়া ইয়া হং ০১ বিশাখাপত্তনম থেকে মাত্র ৪৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল। ঠিক একই সময়ে শিয়া ইয়াং হং ০৩ গবেষণার জন্য মলদ্বীপে মালেতে এসে নোঙর করে। তারপরে ১৩ মার্চ নির্দ্ধারিত কর্মসূচি থেক ভারত সরে আসে। চিনা জাহাজের নজরদারি এড়াতে ভারতের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারত এখন থেকেই চিনের পদক্ষেপের দিকে বিশেষ করে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাঁর ক্ষমতাকে ধরে রাখতে এশিয়ার দেশগুলির ওপরে চাপ সৃষ্টি করার প্রেচষ্টা চালিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এশিয়ার মধ্যে যাতে করে কেনও ইউরোপের দেশ বা আমেরিকা বা ব্রিটেন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার জন্য একটি কৌশল বা পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে চিন যাতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার জন্য একের পর এক দেশের বন্দরকে লিজ নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ভারত সরকার চিনের চালাকির ধরে ফেলেছে। তার ফলে ভারত এখন বিভিন্ন দেশের বন্দর লিড নিতে শুরু করে দিয়েছে। আদানি এখন সেই সব বন্দর লিজ নিয়ে সেখানে ভারতীয় পণ্য নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাজারে প্রবেশ করতে থাকবে। যে চালাকির দ্বারা চিন ভারতকে জব্দ করা চেষ্টা করছিল সেই একই রকম চালাকি দিয়ে চিনকে প্রায় কেনাঠাসা করে দেওয়ার চৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। ভারতের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার উপস্থিত। রাশিয়াও ভারতের পাশে রয়েছে। ফলে চিন কতখানি ভারতের সঙ্গে চালাকি করে টিকে থাকতে পারবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। চিনের চালাকি ধরে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই কারণে বারতের চিনাপন্থীরা মোদির ওপরে বেশ চটা। তারা চাইছ মোদি যাতে প্রধানমন্ত্রী গদি দখল না করতে পারে। মোদি যদি আবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফেরে তাহলে চিনের সঙ্গে বিরোধী বজায় থাকবে। এদিকে এই সব চিনপন্থী সমর্থকেরা চিন যাতেভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারে এমনকী রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ভারতের গোয়েন্দা দফতর এর ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকটি স্থানে হানা দিয়ে চিন সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ধার করেছে এবং সেই সব স্থানের ওপরে বেশি করে নজরদারি করতে শুরু করেছে। মলদ্বীপে চিন জাহাজ পাঠানোটাকে ভারত ভালো নজরে দেখেনি। তার জন্য লক্ষদ্বীপে ভারত একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা করছে। এদিকে পাকিস্তানের নয়া সরকার ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে যে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে পড়শি দেসের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়াটাকে ভারত একেবারে পচ্ছন্দ করছে না। পাকিস্তানের তাদের অর্থ অবস্থাকে চাঙ্গা করতে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতীয় পণ্য পাকিস্তানের প্রবেশ করলে তা অতি অল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব হবে। অন্য দেশ থেকে ব্যবসায়িক পণ্য পাকিস্তানে প্রবেশ করলে তার দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পড়শি দেশ থেকে সেই একই পণ্য ক্রয় করলে দাম কম পড়ছে। তার ফলে পাকিস্তানের সব নাগরিকেরা সেই পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পি এর সঙ্গে দোলনা বৈঠক করেই বুজতে পেরে গিয়েছিলেন চিন কি চায়। সেই কারণে তিনি ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফাল বিমান কিনতে শুরু করে দিলেন। রাফাল বিমান এখন সাদাখ এবং অরুণাচস প্রদেশের আকাশে ওপর দিয়ে উড়ে যচ্ছে এবং ভারতের হেলিকপ্টার নজরদারি চালাচ্ছে। চিনকে বিশ্বাস করতে পারছে না ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তানও। পাকিস্তানের নয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। না হলে পাকিস্তানের বাজারে হাহাকার পড়ে যাবে সেটা উপলদ্ধি করতে পেরেছে এবং সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হতেও পারে

বারাণসী কড়চা ঃ হোলি, বড়আ মঙ্গল

জয়দেব দাস, কাশী

মহান গায়িকা সিদ্ধেশ্বরী দেবী হোলিতে রাগ সাহানায় একটি বন্দিশ গাইতেন 'খেলুঙ্গি হোলি আজ শ্যাম সে দন্ট কে'... ইয়ে জো দান্ট কে হ্যায় ওহি বেনারসি হোলির মূল অর্থ। বেনারসে, হোলি অপরিচিতদের সাথে নয়, প্রিয়জনের সাথে খেলা হত। হোলির সময় গালাগালি দেওয়া হত শুধু পরিচিত ও আত্মীয়দের। এখন হোলির প্রকৃতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। প্রবীণ সাংস্কৃতিক

সমালোচক পন্ডিত অমিতাভ ভট্টাচার্যের মনে বেনারসি হোলির স্মৃতিগুলি এখনও বেঁচে আছে। তিনি বলেন যে এই শহরটি এত নির্মম এবং নিষ্ঠুর নয়, তবে বেনারস নামটি সামাজিকভাবে সদয় এবং সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ণ একটি বিস্ময়কর জনসংখ্যা। স্বাধীনতার পর বেনারসি হোলির আসল রূপ বদলের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে প্রচুর বহিরাগত মানুষের আগমনে। সব জায়গার মানুষ বেনারসের হোলিতে তাদের অঞ্চলের প্রভাব যুক্ত করেছে। অশ্লিলতার রঙ্গ ভরেছে। বেনারসি হোলির আসল রূপ এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। বিজয়ার পরিবর্তে সোম সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে বেনারসের হোলির। আমি যখন মাত্র পাঁচ দশক পিছনে তাকাই, সবকিছু অন্যরকম দেখায়। দশাশ্বমেধের ডেঢশিপুলে (বর্তমানে গোদলিয়া থেকে দশাস্বমেধ পথের মাঝে স্থিত বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়ার সিংহ দ্বার সেখানেই ছিল উক্ত সেতু) হোলির সন্ধ্যায় বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ হতো। তাদের সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে মসলিন ধুতি এবং অর্ধ দৈর্ঘ্যের কুর্তা পরতেন। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে একটি দুপল্লি টুপি মাথায় রাখতেন। যা দিয়ে, অপরিচিতরাও তাদের সম্প্রদায়কে চিনতে পারে। এক এক জনগোষ্ঠীর দুপল্লি টুপির ধরন ও নকশা ছিল একেক রকম। রামনগরী দুপালিয়া শুধুমাত্র রামনগর থেকে আগত লোকেরা ব্যবহার করত। বসবাসকারী অভিজাতদের দুপালিয়ার টুপির উপর পাড়ের সেলাই ছিল আলাদা। গুজরাটি হীরা ব্যবসায়ীর দুপালিয়ায় রঙ্গিন হাতের কাজ দেখার মত ছিল। অনেক সময় এটি পরে সাহিত্যিক, ব্যঙ্গশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিকরা পানের দোকানে ভিড় জমাতেন। শুনেছি কাশীর কাব্য অনুষ্ঠান গুলি এই সময় অশ্লিল হয়ে ওঠে। এই কথায় বলেন, আগেই বলেছি বহিরাগত আমদানি। সেই সময় কোন কবি কম সংখ্যক অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে অসাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো। সেই প্রতিযোগিতায় ডালে লবণের মতো গালি দেওয়া হতো। বেনারসে সাহিত্যের ঐতিহ্য আছে।

(ক্রমশ)

কবি মাইকেল মধুসূদনের বংশধর লিয়েন্ডার পেজ

বিশেষ প্রতিবেদক

লিয়েন্ডার তার মায়ের মাধ্যমে বাংলা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সরাসরি বংশধর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত - অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত সাগরদাঁরি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন উ মা জাহ্নবী ও বাবা রাজনারায়ণ দত্ত উ সেকালের রীতি অনুযায়ী ফার্সি ভাষায় দক্ষ ছিলেন বাবাউ কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছিলেন। মধুসূদন ছোটবেলায় গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করে কলকাতায় ১৮৩৩ সালে এসে হিন্দু কলেজের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণের ফলেই হিন্দুধর্ম ছেড়ে করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কাজের জন্য ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ যান উ সেখানকার সাত বছর প্রবাসকালে শিক্ষক, সাংবাদিক ও কবি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মাদ্রাজ যাবার পরেই তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিয়ে করেন উ তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। ১৮৫৬ সালে তিনি রেবেকাকে ছেড়ে এক ফরাসী মহিলা হেনরিয়েটার সাথে প্রেম করেন । পরে তাকে বিয়ে করে কলকাতায় বাস করা শুরু করেন । এই নতুন সম্পর্কের জন্যই তিনি ১৮৫৬ সালে রেবেকা এবং তাঁর চার সন্তানকে মাদ্রাজে রেখেই ফিরে আসেন কলকাতায়। তাই আর কোনো সম্পর্ক থাকেনি তাঁদের সঙ্গে। জীবনে নতুন প্রেম। এই প্রেমিকা বনাম স্ত্রী এমিলিয়া হেনরিয়েটা তার জীবনে মুখ্য তখন। তাঁর সঙ্গেই আমৃত্যু ঘর করেছেন মধু কবি। এমনকি মৃত্যুর পরও, এক সঙ্গে শায়িত রয়েছেন তাঁরা।

এখন আসি গল্পের দ্বিতীয় অংশে । ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার । টেনিস কোর্টে নিজের মতো করে 'কবিতা' বানান তিনি। অবশ্য কবিতা যে তাঁর রক্তে! তাঁর পূর্বপুরুষের নাম যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত! কি ভাবে? এই সম্পর্কটা খুঁজতে গেলে একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখতে হবে।

মাইকেল মধুসূদন-হেনরিয়েটারই তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত। খুব বেশিদিন মা-বাবার সংস্পর্শ পান নি তিনি। দুর্ঘটনায় যখন অ্যালবার্ট মারা যান, তখন তাঁর দুই ছেলে, তিন মেয়ে। সেই ছেলেদেরই একজন মাইকেল ডটন। তাঁর মেয়ে জেনিফার ডটন। পরবর্তীকালে বিয়ের মাধ্যমে যিনি হয়েছিলেন জেনিফার পেজ। এঁরই সুযোগ্য পুত্র লিয়েন্ডার পেজ। বুঝলেন তো, মাইকেল কি ভাবে লিয়েন্ডার পেজের পূর্বপুরুষ ? মধুসূদন দত্তের সঙ্গে একদম সরাসরি রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ভারতীয় টেনিস জগতের মহাতারকা লিয়েন্ডার পেজ। আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত - তিনি তো যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত সাগরদাঁরি গ্রামের সন্তান। আমাদের বাংলার সন্তান। অতীত ঐতিহ্য খুঁজে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে!

কবি মাইকেল বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন। আর ভি পেজ ও লিয়েন্ডার পেজ ভারতের টেনিস কেলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বাংলা সাহিত্য মাইকেল ছাড়া আলোনটা কার একেবারে অসম্ভব। বাংলার ভাষায় যখন আদুনিকতা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখনই মাইকেল বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে একের পর এক মহাকাব্য এবং নাটক রনচা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাঁকে সমর্থন করতে শুরু করেন বিদ্যাসাগর মহাশায়।

হেরিটেজ ঃ খিদিরপুর ব্যাসকিউল ব্রিজ

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতের মাত্র তিনটি ফোল্ডিং ব্রিজের একটি শহর কলকাতায়। খিদিরপুর ব্যাসকিউল ব্রিজ। বড়ো মাপের জাহাজ চলাচলের জন্য এই ব্রিজ দুভাগ হয়ে উঠে আসে পাড়ের দিকে। জাহাজ চলে গেলে আবার জায়গায় ফিরে যায় আগের মতো। কলকাতার খিদিরপুর ছাড়া মুম্বাই পোর্ট ও তামিলনাড়ুতে এমন দু'টি ব্রিজ রয়েছে। আমরা জানি ১৮৮৬ থেকে '৯৪ এর মাঝামাঝি লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজ পৃথিবীর প্রথম ব্যাসকিউল ও সাসপেনশন ব্রিজের সংমিশ্রন হিসাবে বিখ্যাত। সাল ১৯৬৬, নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ উদ্বোধন হয় এই ব্রিজের। যানবাহন চলাচল শুরু হয়। ওয়াগেন বিরো ব্রিজ সিস্টেম নামক অস্ট্রিয়ান এক কোম্পানির হাতে তৈরি হয় এই ব্রিজ। ধরুন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন নিজের গাড়িতে। হঠাৎ আপনাকে আটকানো হলো এক ব্রিজের গোড়ায়। আপনি দেখছেন আপনার চোখের সামনে ব্রিজটি উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা কাটছে এক বিরাট মাপের জাহাজ। রোজের রুটিনে বেশ অবাক করা এক ঘটনা তাই না? সচরাচর এমন ঘটনা দেখলে অস্বস্তি হতে বাধ্য। টানটান পিচ রাস্তা আকাশের দিকে উঠে যেতে আমরা কেউই দেখিনি কখনও। দেখিনি রাস্তা কেটে জাহাজ চলে যেতেও।

খিদিরপুর ব্রিজ (কলকাতা, ভারত) ঃ এক ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সিস্টেমে ওঠানামা করে এই ব্রিজ। ব্রিজের মাঝ বরাবর একটি জায়গা থেকে দু-দিকে দু'টি অংশ আলাদাভাবে উঠতে থাকে উপর দিকে। একে বলে ডাবল-লিফ ব্যাসকিউল ব্রিজ। ব্রিজের দু-প্রান্তের দু'টি মোটরের দ্বারা দু'টি গিয়ার নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন গিয়ারগুলি সামনের দিকে চলে, ব্রিজ খুলে যায় এবং তৈরি হয়ে যায় জাহাজ যাওয়ার রাস্তা। তারপর আবার বিপরীত দিকে গিয়ার চালিত হলে ব্রিজের দু'টি অংশ নেমে আসে যথাস্থানে। এখানে কোনও পুলি বা

তারের ব্যবস্থা নেই। ব্রিজের দু'টি প্রান্ত আলাদাভাবে মাটির সঙ্গে ৬৬ ডিগ্রি কোণে খুলে থাকে। এই অ্যাঙ্গেলে পৌঁছতে অবশ্য সাত থেকে আট মিনিট সময় লাগে ব্রিজের। আবার পূর্বের জায়গায় ফেরাতেও লাগে প্রায় এই পরিমাণ সময়। বুধবার ও শনিবার ছাড়া সপ্তাহে পাঁচদিন এই ব্রিজ দুপুর ২টো থেকে ৩টের মধ্যে খোলা হয় জাহাজ যাতায়াতের জন্য। ১৯৬৬-তে চালু হওয়া এই ব্রিজ ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় কোনও মেন্টেনেন্স ছাড়াই চলেছে নির্বিঘ্নে। তবে ২০১৮ সালের আগস্ট মাস নাগাদ দেখা দেয় বিপত্তি। ভরদুপুরে গাড়ির লাইন লেগে যায়। জ্যাম হয়ে যায় দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে। জলযানের যাতায়াতে খোলা ব্রিজ কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। বহুক্ষণ ধরে চেষ্টার পরেও অপারগ হয়ে ডাকা হয় ইঞ্জিনিয়ারদের। তাঁরা কারণ বার করেন এবং মেরামত করেন ব্রিজ সেই মুহূর্তের জন্য। সমস্যা মিটে যায়। এরপর নভেম্বর মাস নাগাদ ব্রিজ দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখে কিছুদিনের জন্য মেরামত করা হয়। কাজ শেষ হলে দিন চার পাঁচেকের মধ্যে শুরু হয় যান চলাচল। কলকাতার বুকে হাতেগোনা কয়েকটি আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এই ব্রিজ। অথচ আমরা অনেকেই জানি না এর কথা, অনেকে ভুলেও গিয়েছি হয়তো বা। খিদিরপুরের এই ব্রিজকে কলকাতার এক ঐতিহ্য বললে বোধহয় বেশি বলে ফেলা হবে না এখনও।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসবে মায়াপুরে উপস্থিত জেলাপরিষদের সভাধিপতি, কারামন্ত্রী, সাংসদ, কৃষ্ণনগরের রাণী মা সহ অনেকে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ মার্চ ঃ সর্বত্রই মহা সমারোহে ও উৎসবের আমেজে পালিত হলো দোল উৎসব, সিংহভাগ জায়গায় এই উৎসব রাধা কৃষ্ণের দোলযাত্রা হিসেবে পালিত হলেও নবদ্বীপ মায়াপুরে এই দোল উৎসব, গৌড় পূর্ণিমা তথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব হিসেবেই পালিত হয়। আর চিরাচরিত নিয়ম ও প্রথা মেনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব উপলক্ষ্যে, ৩৫ দিন ব্যাপি ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছে নবদ্বীপ মায়াপুরে, যার সমাপ্তি হবে আজ ২৭ মার্চ। সোমবার গৌড় পূর্ণিমা তথা দোল উৎসবের দিন বিকেলে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানে। যেখানে অংশ নেয় দেশ- বিদেশের কয়েক হাজার ভক্ত, এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কৃষ্ণনগরের রানি মা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সহ অনেকে। এদিন বিভিন্ন ফুল, ফল, ঘি,মধু, দুধ, গঙ্গা জল সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে শ্রীমন মহাপ্রভুর অভিষেক করা হয়। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, সোমবার গৌড় পূর্ণিমা তথা দোল উৎসবের দিন বিকেলে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেখানে অংশ নেয় দেশ- বিদেশের কয়েক হাজার ভক্ত, সহ অনেকে। তিনি আরও জানান, জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে সবাই যোগ দেয়, ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ পায়। আর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, সেখানেই তিনি মহাপ্রভুর অভিষেকে অংশ নেয় ও বলেন এই অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই আসা হয়, আমি এখানের স্থায়ী বাসিন্দাও আর সে কারনে বড় পাওনা। পাশাপাশি অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকেও। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাণী তথা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা দেবী। সেখানেই তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন মহাপ্রভুর অভিষেকে অংশ নিলাম, খুব আনন্দ পেলাম, একটা অন্য অনুভূতি, এক অন্য অনুষ্ঠান, পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের পর অনুভূতি প্রশ্নে বলেন ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা করলাম, যাতে সবার মঙ্গল হয়,, নদীয়াবাসীর মঙ্গল হোক, নদীয়াবাসী একটা জায়গায় পৌঁছাক যেখানে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, দেশ জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হলো এই দোল উৎসব, দিনভর বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ইস্কনের আমন্ত্রণে এখানে এসেছি, খুব ভালো লাগছে। সব মিলিয়ে এদিনের ইস্কনের উদ্যোগে আয়োজিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসবে উপস্থিত হয়ে সকলে যেন জাতি ধর্ম-বর্ণ, রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে ঈশ্বরের দ্বারে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে তা বলাই বাহুল্য।

ঝাড়গ্রামে মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম , ২৬ মার্চ ঃ ঝাড়গ্রামে সাতসকালে মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধারকে ঘিরে শোরগোল। মঙ্গলবার সকালে ওই মহিলার দেহ পড়ে দেখতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকার। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে সাঁকরাইলের এই চুনপাড়া এলাকার স্থানীয় একটি জঙ্গলে এলাকার বাসিন্দারা হঠাৎ করে রাস্তার ধারে ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এর ফলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয়, পুলিশ মৃতদেহটি শনাক্তকরণ করে। এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মৃত মহিলার নাম খলনা মাহাত, বয়স (৭৪)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর লোকাল থানার ভুডুরচাটি এলাকায়। তবে কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে এখনো স্পষ্ট জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। জানা গেছে, ওই মহিলার এক আত্মীয়র বাড়ি সাঁকরাইলের বাকড়া এলাকায় মহিলা তার আত্মীয়র বাড়িতে এসেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, গত পরশুদিন আত্মীয়র বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসেন নি। এবং এদিন সাত সকালেই উদ্ধার হয় মহিলার মৃতদেহ। তবে স্থানীয়দের অনুমান হাতির হামলায় মৃত্যু হতে পারে ওই মহিলার। কারণ জঙ্গল এলাকায় ওই মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাসিন্দারা। আর ওই এলাকায় গতকাল ছিল হাতির দল বলে খবর। মৃত উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সাংসদ প্রার্থী নিরোদ চন্দ্র অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে । আমরা বাঙালির জলপাই লোকসভার সাংসদ প্রার্থী নিরোদ চন্দ্র অধিকারী বলেন, দেশে বেকারত্ব দুরিকরণ,কৃষি সমস্যা, চা বাগানে শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাধারণ মানুষ সরকারি কাজ থেকে যেন হয়রানি না হয় সব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু আমাদের দেশেই এখন পর্যন্ত ধ্রুপদী হিসেবে প্রাধান্য পায়নি। দেশে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, যাদের আধার কার্ড আছে তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি করা চলবে না। এছাড়াও বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামীদিনে মানুষের স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করবেন বলে তিনি জানান।

দেশে মোট ১৫১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে এসইউসিআই দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনে এবার সারা দেশে মোট ১৫১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে এসইউসিআই দল। পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন তারা। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে এসইউসিআই দলের প্রার্থী হয়েছেন ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক রামপ্রসাদ মন্ডল। জলপাইগুড়িতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর জানান এসইউসিআই দলের রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিসেবা থেকে ব্যহত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন না। সারা দেশে বেকারত্ব ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নারীদের সম্মানহানী হচ্ছে সর্বত্র। অথচ ভোটের আগে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে আইনি এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়ার খেলা চলছে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন এখন। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এসইউসিআই এর পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নভেন্দু পাল, জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের প্রার্থী রামপ্রসাদ মন্ডল, জেলা কমিটির সম্পাদক সুজিত ঘোষ প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলগুলিকে কটাক্ষ করেন রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য্য।

সলিল চৌধুরীর স্মরণে অনবদ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সম্মানিত গুণীজনেরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মার্চ ঃ বহুমুখী প্রতিভাধর সলিল চৌধুরীর স্মরণে গান্ধর্বী এক বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে আয়োজন করে এক অভিনব অনুষ্ঠান। সঙ্গীত নৃত্য এবং আবৃত্তিতে অপূর্ব অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানটি। হরেক ফুলে ভরে ওঠে ফুলের সাজি। কখনও পথে এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা, কখনও স্বরূপ পালের কণ্ঠে রাণার ছুটেছে রাণার, পাশাপাশি গান্ধর্বীর কুশীলবদের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে শহরবাসী। এদিন অনুষ্ঠানের শেষে গুণীজন সম্বর্ধনা প্রদান হয়। বীরভূমের বিশিষ্ট শিল্পী সলিল মুখোপাধ্যায় কে সলিল চৌধুরী স্মারক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। উপরি পাওনা হিসেবে ছিল বিশিষ্ট অতিথি শিল্পী স্বরূপ পালের অপূর্ব গান যা আগত সকলকে মুগ্ধ করে। সংগীতে ছিল গান্ধর্বীর শাম্ভবী, বিকাশ, বিনীতা, প্রীতি, শুভজিত, সৌম্যজিত, সমৃদ্ধি, আলপ্তি, অযন্তিক, অগ্নিভ, কল্লোলিকা, প্রজ্ঞা, পৌলমী, শ্রীময়ী, শ্রেয়া, মৌতৃষা, পারমিতা, পায়েল, প্রিয়াঙ্কা, শুভ্রা, তুহিনা তপতী, বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রাণুষঙ্গে -সুমন্ত মুখার্জী, তাপস ভট্টাচার্য্য, সনু, অর্ণব চ্যাটার্জী। আবৃত্তিতে রুমেলা দাশগুপ্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন-সোমা সিংহ ও অভিষেক দাস। নৃত্যে-আনন্দিতা, আদৃকা, পৃথ্বিশা, আফরিন, অদ্রিতা, সোমলতা, অনিন্দিতা, ঈশিকা, দেবদত্তা, অহনা, অরিকা, অদ্রিতা, অর্ণা, আরাধ্যা, রাজেশ্বরী, অভিশা, বিপাশা, বর্ণিতা, সৃঞ্জয়িনী, লিপ্সা, সমুদিতা, ঋতজা, অন্বেষা, সমাদৃতা। নৃত্য পরিচালনা-কাবেরী সিং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও গান্ধর্বীর কর্ণধার চৈতি মজুমদার।

‘কলতলায় ঝগড়া করার প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল,’ সুজাতাকে খোঁচা সৌমিত্রর!

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান , ২৬ মার্চ ঃ কলতলায় ঝগড়া করার মতো প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই সৌমিত্র খাঁ খোঁচা দিলেন প্রাক্তন স্ত্রীকে। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে পুজো দিয়ে সৌমিত্র খাঁ তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পুজো দেওয়ার পাশাপাশি, পুজো দিতে আসা সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথাও বলেন। আলাপচারিতার মাধ্যমে জনসংযোগ সারেন লোকসভা ভোটে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। প্রসঙ্গত,এবার ভোটে বিষ্ণুপুর আসনে প্রাক্তন স্বামী- স্ত্রীর লড়াই। এদিন গলসি ২ নম্বর ব্লকের ইশান মা চণ্ডীতলায় এসে পুজো দেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। সৌমিত্র খাঁ বলেন, উনি কতটা মানুষের সঙ্গে থাকেন জানি না। সৌমিত্র খাঁ-এর নাম নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন। শেষে সাপ মারতে গিয়ে শিবকেও মেরেছে! পাশাপাশি সৌমিত্র আরও বলেন, এটা কোনও ব্যক্তি লড়াই নয়। এটা তৃণমূল কংগ্রেস বনাম ভারতকে শক্তিশালী করার লড়াই। আমরা ভারতে শক্তিশালীর পক্ষে। তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে সুজাতার উদ্দেশ্যে সৌমিত্র খাঁ এও বলেন যে, তিনি চোরেদের দলে দাঁড়িয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে প্রচারে বেরিয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল প্রার্থনা করেন, ‘১০ বছরের অসুর থেকে বিষ্ণুপুর যেন মুক্তি পায়।’ সুজাতা মণ্ডল বলেন, বিষ্ণুপুর লোকসভায় ১০ বছর ধরে যে অসুর রয়েছে, সেই অসুরের হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে মুক্ত করার জন্যই মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থনা করেছেন তিনি। তৃণমূলের হাত ধরেই বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষ প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাবেন বলেও দাবি করেন তিনি। প্রচারে বেরিয়ে নাম না করে আদতে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-কেই ‘অসুর’ বলে সম্বোধন করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। এর পাশাপাশি, প্রচারে বেরিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন সুজাতা মণ্ডল। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, যে বুথে লিড পাব সেই বুথে জান লড়িয়ে দেব। আর যে বুথে লিড পাব না সেই বুথে দলের কোনও কর্মীকেই যেতে দেব না। ওন্দা ব্লকের নতুনগ্রাম এলাকায় প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের হুমকি সুরে বলতে শোনা যায়, তোমরা ভোটের বেলায় বড় ফুলকে দেবে আর চাওয়ার বেলায় ছোট ফুলের কাছে চাইবে তা হয় না। তোমরা বারে বারে এখান থেকে বিজেপিকে জিতিয়েছ। এবারও যদি তাই হয় তাহলে এবার তোমাদের কথা শুনতে আমরা আর আসব না। তোমরা বিজেপির সঙ্গে বুঝে নেবে। ওদিকে ভোট প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূলের টাউন সভাপতিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা গেছে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-কে। বিষ্ণুপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুনীল দাসকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খাঁয়ের দাবি, তাঁর কাছেও তিনি ভোট চেয়েছেন। যদিও তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে সৌমিত্র খাঁয়ের এই সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র সৌজন্যের এমনটাই দাবি করেন দুজনে।

নেশার কোপে ছাগল! কাটারির ঘায়ে আহত ১ ব্যক্তি-আশ্রমের মহারাজ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৬ মার্চ ঃ নেশাগ্রস্থ যুবকের কাটারি হাতে কোপ ছাগলকে। এমনকী এই ঘটনা দেখে ফেলায় মাথায় কোপ দেয় অপর এক ব্যক্তির। পরে আশ্রমের এক মহারাজকে কাটারির কোপ ওই যুবকের। ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। জনরোষ থেকে বাঁচাতে ওই যুবককে আটকে রাখা হয় একটি বাড়িতে। কারণ ছাড়াই অতর্কিতে কাটারি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওই যুবকের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিস গিয়ে উদ্ধার করে নেশাগ্রস্ত যুবককে। ঘটনায় আশঙ্কাজক অবস্থায় ঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির। মৃত্যু হয়েছে একটি ছাগলের এবং হাত কাটল আশ্রমের মহারাজের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের পাইকপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আনন্দ কুইলা। জান যায়, মঙ্গলবার সকালে পাইকপাড়ার মাঠে কাজ করছিলেন চন্দ্রকোনার বকশিতলার বাসিন্দা পূর্ণ বায়েন। পূর্ণ দেখেন পাইকপাড়ার আনন্দ কুইলা হাতে একটি কাটারি নিয়ে হঠাৎ করেই মাঠের মধ্যে একটি ছাগলকে কুপিয়ে দেয়, মৃত্যু হয় ছাগলটির। তারপরে আনন্দ হঠাৎ করে ধারালো কাটারি নিয়ে পূর্ণের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ ছাগল মারার ঘটনা দেখে ফেলেছে পূর্ণ। আনন্দের কাটারির কোপ গিয়ে পরে পূর্ণে মাথায়, মাঠেই লুটিয়ে পরে সে। তা দেখে বহু মানুষ ছুটে আসলে আনন্দ দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রাণ বাঁচাতে পাশেই চন্দ্রকোনা দু'নম্বর ব্লকের ধান্যগাছি এলাকায় একটি আশ্রমে প্রবেশ করে আনন্দ। সেই আশ্রমের মহারাজের উপরেও হামলা চালায় কাটারি নিয়ে। কাটারির কোপে আহত হয় আশ্রমের মহারাজ। পরে প্রাণে বাঁচার জন্য একটি স্কুলের প্রাচীর টপকে প্রবেশ কর স্কুলের ভেতর। ঘটনায় শুরু হয় তীব্র উত্তেজনা, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চন্দ্রকোনা থানার পুলিস গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে আসে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পূর্ণকে ভর্তি করা হয় ঘাটাল হাসপাতালে। যদিও পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত ছিল। তবে কী কারণে এই হামলা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৪.৩ লাখ অ্যান্ড্রয়েড এবং ৩৯৩ জন iOS কম্পিউটার ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ ‘মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ’ আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! ৪.৩ লক্ষেরও বেশি Android ব্যবহারকারী এবং ৩৯৩ iOS ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম (CRIS) দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি শুরু থেকেই ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা বাড়ি থেকে যেকোনো সময় কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ‘মেট্রো রাইড কলকাতা’ অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে iOS সংস্করণে চালু করা হয়েছিল। ২৪.০৩.২০২৩ পর্যন্ত, মোট ৪,৩০,১২৫ জন Android ব্যবহারকারী Google Play Store থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৩৯৩ iOS ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই চিত্রটি এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। এটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে এই অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলি দেখানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়ে গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করছেন। উল্লেখ্য যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত নতুন উদ্বোধন হওয়া গ্রীন লাইনের সমস্ত স্টেশন আগামী সপ্তাহ থেকে এই আপডেট অ্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরের সপ্তাহ থেকেও যাত্রীরা এই অ্যাপের সাহায্যে তাদের টিকিট কিনতে পারবেন এই নতুন স্ট্রেচে ভ্রমণ করার জন্য। মেট্রো যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা বাড়ি থেকে যেকোনো সময় কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করার জন্য এই ধরনের একটি অ্যাপ তৈরির ধারণা করা হয়েছিল।

মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রথম ধাপ এগিয়ে রাখলেন বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ মার্চ ঃ উত্তরের চলছে রঙের উৎসব, মনোনয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ এগিয়ে রাখলেন বিজেপি প্রার্থী। মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে গতবারের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী ডা. জয়ন্ত কুমার রায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ এগিয়ে রাখলেন। এদিন তিনি দলের জেলা সভাপতি সহ নির্বাচনী এজেন্ট কে সঙ্গে নিয়ে অফিস পাড়ায় জেলার নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকের দফতরে যান। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী প্রথমেই সবাইকে হোলির শুভেচ্ছা সহ সুস্বাস্থ্য কামনা করে বলেন। আজকেই মূলত বেশি রং খেলা হয় জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের বিভিন্ন স্থানে, সেই কারণে আজ নমিনেশন প্রক্রিয়ার কিছু কাজ এগিয়ে রাখতেই নির্বাচন দফতরে আসা। যদিও সূত্রের খবরে জানা গেছে জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় । এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দিলেও প্রার্থী পদে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কাগজপত্র জেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে জমা করবেন।

সিকিমে কাজে গিয়ে মৃত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর , ২৬ মার্চ ঃ সিকিমে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হলো ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগীরথ গছ এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত ওই শ্রমিকের নাম আমিরুল হক। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। জানা গেছে, প্রায় গত ১ মাস আগে সিকিমে কাজ করতে গিয়েছিল আমিরুল হক নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিক। সেখানে রাজমিস্ত্রি কাজে যোগ দেন আমিরুল। সোমবার দুপুরে কাজ করার সময় হঠাৎ মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। মঙ্গলবার ভোর রাতে ওই শ্রমিকের মৃত্যু দেহ ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগীরথ এলাকায় তার নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছায়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়রা রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি তুলেছেন। অন্যদিকে খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছান স্থানীয় তৃণমূলের নেতৃত্বরা। সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তৃণমূলের নেতৃত্বরা।

গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ মার্চ ঃ কোচবিহারের হাসিমারার কাছে সুভাষিণী চা বাগানের সামনে জাতীয় সড়কে দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম আপলুস বসুমাতারি। গুরুতর জখম হয়েছেন বিজয় বরা ও রাজীব ওরাওঁ। তাঁদের সকলের বাড়ি পশ্চিম সাঁতালি বস্তিবাজারে। জখম দুজন আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভর্তি আছেন। আপলুসকে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দিচ্ছে কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চ ঃ কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে বাংলাকে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ ও হিসেব পাঠানোর ক্ষেত্রে গোটা দেশে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবেই এই টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যকে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা সম্প্রতি এক বৈঠকে ঘোষণা করেছেন, এই কাজে রাজ্য মডেল। অন্যান্য রাজ্যকে তাঁরা এরাজ্যের কাজের ধরন অনুকরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

বিঘ্ন শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২৬ মার্চ ঃ মঙ্গলবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ট্রেন চলাচল। শিয়ালদহ স্টেশনে আটকে থাকেন বহু যাত্রী। রেল সূত্রে খবর, সিগন্যালের সমস্যার কারণে এক ঘণ্টার ওপর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দক্ষিণ শাখার ট্রেন ছাড়ে নি। দোলের পরের কাজের দিনে ভোগান্তি পোহাতে হয় রেলযাত্রীদের। এদিন সকাল থেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার, সোনারপুর সহ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় একাধিক রুটের যাত্রীরা। রেলের দাবি, ঘটনার পরই আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ট্রেন লাইনে সিগন্যালের মেরামতি করার কারণেই কিছুটা বেশি সময় লেগেছে। দুপুরের আগেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে রেলের দাবি।

সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার , ২৬ মার্চ ঃ দিনহাটার ভেটাগুড়ি ১ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে বোমাবাজি-গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। নিশীথ প্রামাণিকের খাসতালুকে অঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩টি তাজা বোমা। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় এক ঘণ্টা পর দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে। দিনহাটা থানার পুলিশ কর্মীরা পৌঁছে বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করে।

অনুব্রত মণ্ডলের জন্য অনেকেই আজ বীরভূমে নেতা হতে পেরেছেন ঃ শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলের জন্য অনেকেই আজ বীরভূমে নেতা হতে পেরেছেন বলে নানুর বিধানসভায় মন্তব্য করেন বীরভূম লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। যদিও এদিন সতীর্থ বোলপুর লোকসভার প্রার্থী অসিত মালের হয়ে প্রচারে আসেন তিনি। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী অসিত মাল, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক। এদিন মহোৎসব মঞ্চ থেকে ঐশী শক্তির প্রতি মানুষের আস্থার শ্রদ্ধার পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মালের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য আবেদন রাখেন তিনি । এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শতাব্দী রায় বলেন, অনুব্রত মণ্ডলের জন্য অনেকেই আজ বীরভূমে নেতা হতে পেরেছেন। তাই আমার দেওয়াল লিখনে কোন কর্মী যদি আবেগ থেকে লেখেন, তিহার থেকে খেলা হবে তাতে কোনো দোষ নেই। তাছাড়া খেলা হবে তৃণমূলের পুরানো রাজনৈতিক শ্লোগান।

নাম ঘোষণার পরই চেনা ছন্দে জনসংযোগে নামলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ ঃ বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রর বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা পরেই চেনা ছন্দে জনসংযোগে নামে দিলীপ ঘোষ। এদিন মঙ্গলবার সিটি সেন্টারে হোটেল থেকে বেরিয়ে চতুরঙ্গ মাঠে প্রাতভ্রমণে যান এবং সেখান থেকে সিটি সেন্টার এলাকা ঘুরে ফের চতুরঙ্গ মাঠে এসে প্রাতভ্রমণকারীদের সাথে কথা বলেন। এরপরে স্থানীয় কাশীরাম বস্তি এলাকায় একটি দেওয়াল লিখন করেন। তারপর মেন গেট এলাকায় চায়ে পে চর্চায় যোগ দেয় দিলীপ ঘোষ। সকাল থেকে দিলীপ ঘোষকে দেখতে সর্বত্রই ভিড় জমে সাধারন মানুষ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সারা পশ্চিমবাংলায় কে কি করেছে তার রেকর্ড আছে আমাদের কাছে যদি শুধরে না যায় তাহলে আমরা শুধরে দেবো তাদের বাড়িতে বসে ইলেকশন টিভিতে দেখতে হবে পুলিশ অফিসাররা তাদের ডিউটি পালন করুক। চন্দ্রনাথ সিনহা নিয়ে মন্তব্য করেন এই মন্ত্রীর কোন স্ট্যাটাস নেই ৪১ লক্ষ টাকা কোন টাকা হল কোটি কোটি টাকা না হলে টিএমসির নেতার মন্ত্রীর কোনো স্ট্যাটাস নয়। কীর্তি আজাদ কিছুই জানেন না,উনি ভোটে লড়তে এসেছেন। যে দিদির হাত ধরে তিনি এসেছেন দিদির পা ঠিক নেই তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি কিছুই জানতে পারবেন না। দিদি গোয়াই গিয়ে বলে গোয়ার মেয়ে বাংলায় বলে বাংলার মেয়ে নিজের বাবাকে তো ঠিক করুক বিস্ফোরক মন্তব্য দিলীপ ঘোষের।

O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ106/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_684997_1
Last date of submission of bid :- 02.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Day to day Annual maintenance of Electrical installations for both residential and non-residential buildings in the premises of Midnapur Central Correctional Home, PWD compound under Midnapore Electrical Sub-Division, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ107/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_684999_1
Last date of submission of bid :- 02.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Day to day Annual maintenance of Electrical installations for both residential and non-residential buildings in the premises of Garhbeta Court compound, MRBTB sanatorium Digri, Digri PWD compound under Midnapore Electrical Sub-Division, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ108/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685003_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Day to day Annual maintenance of Electrical installations for both residential and non-residential buildings in the premises of Kharagpur Sub-Divisional Hospital, Kharagpur SD Court, SDO office compound under Kharagpur Electrical Sub-Division, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ109/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_685062_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System at different Sites under Ghatal Electrical section PWDte.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**
For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC, PWDte

O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ110/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685063_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System at Kharagrpur Sub-Divisional Office, Treasury office, Guest House & SD Court, under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ111/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685066_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work : Annual Comprehensive maintenance of Split / Window/Concealed split type Air- Conditioning System at Kharagrpur Sub-Divisional Hospital under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ112/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685069_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Package/ Ductable split type Air- Conditioning System of Hybrid CCU at Kharagrpur Sub-Divisional Hospital under Kharagpur Electrical section-I, PWDte.

&

Notice Inviting e- Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ113/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_685116_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System of Mother and Child Hub Building, Midnapur under MMCES-I, PWDte.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**
For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC, PWDte

ভ্রমণ

বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন রমজান মাসে, তাহলে অবশ্যেই মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি

রমজান মাসে মুসলিমপ্রধান দেশের মানুষের জীবনধারা বদলে যায়। তবে এ মাসেও সেসব দেশে অনেকে ভ্রমণে যান। হয়তো কর্মস্থল থেকেই আপনাকে পাঠানো হলো এমন কোনো দেশে। সে ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কেবল 'কাজ'টুকু সেরেই চলে আসবেন না! কাজের ফাঁকে সে দেশটা একটু আধটু ঘুরেও দেখবেন। আর যদি কেবল ঘোরাঘুরির জন্যই গিয়ে থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই। ঈদ উদ্‌যাপনের জন্যও রমজানের শেষ দিকটায় অন্য দেশে বেড়াতে যেতে পারেন অনেকে। উদ্দেশ্য যাই হোক, মুসলিমপ্রধান দেশে এ সময় ভ্রমণে যাওয়ার আগে এই বিষয়গুলো জেনে রাখুন। মুসলিম প্রধান দেশে রমজান মাসে কর্মসময়ে বেশ পরিবর্তন আসে। ওই সব জায়গায় ভ্রমণে গেলে দর্শনীয় স্থান, দোকান পাট এসব খোলা পাবেন কি না, পেলেও সেগুলো কোন সময় খোলা থাকবে এসবই জেনে রাখা ভালো। একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও এই বিষয়গুলো আলাদা হয়। জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান এবং আশপাশের এলাকা। যেখানে সব ধর্মের মানুষের আনাগোনা থাকে। সেগুলোতে সাধারণত রমজানের কারণে তেমন পরিবর্তন ঘটে না।

ধর্মীয় স্থান দেখতে যাওয়া যাবে?

ইস্তাম্বুলের মতো 'ট্যুরিস্ট সিটি'তে দ্রষ্টব্যের তালিকায় অনেক ধর্মীয় স্থানও আছে। এসব স্থানের অনেকগুলো আবার ভোরবেলা অর্থাৎ ফজরের নামাজের সময় ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন না। সেসব জায়গায় ঘুরতে হলে আপনাকে দুপুরের পর (কিন্তু বিকেলের আগে) যেতে হবে অর্থাৎ জোহর এবং আসরের নামাজের মাঝের সময়টা বেছে নিতে হবে। আবার অনেক মসজিদে বিনা মূল্যে ইফতারির ব্যবস্থাও থাকে, সেখানেও যোগ দিতে পারেন।

পোশাকের বিধিনিষেধ আছে কি

মুসলিমপ্রধান দেশে রমজান মাসে কোন পোশাক পরে ভ্রমণে যেতে হবে, এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ভ্রমণে গিয়ে আপনার যে তাঁদের মতোই পোশাক পরতে হবে, তেমন কোনো বিধিনিষেধও নেই। তবে ধর্মীয় স্থানে গেলে সেখানে মার্জিত পোশাকে, নিয়মকানুন মেনে যাওয়া উচিত।

দেশে দেশে যেমন ধারা

রমজানে নানান দেশে ঘুরতে গিয়ে ইফতারের সময় বিশেষ খাবারদাবারের স্বাদ নিতে পারবেন। উপমহাদেশের ঐতিহ্য জিলাপি, মিসরের জনপ্রিয় খাবার কোশারি। মালয়েশিয়ায় পাবেন বুফে ইফতারি। বসনিয়ায় আবার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শুনতে পারবেন পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত।

রমজান মাসের শুরু ও শেষ

হিজরি মাস চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে। তাই সব দেশে একই দিনে রমজান শুরু এবং শেষ হয় না। এমনও হয়ে থাকে, এক দেশে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যাওয়ায় সেখানে ঈদ, কিন্তু অন্য এক দেশে সেদিন রমজান মাসের শেষ দিন। তাই যেখানে যাচ্ছেন, সেখানের হিজরি মাসের হিসাবটা জেনে রাখুন।

সেরা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পেতে

যে দেশেই যান, সেখানের মানুষের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে চেষ্টা করুন। গোটা এলাকা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আপনিও ঘুমানোর চেষ্টা করুন।

স্থানীয় মানুষের কর্মচাঞ্চল্যের সময়টায় ঘোরাঘুরি করুন। উপভোগও করতে পারবেন দেশে দেশে রমজানের বৈচিত্র্য।

সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বিজেপির নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

আগরতলা, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। ভোটের প্রস্তুতি এবং প্রচারণার তৎপরতা দেখে ত্রিপুরা বিধানসভার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার রাম প্রসাদ পাল মঙ্গলবার সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বিজেপির নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনকালে দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল বলেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে দলের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহ্য। এই কার্যালয়টি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং আমি দলের সকল কর্মী, নেতাদের সকল প্রকার নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্য এই কার্যালয়টি ব্যবহার করার অনুরোধ করছি। এর আগে রামপ্রসাদ পল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের পক্ষে প্রচারে একটি সমাবেশের নেতৃত্ব দেন। রাম প্রসাদ পাল জনগণকে বিজেপি প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে কেন্দ্রে আবারও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচারের ময়দানে রচনাকে ফের কটাক্ষ লকেটের

হুগলি, ২৬ মার্চ ঃ সময় যত এগোচ্ছে ততই চড়ছে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক উত্তাপ। এবার ফের একবার তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।
প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো সিমলাগড় কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে আগে পাণ্ডুয়ায় প্রচার চালিয়েছিলেন রচনা। মঙ্গলবার সেখানে পুজো দিয়ে প্রচার করেন লকেট। সিমলাগড়ের চাপাহাটি এলাকায় রাধাকৃষ্ণ মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। পরে এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে উঠোনে চা বিস্কুট খান সকলের সঙ্গে। এক শিশুকে কোলে নিয়ে বিস্কুট খাইয়ে দেন।
রচনাকে নিশানা করে লকেট বলেন, মানুষের সেবার জন্য আসেননি, টিকিট পেয়েছেন তাই এসেছেন, হেরে যাবেন আবার দিদি নম্বর ওয়ান চলবে, ছুটি নিয়ে এসেছেন কদিনের জন্য। পালটা তৃণমূলের জবাব, রাজনীতিতে তাঁদের প্রার্থী রোজগার করতে আসেননি।
এক সময়ের অভিনয় জগতের সতীর্থ রচনা সম্পর্কে এদিন লকেট বলেন, রাজনীতিতে আসতে গেলে ত্যাগ করতে হয়। আমি দশ বছর সব কিছু ত্যাগ করে এসেছি। টিকিট না পেয়ে শুধু মানুষের জন্য সেবা করুক এসে। ত্যাগ করেই আমি এসেছি। যে কর্মীর বাড়িতে চা পান করেন লকেট সেই শুকদেব মণ্ডলের মাটির ঘর। লকেট বলেন, বিজেপি কর্মী বলে তাঁর আবাস যোজনার ঘর হয়নি। আর তৃনমূল নেতাদের বড় বড় বাড়ি হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জোরদার প্রস্তুতি চলছে কমিশনের

ধর্মনগর, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জোরদার প্রস্তুতি চলছে কমিশনের। ভোটকর্মীরা রাজ্য জুড়ে প্রশিক্ষণ সেশনে নিযুক্ত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে উত্তর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধর্মনগর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী মক পোল প্রশিক্ষণ সেশন শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার, মোট ২৭৯ জন প্রিসাইডিং অফিসার এবং ২২৯ জন ফার্স্ট পোলিং অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভোট কর্মীদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মোট ১২টি কক্ষ, ছয়টিতে তত্ত্ব এবং ছয়টিতে ইভিএম প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাবস্থা করা হয়েছে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামজয় জামাতিয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তির সাথে ভোট কর্মীদের পরিচিত করতে এই প্রশিক্ষণ সেশনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব এবং আগামীকাল বুধবার প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্ঘন্ট অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা (সাধারণ) লোকসভা আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ২০ মার্চ, ২০২৪।
প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা রাখার অন্তিম তারিখ হচ্ছে ২৭ মার্চ, ২০২৪। মনোনয়ন পরীক্ষা করা হবে ২৮ মার্চ ২০২৪ এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ হচ্ছে ৩০ মার্চ ২০২৪। এই আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪। অন্যদিকে, পূর্ব ত্রিপুরা (তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত) লোকসভা আসনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ২৮ মার্চ, ২০২৪।
প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা রাখার অন্তিম তারিখ হচ্ছে ০৪ এপ্রিল, ২০২৪। মনোনয়ন পরীক্ষা করা হবে ০৫ এপ্রিল, ২০২৪ এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ হচ্ছে ০৮ এপ্রিল, ২০২৪। এই আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে ২৬ এপ্রিল, ২০২৪। ভোট গণনা হবে ৪ জুন, ২০২৪।

জয়নগর সহ চারটি কেন্দ্রের প্রার্থীদের পাশে বসিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ এস ইউ সি আই দলের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার এস ইউ সি আই দক্ষিন ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সামনে রেখে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো।এদিন বারুইপুর জেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ডা. তরুণ মন্ডল ও জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তরুণ কান্তি নস্কর বলেন,এবারের নির্বাচনে আমাদের দল এসইউসিআই (কম্যুনিস্ট) সারা দেশে ১৫১টি এবং এরাজ্যে ৪২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই নির্বাচনে সরকার এবং বিভিন্ন দল কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবে। যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, মার্কসবাদী হিসাবে আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের দ্বারা একটা বুর্জোয়া দলের পরিবর্তে আর একটি বুর্জোয়া দল নির্বাচিত বা পুনর্নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনে একদিকে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ আরেকদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া প্রধানত এই দুইটি বুর্জোয়া জোটই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দুই পক্ষই ভুরি ভুরি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং টাকার থলি নিয়ে এই নির্বাচনে নামবে। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল শাসনে সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যে নানা সমস্যায় নিমজ্জিত। 'মোদির গ্যারান্টি' বলে যে দাবি প্রধানমন্ত্রী করছেন তার হাল হল,পূর্বতন প্রতিশ্রুতি বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা উদ্ধার করে ১৫ লক্ষ টাকা সকলকে দেবে, প্রতি বছর দুই কোটি বেকারের চাকরি দেবে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে প্রভৃতি আজ 'জুমলায়' পরিণত। বিজেপির রামরাজত্বে কুড়ি কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়, দৈনিক ১৫৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, ২০১৮ সাল পর্যন্ত চার লক্ষ কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, প্রতিদিন ৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়, স্থায়ী চাকরি নেই, কারখানা বন্ধ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন তেলেভাজা শিল্প করতে, তখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন পকোড়া শিল্প গড়তে। আর এক 'রামরাজত্ব' উত্তর প্রদেশে ৩৬২টি পিয়ন পদের জন্য ২৩ লক্ষ মানুষ আবেদন করেছিল, এরাজ্যে ৫৪০০ গ্রুপ-ডি পদের জন্য পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৮ লক্ষ। নারীর ইজ্জত আজ ভূলুণ্ঠিত।কংগ্রেস ও পুঁজিবাদের আরেকটি বিশ্বস্ত দল। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কালীন অবাধ পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনকেই কার্যকরী করেছে। কংগ্রেস কোনও দিনই সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক ছিল না, কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য নিছক কিছু সিট পাওয়ার স্বার্থে সিপিএম ও সিপিআই এই কংগ্রেসকেই সেক্যুলার এবং গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে ইন্ডিয়া জোটে সামিল হয়েছে। অথচ এই সময় প্রয়োজন ছিল শোষিত জনগণের শ্রেণি সংগ্রামকে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করার জন্য সংগ্রামী বাম ঐক্য গঠন করা এবং তার মাধ্যমেই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।পশ্চিম বঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবর্তন এর শ্লোগান তুলে যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সেটা নিছক তাদের দলীয় শাসন প্রবর্তন করা। দলবাজি, আন্দোলনের উপরে আক্রমণ, চরম দুর্নীতি, পুলিশ ও প্রশাসনকে কবজা করে সমাজ বিরোধীদের বাবহার করে দলীয় আধিপত্য কায়েম করা, নগ্নভাবে ভোটে জোরজুলুম ও জালিয়াতি - এসবই চলছে। এরাজ্য নারী পাচারে ভারতবর্ষে শীর্ষ স্থানে আছে। চুরিডাকাতি, ছিনতাই, তোলাবাজী, ইভটিজিং, নারীধর্ষণ, এসব কিছুই অবাধে চলছে এবং যারা এইসব কুকর্ম করছে, সকলেই বেপরোয়া, কারণ তারা জানে সরকারী দলের আশ্রয়ে থাকলে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই। কেন্দ্র যেমন পেট্রোল ডিজেলে ট্যাক্স বসাচ্ছে, এই রাজ্য সরকারও সেস বসাচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের মতোই এরাজ্যও শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই দুর্নীতিতে আকন্ঠ নিমজ্জিত।তাই মানুষ চায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, কিন্তু তৃণমূল অতীতের কংগ্রেস ও সিপিএমের পদাংক অনুসরণ করে ভোট জালিয়াতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেছে তা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ দেখেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও এই জেলায় তৃণমূল ইতিমধ্যেই গুণ্ডাগিরি শুরু করেছে। বাসন্তী, ভাঙড়, ক্যানিংয়ে তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। গত ২২ মার্চ বাসন্তীর ভরতগড় বাজারে আমাদের দেওয়াল লিখন জোর করে বন্ধ করেছে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে দেশ-জুড়ে বিরোধীদের দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে ইডি-সিবিআই লাগিয়ে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে শাসক বিজেপির সাহায্য করছে। যেন বিজেপির নেতারা ধোয়া তুলসি পাতা ইলেক্টোরাল বন্ড, পিএম কেয়ার, ব্যাপম কেলেঙ্কারি এসবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই।আমাদের এই জেলার ৪ জন প্রার্থীই নতুন প্রার্থী। যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কল্পনা দত্ত নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সর্বভারতীয় স্তরের নেত্রী। জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী নিরঞ্জন নস্কর যুব আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা। মথুরাপুরের প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দিন-মজুরদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের একজন নেতা। ডায়মণ্ড হারবারের প্রার্থী রামকুমার মণ্ডল নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও ছাত্র-যুবদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।এদিনের ইস্তেহারে থাকা কয়েকটি হল - ১) সুন্দরবন এলাকায় শ্রম নির্ভর শিল্প স্থাপন করতে হবে। ফলতা ফিটেড্ জোনের সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হবে।২) সারের কালোবাজারি বন্ধ, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতির দাম কমাতে হবে। উৎপাদিত ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করতে হবে।৩) শিয়ালদহ দক্ষিণের সমস্ত শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু করতে হবে। প্রস্তাবিত জয়নগর থেকে রামগঙ্গা ভায়া রায়দিঘী রেলপথ স্থাপন করতে হবে।বজবজ পূজালী বিড়লাপুর-রায়পুর হয়ে ফলতা পর্যন্ত রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে।৪) সুন্দরবনকে বাঁচাতে সুউচ্চ কংক্রিটের নদী বাঁধ তৈরি করতে হবে। ৫) সুন্দরবন বাসীর জীবন জীবিকা হরণকারী আইন চালু করে জলে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। ৬) জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সহ সমস্ত কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২৬ মার্চঃ এক কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। ময়নাতদন্তে করাতে নারাজ। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল পরিবারের লোকেরা। পোলবার কামদেবপুরে একটি জমি থেকে মাটি কেটে নেওয়ার ফলে বিশাল পুকুর হয়ে গিয়েছে। আর সেই পুকুরেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। কিশোরের নাম ওসমান হালদার (১৪)। বাড়ি পোলবা থানার অন্তর্গত হারিট এলাকায়। ওসমান মেলা উপলক্ষে পোলবা থানার অন্তর্গত কামদেবপুরে মামার বাড়িতে এসেছিল। তুতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে ওই মাঠেই গিয়েছিল ওসমান। হঠাৎই পা পিছলে সেই বিশাল গর্তে পড়ে যায়। এরপরেই চিৎকার চেঁচামেচি করতে প্রতিবেশী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসে এলাকায়। কয়েক ঘন্টা পরে পরিবারের সদস্যরা সেখান থেকে কোন রকমে উদ্ধার করে ওসমানকে। এরপরেই চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ পুলিশকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা সেই দেহ ছিনিয়ে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। পরে পোলবা থানার পুলিশ পুনরায় ওই মৃতদেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হসপিটালে ময়নাতদন্তের জন্য।

এম্বুলেন্স দূর্ঘটনায় মায়ের গর্ভেই মৃত্যু সন্তানের

বক্সনগর, ২৬ মার্চ ঃ এম্বুলেন্সের ড্রাইভার এর কারণে পৃথিবীতে জন্মানোর আগেই মায়ের গর্ভেই মৃত্যু শিশুর। জানা যায় মেলাঘর থানাধীন কেমতলীর রাজেন্দ্র দাসের স্ত্রী লিপিকা সূত্রধরকে মেলাঘর হাসপাতালে ভর্তি করান গতকাল। রাত দশটার পর যখন লিপিকা সূত্রধরের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয় তখন মেলাঘর হাসপাতাল থেকে আগরতলা জি বি হাসপাতালের রেফার করে দেন চিকিৎসক। মেলাঘর হাসপাতাল থেকে এম্বুলেন্স করে লিপিকা সূত্রধর সহ মোট সাতজন আগরতলা জিবিতে যাওয়ার সময় এডি নগর ড্রপগেট এলাকায় আসতেই এম্বুলেন্স গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে থাকা লিপিকা সূত্রধরের স্বামী ও অন্যান্যরা অভিযোগ করেন এম্বুলেন্স ড্রাইভার নেশাগ্রস্ত অবস্থা ছিলেন। এর কারণ রাত বারোটার পর পুরো রাস্তা ছিল ফাঁকা।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও সুন্দরবনের ঐতিহাসিক জটার দেউলে পর্যটন কেন্দ্রের কাজ বিশ বাঁও জলে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২৬ মার্চ ঃ সুন্দরবনের রায়দীঘির ঐতিহাসিক নিদর্শন জটার দেউলে এখনো তৈরি হল না পর্যটন কেন্দ্র।ক্ষোভ সাধারণ মানুষের। রায়দিঘির মথুরাপুর ২ ব্লকের কঙ্কনদিঘি পঞ্চায়েতের পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু, ১১০ ফুট চওড়া শিবের মন্দির।যা ইতিহাস বর্ণিত জটার দেউল নামে উল্লেখিত।সুন্দরবনের রায়দিঘির প্রাচীন স্থাপত্য জটার দেউলকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্যে সরকার।তবে কাজ কিছুই এগোয়নি। শীতের মরসুমে প্রতি বারের মতো এবারও প্রাচীন এই মন্দিরে ভিড় করেছিলো পর্যটকেরা। কিন্তু অভিযোগ, তেমন পরিষেবা মিলছে না পর্যটকদের।রায়দিঘির মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কঙ্কনদিঘি পঞ্চায়েতের পূর্ব জটা গ্রামে রয়েছে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু, ১১০ ফুট চওড়া এই শিবের মন্দিরটি। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিস্তীর্ণ এলাকা এক সময়ে গভীর জঙ্গলে ঢাকা ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে জঙ্গল কাটার সময়ে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ গবেষণা করে জানতে পেরেছে, প্রায় হাজার বছর আগে রাজা জয়ন্ত চন্দ্র ওই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরে ছিল একটি শিবলিঙ্গও। মন্দির আবিষ্কারের পরে পাথরের শিবালঙ্গ টি মন্দিরবাজারের একটি পরিবারের সদস্যেরা তুলে নিয়ে যান।তবে পরে ওই মন্দিরে আবার শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে।জটার দেউলকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ রয়েছে। প্রতি বছর শীতের মরসুমে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মন্দির দর্শন করতে আসেন। মেলাও বসে যায়।তাছাড়া সারা বছর বহু মানুষ আসেন এই জটার দেউল দেখতে। কিন্তু হাজার হাজার দর্শনার্থীকে পরিষেবা দেওয়ার মতো কোনও ব্যবস্থা এখানে এখনো গড়ে ওঠে নি বলে অভিযোগ। অনেকেই এলাকায় এক-দু'রাত থেকে যেতে চান। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেই। শৌচালয়, পানীয় জলেরও সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জটার দেউলকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা ছিল, মন্দিরের পাশেই তৈরি করা হবে থাকার আবাসন। মন্দির চত্বরকে সাজানোর কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ কিছুই এগোয়নি। শুধু পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফে মন্দিরটি রং করে মন্দির চত্বর ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, সারা বছরই কমবেশি পর্যটক আসেন।পর্যটন কেন্দ্র হলে দোকানপাট, হোটেল, লজ গড়ে উঠত। অনেক বেকার যুবক যুবতীরা কাজ পেতেন,কর্মসংস্থান হতো।এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতো। কিন্তু কিছুই হয়নি। তা ছাড়া, মূল রাস্তা থেকে মন্দিরে যাতায়াতের প্রায় দেড়শো মিটার রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ। ভিড় হলে মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই পারেন না অনেকে। রায়দিঘি থেকে মন্দিরে আসার পথেও প্রায় ৩ কিমি রাস্তা খারাপ। রাস্তা সারানোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।রায়দিঘির বাসিন্দা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,পর্যটন কেন্দ্র হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হলে এলাকার মানুষের উপকার হয়।রায়দিঘির বিধায়ক অলক জলদাতা বলেন,ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে বলা হয়েছে, মন্দিরের আশেপাশের এলাকা জুড়ে কোনও খননকার্য করা যাবে না। তবে ওই প্রাচীন মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।দেখা যাক কিভাবে কি করা যায়।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল মেলাঘর ৯ নং ওয়ার্ডের জনগণ

মেলাঘর, ২৬ মার্চ ঃ ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর ৯ নং ওয়ার্ডের কলোনির মানুষ! জানা গেছে ওই এলাকায় সোমবার সন্ধ্যা রাতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আচমকা অগ্নিসংযোগ ঘটে। ঘটনাটি আশেপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন প্রত্যক্ষ করতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করে। খবর দেওয়া হয় মেলাঘর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আগুন যেন বেশি দূর ছড়াতে না পারে তার জন্য বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করা হয়।
এলাকাবাসীদের অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের খামখেয়ালির কারনেই বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা। তাদের আরো অভিযোগ এই বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারটির আশেপাশে জঙ্গলের পরিণত হয়ে আছে।। তাছাড়া ট্রান্সফরমারটি পরিকাঠামো দিক দিয়ে একেবারেই অচল। প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের এই দৃশ্য নজরে আসলেও ট্রান্সফরমারটি উন্নত পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার কোন ধরনের উদ্যোগ ছিল না। যার ফলে সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এই ট্রান্সফরমারে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আর এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয়রা দায়ী করছেন বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীদের। তাই তাদের দাবি সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তর যেন এই ট্রান্সপোর্ট সারাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

দেওয়ালে শতাব্দী রায়ের নামের উপর একের পর এক গোবরের প্রলেপ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ মার্চ ঃ বিদায়ী সাংসদ তথা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের দেওয়াল লিখনে গোবর লেপে দেওয়ার অভিযোগ। একের পর এক দেওয়ালে শতাব্দী রায়ের নামের উপর কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে গোবরের প্রলেপ লেপে দিয়েছে। আর এই নিয়েই হইচই বীরভূমের সাঁইথিয়া ব্লকের হাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃদু উত্তেজনার বাতাবরণ তৈরি হয় হাতোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় মাটিয়াড়া গ্রামে। ভোট গরম বাংলায় এই গোবর লেপে দেওয়ার ঘটনায় ফের নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির লোকজনই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলেরই 'বিক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীর দিকে দায় ঠেলছে বিজেপি শিবির। বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে গোবর লেপে দেওয়ার ঘটনা পুরোটাই শাসক শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল বলেই দাবি বিজেপির।

আচমকা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রাম, ঘটনাস্থলে জয়েন্ট বিডিও

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৬ মার্চ ঃ সোমবার দোলের রাতের মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড দশা। খানিকটা স্বস্তি দিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই। কিন্তু সুন্দরবনের বেশ কিছু গ্রাম এই ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের বামুনগাছি পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রামের বেশ কিছু বাড়ি মাত্র কয়েক মিনিটের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। কোথাও আবার বাড়ির চাল উড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড সুন্দরবনের এই গ্রাম। তবে এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। মঙ্গলবারেও বিদ্যুতহীন গ্রাম। ঘটনাস্থল মঙ্গলবার পরিদর্শন করেন জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তন্ময় মুখার্জি সহ ডিজাস্টার টিম। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সেখানে হঠাৎই শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের তাণ্ডব। হঠাৎ ওঠা দমকা বাতাসে ভেঙে পড়ে একের পর এক গাছ। উড়ে যেতে থাকে বেশ কয়েকটি বাড়ির টিনের চাল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষবাসেরও বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। তবে এবারে প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও এমন আচমকা বিপর্যয়ে সকলেই হতচকিত হয়ে পড়েছেন। দলুয়াখাকি গ্রামে হালিম নস্কর ও মাজেদা নস্করের দুটি বাড়িতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে এই ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বলেন, ঝড়ের ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। আপদকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। মোট কত ক্ষতি হয়েছে তা এখন বলা সম্ভব নয়।

৫০০ বছরের অধিক পুরাতন দোল উৎসবকে সামনে রেখে বড় মিষ্টির মেলা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৬ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের দোগাছিয়া দোল

তলা এলাকায় ৫০০ বছরের অধিক পুরাতন দোল উৎসবকে সামনে রেখে বড় মিষ্টির মেলা। একটি মিষ্টির দাম ১৫০০ টাকা! আর বড় মিষ্টির আকর্ষণে দূরদূরান্ত থেকে হাজির হয় দোগাছিয়ার এই দোল উৎসবের মেলায় হাজির হয় মানুষ। ৫ টাকা থেকে শুরু হওয়া মিষ্টি এবছর পৌঁছেছে দেড় হাজার টাকার পর্যন্ত। গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী চারদিন পর্যন্ত, আর চার দিন বেচাকেনা হবে মিষ্টি। এই প্রসঙ্গে এদিন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী মঙ্গলবার তিনি জানান, প্রতিবছরই দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে মিষ্টি কিনতে হাজির হয় এই মেলায় বহু ক্রেতা, তাদের কথাকে মাথায় রেখে এবছর সর্বাধিক এখনো পর্যন্ত দেড় হাজার টাকার মিষ্টি করা হয়েছে, তাতে ব্যবহার করা হয়েছে ৪ কেজি ছানা একই সাথে একটি তৈরি করতে সময় লেগেছে তিন ঘন্টারও বেশি। আর এই মিষ্টির মেলার জন্যই প্রতিদিনই উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে মেলায়।

বাঁকুড়ার রেস্তোঁরায় আগুনে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ মঙ্গলবার সাত সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাঁকুড়া শহরে। বড়বাজার সুভাষ রোড এলাকায় একটি বন্ধ স্ন্যাকসের দোকানের থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। বাসিন্দারাই দোকানের মালিককে খবর দেন। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে দোকানের শাটার খুলতেই কালো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দপ করে জ্বলে উঠে আগুন। খাবারের দোকান হওয়ায় ভিতরে মজুত করা ছিল একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার। ফলে ঘটতে পারতো চরম দুর্ঘটনা। তবে স্থানীয়দের তৎপরতা ও দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এলাকার মানুষ। দোকান মালিক জানান, গতকাল থেকে দোকানে বিদ্যুৎ ছিল না। অফিসে অভিযোগ জানিয়েছিলাম, আজ সকালে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা কাজ করতে এসে ওই কালো ধোঁয়া দেখতে পান। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে কী হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ব্যস্ত বাজারের মধ্যে খাবারের দোকান করা এবং তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখার ঘটনায় এলাকার অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যাবতীয় লাইসেন্স নিয়ে এই দোকান চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন কেউ কেউ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার ছয় জন ব্যক্তি

মালিগাঁও, ২৬ মার্চ ঃ ২২ থেকে ২৫ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় একজন ছেলে সহ ০৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে

সফলভাবে উদ্ধার করে এবং একজন মেয়েকে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়সীমায় ৪১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ে এবং ০৮ জন মহিলাকে উদ্ধার করে। পরে উদ্ধারকৃত শিশুমহিলাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইনএনজিও, অভিভাবক ও জিআরপি-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ ও জিআরপি টিম যৌথভাবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুজন পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করে। পরে তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, নিউ জলপাইগুড়ির হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই দিনে, ডিমাপুরের আরপিএফ ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৬০৩ (গুয়াহাটি- লিডু ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস)-এ যাত্রা করা একটি মেয়েকে চিকিসা সাহায্য প্রদান করে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিভিল হসপিটাল, ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড)-এ স্থানান্তর করে। ২২ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় গুয়াহাটির আরপিএফ টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক জন ছেলে সহ একটি পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে। একই দিনে, নিউ তিনসুকিয়ার আরপিএফ টিম বরডুবি রেলওয়ে স্টেশন থেকে একজন পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে। পরে তাদের নিরাপদ হেফাজতের জন্য জিআরপি / গুয়াহাটি এবং শেল্টার হোম / তিনসুকিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বরে যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন হওয়া শিশুদের পাওয়া গেলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিরোধীমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। আরপিএফ যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজরদারি রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত অভিভাবক ছাড়া শিশুর সন্দেহজনক চলাচল, একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

বর্ধমানে ১০৮ শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে হোলি উৎসবে মাতলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ মার্চ ঃ বর্ধমান মহারাজার আমল থেকে দোলের পরের দিন রং খেলায় মেতে বর্ধমানবাসী। রাজ আমলের ঐতিহ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার বর্ধমানে ছিল হোলি উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দিরে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পুজো দিয়ে দোল খেলায় মেতে ওঠার পাশাপাশি জনসংযোগ করলেন বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানে এসে প্রথমে তিনি চলে যান শহরের নবাবহাট এলাকার ১০৮ শিব মন্দিরে। এদিন দিলীপবাবু বলেন, বর্ধমান মহারাজার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন। ঘুরতে ঘুরতে দলের পুরাতন লোকেদের সাথে দেখাও করছেন। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বিজেপিময় হয়ে গেছে। এদিন তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ কে কটাক্ষ করে বলেন, প্রার্থী আগে তার কেন্দ্রের কোথায় ভাতাড়, কোথায় মন্তেশ্বর বিধানসভা রয়েছে, সেটা ভালো করে চিনুক। এই কেন্দ্রের পিচ সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না, পিচ তো আমাদের তৈরী। তৃণমূল প্রার্থী প্রচারে যখন যাচ্ছেন, তখন তিনি কি বলছেন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না, মানুষ কি বলছে তা আবার প্রার্থীও বুঝতে পারছে না। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক লক্ষন ঘোড়ুই, বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ বিজেপি নেতা সন্দীপ নন্দী, সুধীর সাউ, কৌশিক চন্দ সহ অন্যান্যরা। এদিন বিশাল বাইক র‍্যালি করে ঘুরলেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন ১০৮ শিব মন্দিরে পুজো দেবার পরই প্রথমে নীলপুরে একটি ক্লাবের আয়োজিত হোলি উৎসবে মাতেন। এরপরই শহরের বিভিন্ন এলাকায় হোলি খেলার মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ করার পাশাপাশি ও ভোট প্রচারও সেরে নেন তিনি। শেষে কর্মী সমর্থকদের লাড্ডু বিলি করতে দেখা যায় তাকে। দিলীপবাবু বলেন, এবারে বর্ধমানের হোলিতে থাকতে পেরে ভালোই লাগছে। রাস্তায় বহু মানুষ রঙ নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। ছোট্ট বাচ্ছা থেকে মহিলারা সবাই হোলি খেলছেন, রঙও দিচ্ছেন। তাদের কাছে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আশীর্বাদও চেয়ে নিচ্ছেন তিনি।

আসানসোলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের জেলা কমিটি নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৬ মার্চ ঃ আসানসোল লোকসভা নির্বাচনের কোর কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর এবার মাইনরিটি সেলের জেলা কমিটি নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উপরে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তার ফেসবুক পেজে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় লেখেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলে যে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেই বিষয়ে আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা করা হয়নি। স্পষ্ট করে একটা কথাই বলছি, যদি কোনরকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তাহলে যিনি যুক্ত এবং যিনি তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন একমাত্র তারাই দায়বদ্ধ থাকবেন। কুলটিতে দল এই বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেবে না। কুলটি ব্লকের মাইনরিটি সেল এর সভাপতি করা হয়েছে আসানসোল পুরনিগমের কাউন্সিলর নাদিম আখতার ওরফে বাবলুকে। সম্ভবত এই নাদিমকে নিয়েই ক্ষোভ জানিয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন দাসু বলেন নাদিম আখতার সহ কয়েকজনকে নিয়ে কুলটিতে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে। নদিম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে কিনা আমার জানা নেই, আমি রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি। পার্টিতে কেও যোগদান করতে চাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, এটাই পার্টির নিয়ম। এখন যে কমিটি ঘোষণা হয়েছে তা কার কথায় হয়েছে এই নির্বাচনের প্রাক্কালে তা আমার জানা নেই, যাক যা হয়েছে তা এখন সবাইকে মেনে নিতে হবে। এই বিষয়ে মাইনোরিটি সেলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি মাহফুজুল হাসান মনু বলেন ২০ দিন আগে এই লিস্ট সবাইকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কেউ কোন প্রতিবাদ জানায়নি, এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে, নির্বাচনের প্রাক্কালে এটা মোটেই ঠিক নয়। উচ্চ নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে তা করা হবে। বিজেপি আসানসোল জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় জানান আসলে এটা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা। আসানসোল পুরনিগমের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নদিমের আখতারের নামে এফ আই আর হয়েছে তার কাগজ আমি দেখেছি, ওনার বিরুদ্ধে ৯০ লক্ষ টাকা তছরুপ করার অভিযোগ করা হয়েছে। এখন এলাকা ছাড়া উনি পলাতক। তৃণমূল কংগ্রেস মানেই যে চোর তা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল

কংগ্রেসের কাউন্সিলররা যেভাবে তছরূপ করছে তা সত্যি দেখার বিষয় আছে। জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন তৃণমূল দলটা যে একটা চোরের দল, চোর বাটপাররা ঢুকে রয়েছে তা আরো একবার প্রমাণিত। তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর নদীম আক্তারের নামে আসানসোল উত্তর থানায় এফআইআর হয়েছে। সেখানে অভিযোগ ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এইরকমই একটি ব্যক্তিকে তৃণমূল কংগ্রেস কুলটি ব্লক কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সভাপতি করেছে। তাই আরেকবার প্রমাণিত ভোটের আগে চোর ডাকাতদের দলে সাংগঠনিক পদ দিচ্ছে। এদেরকে দিয়েই ভোট লুটার চেষ্টা করবে তৃণমূল। সিপিআইএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় জানান তৃণমূল কংগ্রেস দলে চুরি ডাকাতির অভিযোগ থাকবে এটা নতুন কিছু নয় কি করছে দিল্লি তে বসে সর্বত্র আর এরা করছে গোটা বাংলা জুড়ে উভয়ের প্রতিযোগিতামূলক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে বাংলা ও ভারতবর্ষের মানুষ অন্যরা কোন অপরাধ না করলেও তাদেরকে জেলে ভরছে পঞ্চায়েত ইলেকশনে সেটা দেখা গিয়েছে আক্রান্ত যেই হবে তাদের পাশে থাকব। অভিযুক্ত কাউন্সিলর নাদিম আক্তার বাবলিকে ফোন করলে উনি বলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন মাইনোরিটি সেলের ব্লক সভাপতি তাকে জিজ্ঞেস না করে করা হয়েছে, তিনি এর আগেও কুলটি এলাকায় যিনি মেয়র পরিষদ হয়েছেন বা মহিলা সভাপতি হয়েছেন তখনও উজ্জ্বল বাবুকে জিজ্ঞেস না করেই করা হয়েছিল, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় যখন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছিলেন তখন কুলটি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কাউকে জিজ্ঞেস না করেই করা হয়েছিল। এটা কোন ইস্যু নয়.আমার ইমেজ নষ্ট করার একটা চেষ্টা হচ্ছে মাত্র যা আমি হতে দেব না।

চেল নদীর উপর সেতু তৈরি নিয়ে রাজনীতিই করে গেল! আজও খরস্রোতা নদীর উপর বাঁশের সাঁকোই

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৬ মার্চ ঃ চেল নদী কি শুধুই নির্বাচনী ইস্যু হয়ে থেকে যাবে? কোনও দিনও কি তা ক্রান্তি ও মালব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণের সাক্ষী হবে না? প্রশ্ন তুলেছে দুই ব্লকের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোট যায় ভোট আসে, সব রাজনৈতিক দল মাল ব্লকের চেল নদীর উপর সেতু তৈরি নিয়ে রাজনীতিই করে গেল! কিন্তু আজ চেল নদীর উপর সেতু তৈরি হল না! সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, বাম জমানাতেও বামেরা এই সেতু নিয়ে রাজনীতি করে তার ফায়দা নিয়েছে। বর্তমান শাসকদলও গত পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে চেল নদীকেই ইস্যু করেছিল। শুধুমাত্র চেল নদীর উপর মাপজোক করে দায় সেরেছে প্রশাসন। কিন্তু আজও হল না চেল নদীর উপর সেই বহু প্রত্যাশিত সেতু। এই চেল সেতুকে সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাদের নির্বাচনি ইস্যু করেই দায় সেরেছে। বছরের পর বছর এমনটাই ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষাধিক মানুষের দাবি পূরণ না হওয়ায় এলাকায় এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সকলের প্রশ্ন, আদৌও কি আমরা চেল নদীর উপর সেতু কোনও দিন পাব? রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এটাই ইস্যু হয় সব রাজনৈতিক দলের। চেল নদীকে ইস্যু করে নির্বাচন পেরিয়ে গেলে সকলেই এই ইস্যু ধামা চাপা দিয়ে দেয়। রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা তথা ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত করিমুল হক বলেন, সত্যিই! চেল নদী এখনও শুধুমাত্র নির্বাচনী ইস্যু হয়ে থেকে গেছে। আমরা জানি না আদৌও চেল সেতু কোনও দিন হবে কিনা? ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি তথা প্রার্থী পঞ্চানন রায় বলেন, ওই নদীর উপর সেতু করতে গেলে বিরাট অঙ্কের টাকা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার বিষয়টি আন্তরিক ভাবে দেখছে। আমাদের সরকারই এই সেতু তৈরি করবে। প্রসঙ্গত, মাল ও ক্রান্তি ব্লকের বুক চিরে গিয়েছে এই চেল নদী। চেল নদীর ওপারে রয়েছে ক্রান্তি ব্লকের ছটি গ্রাম, সেখানে কয়েক লক্ষ মানুষের বাস। সেই এলাকায় রয়েছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, এসডিও-সহ নানা প্রশাসনিক দফতর। সেখানে নিত্যপ্রয়োজনে সকলকে মালবাজারে যেতে হয়। শীতের মরশুমে কোনও সমস্যা হয় না, কারণ, তখন নদীতে জল থাকে না। বর্ষাকালে পাহাড়ি খরস্রোতা এই নদী ভয়াল রূপ ধারণ করে। ফলে তখন যাতায়াতের একমাত্র ভরসা চেল নদীর উপর বাঁশের সাঁকো। তবে এই সাঁকোর উপর শুধুমাত্র বাইকই পার হয়। যদি কোনও জরুরি পরিষেবার গাড়ি নিয়ে যেতে হয়, তাহলে হয় তা কাঠামবাড়ি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওদলাবাড়ি হয়ে নিয়ে যেতে হয়, নয়তো লাটাগুড়ি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চালসা হয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়।

নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ মার্চ ঃ কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজমোড় সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার হল এক নিখোঁজ যুবকের ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম রাকিব মিয়াঁ (২৩)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন রাকিব। এদিন কলেজমোড় সংলগ্ন ব্লক লাইভস্টক অফিসের একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মহুয়ার বাড়িতে সিবিআই হানাকে হাতিয়ার করতে ৩১শে মমতার সভা কৃষ্ণনগরে

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২৬ মার্চ ঃ ৩১ মার্চ কৃষ্ণনগর যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রের বাড়ি ও অফিসে সিবিআই হানার পর এবার এই বিষয়কেই হাতিয়ার করতে চাইছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এবার মহুয়ার কেন্দ্র থেকেই লোকসভা প্রচার শুরু করবেন মমতা। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার 'অন্যায়' পদক্ষেপকে হাতিয়ার মমতার। সূত্রের খবর মার্চের শেষে লোকসভা ভোটের কৃষ্ণনগরের প্রচার সভা থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে সোচ্চার হতে চলেছেন মমতা। প্রসঙ্গত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির পর থেকেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে তোলপাড় দেশ। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারিতে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহুয়া মৈত্রের প্রচার শুরু কৃষ্ণনগর দিয়েই।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ায় শুরু নাকা চেকিং

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ায় জোরকদমে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়া জেলায় অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে জেলা পুলিশ। সেই উদ্দেশ্যেই মঙ্গলবার জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। জেলার বিভিন্ন থানার অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকায় এদিন নাকা চেকিং চালানো হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আন্তঃজেলা সীমানার মিশরিশোল নাকা চেকিং পোস্ট, ইন্দাস থানার অন্তর্গত খাররা নাকা চেকিং পোস্ট, ইন্দপুর থানার অন্তর্গত বাগডিহা, ভূতেরগেরিয়া এবং পায়রাচলী আন্তঃজেলা সীমানার নাকা চেকিং পোস্ট, বারিকুল থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম - পুরুলিয়া আন্তঃজেলা সীমানার পাড়ারডিহি মোড় নাকা চেকিং পোস্ট, বেলিয়াতোড় থানার অন্তর্গত মারখা নাকা চেকিং পোস্ট সহ নানা এলাকায় এদিন সকাল থেকেই চেকিং চলে। রাস্তায় বাইক, চারচাকা ছোট ও বড় গাড়ি, লরি ইত্যাদিরও যানবাহন পরীক্ষা করা হয়।

তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে বাধা গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা,আরামবাগ, ২৬ মার্চ ঃ তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে বাধা গ্রামবাসীদের। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। প্রতিবাদে তৃণমূল প্রার্থীর পথ অবরোধ। খানাকুলের ঘটনা। খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে ভোটের প্রচারে বেরিয়েছিলেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। গ্রামের মানুষজন মিতালি বাক্যে প্রচার করতে দেয়নি, প্রচারে বাধা দেয় এবং গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিজেপি দিকে ওটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি বিমান ঘোষ। তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের অভিযোগ, ওই এলাকায় খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির গুন্ডা বাহিনীরা তাঁদের ওপর চড়াও হয়। ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় এবং গ্রাম থেকে বার করে দেয়, খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিপের মাইতি অভিযোগ খানাকুল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী দাস তার দলবল নিয়ে ভোট প্রচারে বাঁ যায় তারপরেই কৃষ্ণনগর এলাকায়. বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন জায়গায় ক্ষণিকের পথ অবরোধ দেখায় প্রার্থী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা ঘটনার পর খানাকুল ধরার দ্বারস্থ হয়।

প্রসূতি মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা! হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ ঃ প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। এরপরই নার্সিংহোমের সামনে মৃতদেহ রেখে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে এমন দাবি করে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর পরিজনেরা। অভিযুক্ত চিকিৎসক ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে চলল বিক্ষোভও। বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের নার্সিংহোম হিসাবে পরিচিত ওই হাসপাতালের সামনে অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা গেল বাঁকুড়ার পুরপ্রধানকেও। এছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের অনেক পরিচিত নেতা-কর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গত ২১ মার্চ বাঁকুড়ার থানাগোড়া এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হন মৌসুমী দে নামের বাঁকুড়া শহরের কামারপাড়া এলাকার এক প্রসূতি। ওই দিনই সিজারের পর তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। অভিযোগ সিজারের পর থেকেই ওই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। মৃতার পরিবারের দাবি, শুক্রবার দুপুরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিজনদের জানায় প্রসূতির ডায়ালিসিস প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিকাঠামো ওই নার্সিংহোমে নেই। এরপরই ওই প্রসূতিকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সোমবার মৃত্যু হয় ওই প্রসূতির। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে মৃতদেহ নার্সিংহোমের সামনে নিয়ে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিজনেরা। মৃতের পরিজনদের দাবি, ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে ওই প্রসূতির। এদিনের বিক্ষোভ ও অবরোধে সামিল হয়ে ক্ষোভ দেখান বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার, উপপুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ, বাউরী কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান দেবদাস দাস, প্রাক্তন বিধায়ক শম্পা দরিপা-সহ বহু তৃণমূল নেতা-নেত্রীকে। অভিযোগ নিয়ে নার্সিংহোমের তরফে কোনও বক্তব্য মেলেনি।

নন্দীগ্রামে আবার শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়েই প্রচারে অভিজিত

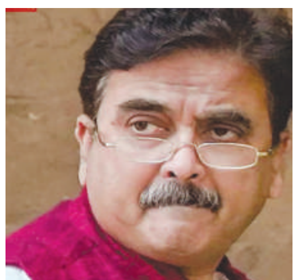

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ মার্চ ঃ বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রথমেই এসেছিলেন নন্দীগ্রামে। লোকসভা ভোটের প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণার পরও সেই নন্দীগ্রামেই হাজির হলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবারও সঙ্গে ছিলেন রাজনীতিতে তাঁর অধুনা পথপ্রদর্শক শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলনেত্রীর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা যে নন্দীগ্রামের কাঁধে ভর করে সেই নন্দীগ্রামেই গত বিধানসভা ভোটে হেরেওছেন মমতা। হেরেছেন একদা তাঁর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেই। বার বার নন্দীগ্রামের মাটি ছুঁয়েই কাজ শুরু করছেন কেন? প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে। জবাবে অভিজিতবাবু বলেছেন, ''এই নন্দীগ্রাম অনেক ইতিহাস তৈরি করেছে। আগামী দিনেও দেখুন না নন্দীগ্রাম কী করে!'' অভিজিতবাবুকে পাশে নিয়ে মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু বলেন, ''এই নন্দীগ্রামে বসে আমরা ঠিক করেছিলাম শহীদদের প্রতিনিধি ফিরোজা বিবিকে প্রার্থী করা হবে। সেই সিদ্ধান্তে মানুষ সমর্থন করেছিল। এ বারও আমরা মানুষের কথা ভেবে প্রার্থী ঠিক করেছি। ফিরোজা বিবি তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি। তিনি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নন্দীগ্রামের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি পাঁশকুড়া পশ্চিমের বিধায়ক। তাঁর ছেলে নন্দীগ্রাম গণহত্যায় ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নিহত হয়েছিল। তিনি 'শহিদ জননী' নামে পরিচিত। শুভেন্দুবাবু এদিন বলেন, ''এ বারের ভোটের দু'টি ইস্যুর সবচেয়ে বড়টি হল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি। গোটা শিক্ষা দফতরটাই জেলে। তাই আমরা জানি, মানুষ কাকে সমর্থন করবে। আর কাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।''

পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাংক | pnb punjab national bank

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃদক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে, পোষ্ট অফিসঃ বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল

ভেহিকল নিলাম বিজ্ঞপ্তির সূত্র ধরে, যা প্রকাশিত হয়েছিল এই সংবাদপত্রে গত ১৪.০৩.২০২৪ তারিখ এবং মি. তপন সর্দার(পইলান শাখা)-এর গাড়ি যে নিলাম প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হতে চলেছিল ৩০.০৩.২০২৪ তারিখ, সেটি তুলে নেওয়া হল কিছু প্রযুক্তিগত কারণে ই-নিলামের পরবর্তী তারিখ যথাসময়.জানানো হবে।

তারিখ ঃ২৭.০৩.২০২৪ স্থান ঃ বারুইপুর
স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

অরেঞ্জ লাইনে ২৮.০৩.২০২৪ এবং ২৯.০৩.২০২৪ তারিখে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকবে

অরেঞ্জ লাইনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত শাখায় সিসিআরএস পরিদর্শন সম্পর্কিত কিছু পরিচালনগত জরুরিকালীন প্রয়োজনীয়তার দরুন, অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর মধ্যবর্তী শাখায় মেট্রো পরিষেবা (বাণিজ্যিক পরিষেবা) ২৮.০৩.২০২৪ তারিখ (বৃহস্পতিবার) ও ২৯.০৩.২০২৪ তারিখ (শুক্রবার) বন্ধ থাকবে।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ১৫৭এ, মানিকতলা রোডে (বেঙ্গল কেমিক্যাল মেট্রো স্টেশনের কাছে) অফিসারদের ফ্ল্যাটের জন্য বহুতল বিল্ডিং (বি+জি+১২) তৈরির জন্য আরসিসি ফ্রেমড় কাঠামো নির্মাণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৫,১০,৩৪,৮৪৩.৬৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৪,০৫,২০০.০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৪-এ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৬১-২০২৪ (ওপেন) (দুই প্যাকেট)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ114/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685117_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System of different buildings of Midnapore Medical College & Hospital (except MCH building) under MMCES-I, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ115/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685120_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System of different buildings of Midnapore Medical College under MMCES-II, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ116/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_ 685122_1
Last date of submission of bid :- 05.04.2024 up to 14:30 Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of 3 x 10 body & 2x 6 body Mortuary Cooler and 1 no. decomposed Mortuary chamber at Midnapur Medical College and Hospital under MMCES-II, PWDte.

&

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ117/2023-24
Tender ID: 2024_WBPWD_687762_1
Last date of submission of bid :- 03.04.2024 up to 15:00 Hrs
Name Of Work: Urgent Repairing/ Rectification work due to breakdown of 2 nos. 22TR & 2 nos. 11.5TR (Make- VOLTAS) Ductable unit with AHU for proposed 24 beded hybrid CCU at Kharagpur Sub-Divisional Hospital, Paschim Medinipur.
Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**
For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC, PWDte

ইডেনে নাইট শো, একদিন পিছিয়ে নববর্ষে মোহনবাগানের ম্যাচ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ আইএসএলের সূচিতে হঠাৎই পরিবর্তন। বলা উচিত কি ফুটবলে থাবা বসাল ক্রিকেট? ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মোহনবাগান-মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ ১৪ এপ্রিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ম্যাচ একদিন পিছিয়ে ১৫ তারিখ হবে। ওই দিনই ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ রয়েছে। তা হলে কি ক্রিকেটে পর্যাপ্ত পুলিশ দেওয়ার জন্যই কি ফুটবল ম্যাচ পিছিয়ে গেল? প্রশ্ন উঠছিল। তবে মোহনবাগান নিজেই চেয়েছে ১৪ এপ্রিলের বদলে ম্যাচটা পরদিন অর্থা ১৫ তারিখ খেলতে। ১৪ তারিখ হওয়ার কথা ছিল মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচ। কিন্তু সেই ম্যাচ একদিন পিছিয়ে ১৫ তারিখ হবে। ওইদিনই ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ আছে। তাহলে কি ক্রিকেটে পর্যাপ্ত পুলিশ দেওয়ার জন্যই কি ফুটবল ম্যাচ পিছিয়ে গেল? প্রশ্ন উঠছিল। তবে মোহনবাগান নিজেই চেয়েছে

১৪ তারিখের বদলে ম্যাচটা পয়লা বৈশাখে খেলতে। কারণ লখনউ সুপার জায়ান্টস সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। আইপিএলের ম্যাচ থাকলে সে ক্ষেত্রে যুবভারতীতে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ মোহনবাগান-মুম্বই ম্যাচও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিগ, শিল্ড নির্ণায়ক ম্যাচ হতে পারে। তাই এফএসডিএলের কাছে ম্যাচ পিছনোর আবেদন করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আইএসএলের সম্প্রচারকারী ওটিটি প্ল্যাটফর্মও চেয়েছিল ম্যাচটা পিছোতে। ভিউয়ারশিপে না হলে অসুবিধা হত। সবদিক দেখেই একদিন পিছিয়ে দেওয়া হল মোহনবাগান-মুম্বই আইএসএলের ম্যাচ। পুলিশি অনুমতি অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর। অতীতেও দেখা গিয়েছে, পুজোর ছুটিতে পর্যাপ্ত পুলিশের অভাবে বড় ম্যাচ পিছিয়ে যেতে। এমনকি ব্রিগেড সমাবেশের কারণে শেষ ডার্বি এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। যদিও পুজোর ছুটিতে ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত নিয়ে কোনও সমস্যাই হয়নি। এ ক্ষেত্রেও মনে করা হয়েছিল, হয়তো আইপিএলের ম্যাচের কোপ পড়ল আইএসএলে। কিন্তু না। ম্যাচটি পিছনোর আবেদন করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টই।

অন্য দিমিত্রিকে পেতে ঝাঁপাল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ মার্চঃ আর এক দিমিত্রিকে পেতে ঝাঁপাল ইস্টবেঙ্গল। এক দিমিত্রি মোহনবাগান জনতার নয়নের মণি। অজি তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোস পালতোলা নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তরতরিয়ে। ডার্বিতে অনেক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকের ঘুমও কেড়েছেন। দিমিত্রি নামের সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে থাকে লাল-হলুদ জনতার। ডুরান্ড কাপের ফাইনাল হোক বা আইএসএল, দিমি ডার্বিতে লক্ষ্যভেদে সচেষ্ট থাকেন। সামনের মরসুমে ভালো দল গড়তে এখন থেকেই আসরে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। এমনকি ইস্টবেঙ্গলের দেওয়া প্রি

কনট্র্যাক্ট পেপারেও সই করে দিয়েছেন কেউ কেউ। কেরালা ব্লাস্টার্সের জার্সিতে নজর কাড়া দিমিত্রিয়স ডায়ামান্টাকোসকে পেতে ঝাঁপাল ইস্টবেঙ্গল। চলতি আইএসএলে দুরন্ত ফর্মে আছেন গ্রীক ফরোয়ার্ড। কেরলের জার্সিতে ৩৬ ম্যাচে ২২ গোল আছে তাঁর নামের পাশে। চলতি আইএসএলের টপ স্কোরার। লিগে ১২ গোল করে রয় কৃষ্ণার সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় আছেন। গ্রীসের জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন দিমিত্রিয়স। সূত্রের খবর, গ্রীসের জাতীয় দলে খেলা এই ফুটবলারের জন্য নাকি রেকর্ড অঙ্কের চুক্তির প্রস্তাব রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। এদিকে পঞ্জাব এফসির মাদিহ তালালকে নাকি ইতিমধ্যেই প্রি কনট্র্যাক্টে সই করিয়ে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। মরসুম শেষ না হওয়ায় সরকারি ভাবে কেউ জানাতে নারাজ। সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত চাইছেন আইএসএলে খেলা বিদেশিদেরই পরের মরসুমে দলে নিতে। এ বছর যেমন ভিক্টর ভাসকুয়েজ বা ফেলিসিও ব্রাউন কেউই লাল-হলুদ জার্সিতে ছাপ ফেলতে পারেননি।

বিরাট এখন আরও বেশি তরতাজা, বললেন ডুপ্লেসি

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চঃ মরসুমের প্রথম পয়েন্ট। হার দিয়ে এ বারের আইপিএল শুরু হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। ঘরের মাঠে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জয়ে মূল্যবান পয়েন্ট। ঘরের মাঠে রান তাড়ায় বিরাট কোহলি শুরুটা দুর্দান্ত করলেও শেষ দিকে চাপে পড়ে আরসিবি। ম্যাচ হাত থেকে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিল। তবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা মহীপাল লোমরোর এবং অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক দুর্দান্ত ফিনিশ করেন। ৪ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয়। ভিতটা অবশ্য গড়ে দিয়েছিল বিরাট কোহলির ৪৯ বলে ৭৭ রানের ইনিংস। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে একঝাঁক পুরস্কার বিরাট কোহলির ঝুলিতেই। তাঁর ইনিংসে মুগ্ধ ক্যাপ্টেন ফাফ ডুপ্লেসিও। প্রায় ২ মাস ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন বিরাট। প্রত্যাবর্তনে প্রথম ম্যাচে সেট হলেও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি চেন্নাইয়ের মাঠে। বেঙ্গালুরুর জয়ে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। আইপিএলের গত সংস্করণে আরসিবির ৭০ শতাংশ রানই এসেছিল টপ থ্রি ব্যাটার বিরাট, ডুপ্লেসি এবং ম্যাক্সওয়েলের সৌজন্যে। মিডল অর্ডার চিন্তা এ বারও রয়েছে। মরসুমের প্রথম জয়ের পর আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি বলছেন, ''বিরাটের ক্রিজে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ও খেলাটা উপভোগ করছে। আবেগ দিয়ে খেলছে। মানসিক ভাবে তরতাজা এবং আত্মবিশ্বাসীও। বিরাট মাঠে থাকায় বাইরে আমি শান্তই ছিলাম। টুর্নামেন্টের প্রথম পর্বে যতটা সম্ভব পয়েন্ট নিতে হবে। বিরাট ক্রিজে থাকায় মনে হয়েছিল, ম্যাচটা অনেক আগেই জিতে যাব।'' ইনিংসের ১৬তম ওভারে বিরাট আউট হতেই চাপে পড়ে আরসিবি। তবে অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক এবং ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামা মহীপাল লোমরোর দলের জয় নিশ্চিত করেন। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম থাকায় ডুপ্লেসির ভরসা ছিল, মহীপাল-দীনেশ ওভার প্রতি ১৪-১৫ রান তুলতে পারবে। সেটাই করে দেখান কার্তিক ও মহীপাল।

মেসির পর এবার দি মারিয়াকেও হত্যার হুমকি

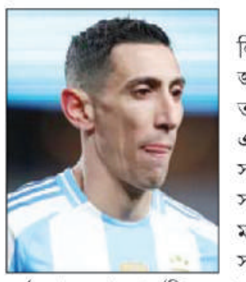

রোজারিও, ২৬ মার্চঃ রোজারিও, লিওনেল মেসির জন্মস্থান। এই শহরেই জন্মেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী আরেক তারকা আনহেল দি মারিয়াও। সেই শহরেই এবার দুর্বৃত্তদের হুমকি পেলেন দি মারিয়া। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, দি মারিয়া রোজারিওতে ফিরলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। এখন পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকায় খেলা দি মারিয়া গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন, ছেলেবেলার ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে খেলেই ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। ওই ঘোষণার পরই হুমকি পেলেন দি মারিয়া। মেসি-দি মারিয়ার মতো দুই ফুটবল তারকার জন্ম শহরের পরিচয়ের বাইরে আরেকটি পরিচয় আছে আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলীয় শহরটির। সেটি অবশ্য বুক উঁচিয়ে বলার মতো কিছু নয়। সান্তা ফে প্রদেশের শহরটির কুখ্যাতি আছে মাদক-সংক্রান্ত সহিংসতার জন্য। সেই শহরের একটি নিরাপত্তাবেষ্টিত আবাসিক এলাকায় বাড়ি দি মারিয়ার। দেশে ফিরলে দি মারিয়া সেখানেই থাকেন। সেই এলাকাতেই সোমবার ভোরে হুমকি-সংবলিত কাগজ ছুড়ে ফেলে যায় অচেনা কিছু মানুষ। একটি ধূসর গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলা সেই কাগজে দি মারিয়ার পরিবারের উদ্দেশে লেখা ছিল, 'আর্জেন্টাইন তারকা যদি শহরে ফেরেন, তাহলে প্রাদেশিক গভর্নর ম্যাক্সিমিলিয়ানো পুয়ারোও দি মারিয়াদের নিরাপদে রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না।' ঠিক কী হুমকি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, সেই বার্তা পুলিশের বরাত দিয়ে আর্জেন্টিনার নিউজ পোর্টাল ইনফোবে তাদের ওয়েবসাইটে তুলে ধরেছে, 'তোমাদের ছেলে আনহেলকে বলো রোজারিওতে না ফিরতে। সে যদি ফেরে, তোমাদের পরিবারের যেকোনও একজন সদস্যকে আমরা খুন করব। পুয়ারোও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। আমরা শুধু কাগুজে বার্তাই ফেলে যাই না, আমরা বুলেট আর লাশও ফেলে যাই।' গত বছর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর পরিবারের সুপারমার্কেটে বন্দুক হামলা করেছিল অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা। 'মেসি, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। (রোজারিওর মেয়র) পাবলো ইয়াভকিন নিজেই মাদক চোরাচালানকারী। সে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না' লেখা কাগজও ফেলে রেখে গিয়েছিল সেই সন্ত্রাসীরা।

অস্ট্রেলিয়ায় ফের দিন-রাতের টেস্ট ভারতের!

সূচি নিশ্চিত করল অজি বোর্ড

সিডিনি, ২৬ মার্চঃ অস্ট্রেলিয়া সফরের পূর্ণ সূচি প্রকাশ্যে। অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। এর মধ্যে রয়েছে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টও! অস্ট্রেলিয়ায় দিন-রাতের টেস্ট ভারতের কাছে অস্বস্তির। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের টেস্ট সিরিজ শুরু হয়েছিল অ্যাডিলেডে। দিন-রাতের টেস্টে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছিল বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৩৬ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল ভারতের ইনিংস। এ বারও সেই মাঠেই দিন-রাতের টেস্ট খেলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেড

টেস্টে গত-বার শুরুটা হতাশায় হলেও মাহাকাব্যিক সিরিজ জিতেছিল তরুণ ভারত। বিরাট কোহলি প্রথম টেস্ট খেলেই দেশে ফিরেছিলেন। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে সিরিজ জয় ভারতের। ঋষভ পন্থ, হনুমা বিহারি, সিরাজদের মতো একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার ভারতের জয়ে নায়ক। কার্যত 'বি' টিম নিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। ঘরের মাঠে গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিও জিতেছে ভারত। এ বার অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। এ বার সিরিজ শুরু হবে পারথে। পঞ্চম তথা সিরিজের শেষ টেস্ট সিডনিতে। ১৯৯১-৯২ মরসুমের পর এই প্রথম ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে। গত সিরিজগুলি হয়েছে চার ম্যাচের। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরু নভেম্বরের শেষ দিকে। দ্বিতীয় টেস্টটি দিন-রাতের।

অস্ট্রেলিয়া-ভারত পূর্ণ সূচি ।। প্রথম টেস্টঃ ২২-২৬ নভেম্বর, পারথ। দ্বিতীয় টেস্টঃ ৬-১০ ডিসেম্বর, অ্যাডিলেড (দিন-রাতের)। তৃতীয় টেস্টঃ ১৪-১৮ ডিসেম্বর, ব্রিসবেন। চতুর্থ টেস্ট। ২৬-৩০ ডিসেম্বর, মেলবোর্ন। পঞ্চম টেস্ট। ৩-৭ জানুয়ারি, সিডনি

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' বিমানে উঠে ভুলেই গেলেন রিঙ্কু সিং!

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পূর্ণ সূচি প্রকাশ করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রাথমিক ভাবে ২১ ম্যাচের সূচি প্রকাশ করা হয়েছিল। গত কালই বাকি ম্যাচের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। এ বারের ফাইনাল হবে চেন্নাইতে। প্রাথমিক সূচিতে কেকেআরের তিনটি ম্যাচ ছিল। এর মধ্যে দুটি অ্যাওয়ে। ঘরের মাঠে এ বারের আইপিএল অভিযান শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে রুদ্ধশ্বাস জয়। এ বার বেঙ্গালুরু অভিযান। যাবার পথে রিঙ্কু সিং ভুলেই গেলেন কোথায় যাচ্ছেন! আইপিএলে অন্যতম সেরা আকর্ষণীয় একটা ম্যাচের অপেক্ষা। শুক্রবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আরসিবির বিরুদ্ধে নামতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সোমবার কলকাতায় টিম হোটেলে জমিয়ে রং খেলেছেন নাইট রাইডার্স ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফরা। এ দিন বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেল কেকেআর। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়েছিল নাইটরা। তবে অভিষেক ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন ফিল সল্ট, রমনদীপ সিং। ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স আন্দ্রে রাসেলের। আর শেষ ওভারে নায়ক হর্ষিত রানা। গত মরসুমে ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করেছেন রিঙ্কু সিং। প্রথম ম্যাচেও রাসেলের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়েন রিঙ্কু। এ বার নজরে বেঙ্গালুরু। যাওয়ার পথে বিমানে অবশ্য মজার কান্ড। রিঙ্কু কি ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতা নাইট রাইডার্স এমনই একটা ভিডিয়ো শেয়ার করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বেঙ্গালুরুতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় কেকেআর টিমকে। মাঠে অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। তবে বাড়তি নজর থাকবে রিঙ্কু সিং ও বিরাট কোহলির ফিল্ডিংয়ে।

আইপিএলের অবিশ্বাস্য রেকর্ড ৩৮ বছরের দীনেশ কার্তিকের

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চঃ কেউ ব্যাট দিয়েই লেখেন প্রেমের কবিতা। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তাঁদের কভার ড্রাইভ। সচিন তেন্ডুলকর, ব্রায়ান লারারা যেমন ছিলেন 'প্রেমিক' ব্যাটার। কেউ ব্যাট দিয়েই লেখেন মৃত্যু পরোয়ানা। গুটিকতক বল তাঁদের থামাতে ক্রিকেট যতদিন থাকবে, তিনি থেকে যাবেন মনে। ৩৮ বছরেও ঠান্ডা মাথায় খুনে মেজাজে টিমকে জেতাচ্ছেন দীনেশ কার্তিক! পঞ্জাবের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি আউট হতেই ম্যাচ ঢলে পড়েছিল শিখর ধাওয়ানদের দিকে। প্রথম ম্যাচেই চেন্নাইয়ের কাছে। আরসিবি

পারে না। পরোয়া করেন না উল্টো দিকের বোলারকে। ডেথ ওভারগুলোয় শুধু তাঁরা জয়ের রাস্তা খোঁজেন। বিপক্ষের দরজা খুলে জয় ঢুকে পড়েছে, বুঝেও যাঁরা ছিনিয়ে নেন সুখ। টি-টোয়েন্টির দুনিয়ায় এমন অনেকেই আছেন। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে এই কাজ গত ১৭ বছর ধরে করে চলেছেন, এমন কাউকে তুলে ধরা বেশ মুশকিল কাজ। আর কাউকে খুঁজতে হবে না। এ বার কুড়ি ওভারের ততক্ষণে মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে দ্বিতীয় হারের। ঠিক সেখান থেকেই অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে নিলেন কার্তিক। রিঙ্কু সিংয়ের তখনও জন্ম হয়নি। ক্রিকেট স্রেফ ধোনির মতোই এক ফিনিশারে মুগ্ধ ছিল। তখনই উঠে এসেছিলেন দীনেশ কার্তিক। কেকেআরের হয়ে চালিয়ে গিয়েছিলেন এই একই তাণ্ডব। এখন আরসিবির হয়ে করছেন। ১০ বলে ২৮ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে গেলেন। তিনটে চার ও দুটো ছয়ের বিস্ফোরণে। ১৭ থেকে ২০ ওভার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে স্পর্শকাতর মুহূর্ত। এই সময় জয় কেউ হাতছাড়া করে, কেউ জয় ছিনিয়ে নেয়। কার্তিক যতদিন থাকবেন, তাঁর টিমের ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা নব্বই শতাংশ থাকবে। এই ১৭-২০ ওভারেই সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেট কার্তিকের। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানও তাঁর। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১০ বলে নট আউট ২৮ করেছেন ২৮০ স্ট্রাইক রেটে। ১৭-২০ ওভারে কার্তিকের গড় স্ট্রাইক রেট ২০৩.২৭। সব মিলিয়ে ওই সময় তিনি করেছেন ৩৭২ রান। কার্তিকের থেকে বেশি রান রয়েছে একমাত্র সিমরন হেটমেয়ারের, ৩৮৩। ওয়েস্টে ইন্ডিজের ক্রিকেটারের স্ট্রাইক রেট অবশ্য কার্তিকের থেকে কম, ১৯৭.৪২। বোঝাই যাচ্ছে, ডেথ ওভারগুলোয় কতটা আগ্রাসী ব্যাটিং করেন তিনি। বয়স যত বাড়ছে, তত যেন ধারালো হচ্ছে। ওই তালিকায় তিন নম্বরেই রয়েছেন কেকেআরের নতুন নায়ক রিঙ্কু, ৩৫১ রান করেছেন ১৯৫ স্ট্রাইক রেটে। ম্যাচের পর কার্তিক অবশ্য বলেছেন, ''ম্যাচ কিন্তু কোনও ভাবেই আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তবে পরের দিকে আমরা নিজেদের মতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। আমাদের আসলে একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল। মহীপাল লোমরোর সঙ্গে সেটা তৈরি হয়েছিল। মহীপালই চাপটা কমিয়ে দিয়েছিল আমার। খুব ভালো করে জানতাম, হর্ষল প্যাটেল চালাক বোলার। তাই ওর বল শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে শট নিচ্ছিলাম।''

বদলিতেই বাজিমাত লিভারপুলের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবল দৌড়ের খেলা। শুধু একাদশের ১১ জন দিয়ে তাই হয় না। কোচদের ভাষায় 'ফ্রেশ লেগস', অর্থাৎ সতেজ পায়ের প্রয়োজন হয়। সে জন্য ফুটবলের আইনে বদলির নিয়ম সংযুক্ত করা হয় ১৯৫৮ সালে। একটা সময় পর্যন্ত এক ম্যাচে একটা দল সর্বোচ্চ তিনজনকে বদলি নামাতে পারত। করোনা মহামারির সময় সেটা সাময়িকভাবে বাড়িয়ে পাঁচজন করা হয়। ২০২২ সালের জুনে ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় পাঁচ বদলির নিয়ম স্থায়ী করে। ফুটবলের সমস্ত তথ্য বিষয়ে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'অপটা' জানিয়েছে, এই মরসুমে (২০২৩-২৪) ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে লিভারপুলের বদলি খেলোয়াড়দের গোলে অবদানই সবচেয়ে বেশি। প্রিমিয়ার লিগের এই মরসুমে এখন পর্যন্ত ১১৯ জন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ১১ গোল পেয়েছে লিভারপুল। বদলি হিসেবে লিগে আরও ১১টি গোলও বানিয়েছেন লিভারপুলের খেলোয়াড়েরা। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগের এই মরসুমে সর্বোচ্চ ২২ গোলে অবদান লিভারপুলের বদলি খেলোয়াড়দের। প্রিমিয়ার লিগে যে এখনো শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সমান ৬৪ পয়েন্ট লিভারপুলের, তাতে বড় অবদান লিভারপুলের বদলি খেলোয়াড়দের। হারতে বা ড্র করতে বসা অনেক ম্যাচ থেকেই লিভারপুল পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বদলি খেলোয়াড়দের দিয়ে বাজিমাত করে। তালিকায় দ্বিতীয় ইতালিয়ান সিরি 'আ'র ক্লাব আতালান্তা। এ পর্যন্ত ১৩৪ জন বদলি মাঠে নামিয়ে সিরি 'আ'তে তাঁদের কাছ থেকে ১০ গোল পেয়েছে ক্লাবটি এবং লিগে আরও ১১টি গোল বানিয়েছেন আতালান্তার বদলি খেলোয়াড়েরা। সব মিলিয়ে ২১ গোল নিয়ে লিভারপুলের পরই অবস্থান আতালান্তার বদলি খেলোয়াড়দের। প্রিমিয়ার লিগে ১১২ জন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামিয়ে তাঁদের

কাছ থেকে ১১ গোল পেয়েছে আর্সেনাল। ৭টি গোলও করিয়েছেন আর্সেনালের বদলি খেলোয়াড়েরা। মোট ১৮ গোল নিয়ে আর্সেনাল এ তালিকায় তৃতীয়। লা লিগার ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদ ১২৯ খেলোয়াড় বদলি নামিয়ে তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছে ১০ গোল। তাঁরা গোল বানিয়েছেন ৭টি। মোট ১৭ গোল নিয়ে চতুর্থ মাদ্রিদের ক্লাবটি। যৌথভাবে আতলেতিকোর সঙ্গে আছে ইতালির ক্যালিয়ারি, স্পেনের জিরোনা ও এএস রোমাও। সিরি 'আ'র ক্লাব ক্যালিয়ারি ১২৯ বদলি খেলোয়াড়ের কাছ থেকে গোল পেয়েছে ৮টি, গোল বানিয়েছে ৯টি। জিরোনা ১১৮ বদলি খেলোয়াড়ের কাছ থেকে ৯টি গোল এবং ৮টি গোলে সহযোগিতা পেয়েছে। ১১৭ বদলি খেলোয়াড়ের কাছ থেকে ৯টি গোল এবং ৮টি গোলে সহযোগিতা পেয়েছে সিরি 'আ'র ক্লাব এএস রোমা। এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বদলি খেলোয়াড়দের গোলে অবদানের হিসাবেও লিভারপুল শীর্ষে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লিভারপুল ৪৩ ম্যাচে ১৯৪ জন বদলি নামিয়ে ২২ গোল পেয়েছে। ২২টি গোলও করিয়েছেন ক্লাবটির বদলি খেলোয়াড়েরা। সব মিলিয়ে মোট ৪৪ গোলে অবদান-সেটি অবশ্য মরসুমের এ পথ পর্যন্ত। সংখ্যাটা যে সামনে আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। এই তালিকার শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি চারটি ক্লাব যথাক্রমে আতলেতিকো মাদ্রিদ, বায়ার লেভারকুসেন, অ্যাস্টন ভিলা ও ক্যালিয়ারি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মরসুমে এ পর্যন্ত ৪০ ম্যাচে ১৯০ জন বদলি খেলোয়াড় নামিয়েছে আতলেতিকো। ১৪ গোল করার পাশাপাশি ১৫ গোল করিয়েছেন ক্লাবটির বদলি খেলোয়াড়েরা। অর্থাৎ এ পর্যন্ত ২৯ গোলে অবদান আতলেতিকোর বদলি খেলোয়াড়দের। লেভারকুসেন এ পর্যন্ত ৩৫ ম্যাচে ১৪৯ জন বদলি নামিয়ে ১৫ গোল পেয়েছে। ৯টি 'অ্যাসিস্ট' আছে। ২৪ গোলে অবদান রেখে তৃতীয় লেভারকুসেনের বদলি খেলোয়াড়েরা। অ্যাস্টন ভিলা এ পর্যন্ত খেলেছে ৪০ ম্যাচ। ১৬৭ জন বদলি নামিয়ে ১০ গোল পেয়েছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। অ্যাসিস্ট আছে ১৩টি। ২৩ গোলে অবদান রেখে চতুর্থ ভিলার বদলি খেলোয়াড়েরা। ক্যালিয়ারির বদলি খেলোয়াড়েরা ২৩ গোলে অবদান রেখে যৌথভাবে চতুর্থ-৩০ ম্যাচে ১৪৫ জন বদলি নামিয়েছে ক্লাবটি। ১২ গোলের পাশাপাশি ১১ অ্যাসিস্ট। বুন্দেসলিগার ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ও লা লিগার ক্লাব জিরোনার বদলি খেলোয়াড়েরাও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই মরসুমে সমান ২৩ গোলে অবদান রেখেছেন। বদলি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে গোল পাওয়ার হিসাবে লিভারপুল এগিয়ে থাকলেও বদলি খেলোয়াড় নামানোর হিসাবে কিন্তু এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগ বেশ পেছনে। একটা ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে ৫ জন করে সর্বোচ্চ ১০ জন খেলোয়াড় বদলি করতে পারে। অপটার গবেষণা বলছে, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে এই মরসুমে ম্যাচপ্রতি বদলি নামানোর তালিকায় প্রিমিয়ার লিগের অবস্থান তলানিতে। প্রিমিয়ার লিগে এই মরসুমে ম্যাচপ্রতি ৭.৮৯ জন বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামানো হয়েছে। ম্যাচপ্রতি ৯.৩৭ জন বদলি খেলোয়াড় নামিয়ে এই তালিকায় শীর্ষে ইতালিয়ান সিরি 'আ'। ম্যাচপ্রতি ৮.৬৮ জন খেলোয়াড় মাঠে নামানো হয়েছে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁতে। জার্মান বুন্দেসলিগায় ম্যাচপ্রতি বদলি নেমেছেন ৯.০৯ জন, লা লিগায় ৯.২৫ জন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com